গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ

মিউনিসিপ্যাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট
(এমজিএসপি)

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএসএফ)

সেপ্টেম্বর ২০১৩

সূচীপত্র

	সূচীপত্র	*পৃষ্ঠা নং*
১.	*ভূমিকা*	
	ক. প্রকল্পের পটভূমি	১
	খ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও খাতসমুহ	২
	গ. সামাজিক ইস্যু ও সম্ভাব্য ফলাফল	৪
	ঘ. সামাজিক অগ্রগতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	৫
	ঙ. পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া	৫
২.	সামাজিক বিষয় যাচাই ও তার প্রভাব	
	ক) নগরের জনসংখ্যা এবং তার সুবিধাভোগী ১. নগরের জনসংখ্যা ২. নগর এলাকায় দারিদ্র্য ৩. প্রকল্প এলাকায় জনসংখ্যা ৪. প্রকল্প এলাকায় উপজাতি	৭-৯
	খ. নগর উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা	১০
	গ. নগর উন্নয়নের ধরন	১০
	ঘ. নগরে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১১
	ঙ. ইউজিআইআইপি-এর আওতায় জনগণের চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন	১২
	চ. আইন ও নীতিমালাগত কাঠামো ১. বাংলাদেশের সাধারণ আইনের বর্ণনা ২. সামাজিক নিরাপত্তায় বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন নীতিমালা ৩. আইনী ও নীতিমালা কাঠামো প্রয়োগ ৪. পুর্ববর্তী প্রকল্প থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা	১৩-১৭
	ছ. জনগণের সাথে আলোচনা ১. আলোচনার প্রক্রিয়া ২. জনগণের সাথে আলোচনার ফলাফল ৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা	১৮-১৯
	জ. এমজিএসপির সামাজিক প্রভাব ১. প্রকল্পের সুবিধা ২. সামাজিক উদ্বেগ ও ঝুঁকি	১৯
৩.	সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো	
	ক. সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর উদ্দেশ্য	২১
	খ. সামাজিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতি ১. অর্ন্তভুক্তিকরণ ২. অংশগ্রহণ ৩. স্বচ্ছতা ৪. সামাজিক জবাবদিহীতা	২১-২২

	সূচীপত্র	*পৃষ্ঠা নং*
	৫. সামাজিক নিরাপত্তা	
	গ. যোগাযোগ কৌশল	২৩
	ঘ. অভিযোগ নিরসন	২৪
	ঙ. অনুমোদন এবং প্রকাশ	২৪
৪.	সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া	
	ক. প্রতিষ্ঠান	২৫
	খ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ১. এলজিইডি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস ২. বিএমডিএফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস ৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ ৪. ডিজাইন, তদারকি এবং মনিটরিং পরামর্শকারী	২৫-২৭
	গ. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ১. কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) ২. ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি ৩. নগর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি ৪. বিবাদ মীমাংসা কমিটি	২৭-২৯
	ঘ. উপ-প্রকল্প চলাকালীন সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ১. উপ-প্রকল্পের চক্রপর্যায় ২. উপ-প্রকল্পের সময়সীমা ৩. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিস্তারিত সময়সূচি	৩০-৩৩
	ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩৫
	চ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	৩৫
	ছ. বাজেট	৩৬
	পরিশিষ্ট-০১ অর্ন্তভুক্তিকরণ এবং জেন্ডার মূলস্রোতধারায় আনা	
	লিঙ্গ ও নাজুকতা বিশ্লেষণ	৩৮
	সামাজিক ও লিঙ্গীয় বিষয়সমূহ একত্রীকরণ	৩৮
	পরিশিষ্ট-০২ আলোচনা এবং অংশগ্রহণ	৩৯
	ক. উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সনাক্তকরণ পর্যায় উপ-প্রকল্প পরিকল্পনাকরণ ও ডিজাইন পর্যায় বাস্তবায়ন পর্যায়	৩৯-৪০
	খ. পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পর্ব	৪০
	গ. আলোচনার তালিকা (চেকলিস্ট)	৪১

	সূচীপত্র	*পৃষ্ঠা নং*
	পরিশিষ্ট-০৩ সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন ও পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	
	ক. গবেষণা পদ্ধতি ও ক্ষেত্র	৪২
	খ. ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুর্নবাসন বিষয়ক	৪২
	গ. প্রভাব প্রশমনের উদ্দেশ্য	৪৪
	ঘ. প্রভাব প্রশমনের মূলনীতি	৪৪
	ঙ. ক্ষতিপূরণ/সহায়তার জন্য যোগ্যতা	৪৫
	চ. ক্ষতিপূরণ/ সহায়তার নীতিমালা	৪৬
	ছ. আলোচনা	৪৬
	জ. ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া	৪৭
	ঝ. উপ-প্রকল্পের জন্য পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	৪৭
	ঞ. পূর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৪৮
	পরিশিষ্ট-৩ ক ফরম ২: ঐচ্ছিক ভূমিদানের ফরম	৪৯-৫০
	পরিশিষ্ট-৩ খ বাজার মুল্য জরিপের প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহ	৫১-৫২
	পরিশিষ্ট-৩ গ ক্ষতিপূরণ এবং আইনগত প্রাপ্তির ছক	৫৩-৫৭
	পরিশিষ্ট-৩ ঘ পূর্নবাসন পরিকল্পনার রূপরেখা	৫৮-৫৯
	পরিশিষ্ট-৪ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা	
	১. পটভূমি	৬০
	২. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	৬০
	৩. উপজাতীয় জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ	৬০
	৪. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ কৌশল	৬১
	৫. উপজাতির জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ	৬২
	পরিশিষ্ট-৫ বিবাদ মীমাংসার কৌশল	
	ক. পটভূমি ও উদ্দেশ্য	৬৩
	খ. অভিযোগের জন্য ফোকাল পয়েন্ট	৬৩

	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
	গ. বিবাদ মীমাংসা কৌশল ও নীতিমালা	৬৪
	ঘ. বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির সুযোগ	৬৫
	ঙ. আপত্তিপত্র ও সমাধান পদ্ধতি	৬৬
	চ. বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির তথ্য সংরক্ষণ	৬৬
	পরিশিষ্ট- ৬ প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ভুমিকা এবং দায়িত্ব	৬৯-৭০
	পরিশিষ্ট- ০৭ *খসড়া কর্মপরিধি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মী*	
	১. অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিধি (টিওআর) ক. কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) খ. ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গ. নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)	৭১-৭২
	২. ষ্টাফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে (এলজিইডি এবং বিএমডিএফ) সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা খ. দায়িত্ব এবং কর্তব্য	৭৩
	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা খ. দায়িত্ব এবং কর্তব্য	৭৪
	৩. স্বাধীন সামাজিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন পরামর্শক ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা খ. সামাজিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের পরিধি	৭৫
	পরিশিষ্ট-৮ সামাজিক যাচাই পদ্ধতি	৭৮
	পরিশিষ্ট-৮ক	৭৯-৮৬
	পরিশিষ্ট-৯ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো	
	ক) অভ্যন্তরীণ মনিটরিং	৮৭
	খ) বহিঃপর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন	৮৭
	গ) মনিটরিং কৌশল	৮৮
	ঘ) সামাজিক ব্যবস্থাপনার সূচক/নির্দেশনাসমুহ ১. সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ২. ভুমি অধিগ্রহণ মনিটরিং-এর নির্দেশকসমুহ	৮৮-৮৯

	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা নং
	৩. পূর্নবাসন পরিকল্পনা মনিটরিং নির্দেশকসমুহ	
	ঙ. প্রতিবেদন	৯০
	টেবিলের তালিকা	
	টেবিল ১.১ : সামাজিক যাচাই সমীক্ষা এলাকা	৬
	টেবিল ২.১ : খাত ১ এর প্রকল্প এলাকা	৮
	টেবিল ৩.১ : উপ-প্রকল্পের সময়সূচি (সম্ভাব্য)	৩৩
	টেবিল ৩.১ : উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত সময়সূচি (সম্ভাব্য)	৩৩
	টেবিল ৩.১ : সামাজিক ব্যবস্থাপনা বাজেট (সম্ভাব্য)	৩৬
	গ্রাফ এর তালিকা	
	চিত্র ১: সমীক্ষা এলাকার স্থান (নমুনা নগরের)	৬
	চিত্র ২: সামাজিক যাচাই এবং ব্যবস্থাপনা প্রবাহ ছক	৩২
	চিত্র ২: বিবাদ মীমাংসা প্রতিষ্ঠান ও প্রধান ইস্যু	৬৮

বাংলাদেশ
এমজিএসপি
সামাজিক মূল্যায়ন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

১। ভূমিকা

ক। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল এবং ঘনবসতির দেশসমূহের একটি। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন থাকা সত্ত্বেও দেশের সবজায়গায় দারিদ্র্য বিদ্যমান। প্রায় ৩১.৫ শতাংশ লোক এখনও দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বাস করে। দ্রুত নগরায়ন সুশাসন ও সেবার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বর্তমানে সমগ্র জনসংখ্যার (১৫ কোটি) প্রায় ২৮% শহর এলাকায় বসবাস করে (২০১১)। দ্রুত নগরায়নের কারণে বিশেষ করে বিভাগীয় শহর এবং পৌরসভাগুলোর পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পয়:নিস্কাশন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, যানবাহনের ভিড়, অপর্যাপ্ত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ পয়:নিস্কাশন এবং ক্রমবর্ধমান দূষণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য ঝূঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

নগর প্রতিষ্ঠানসমূহ দূর্বল এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসন এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা সীমিত। এ ছাড়াও সীমিত সামর্থ, দূর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্বল জবাবদিহিতা বিদ্যমান। ২০০৮-০৯ এ নতুন পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশন আইনের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং আইনি সংস্কার সাধন হয়েছে। এই উন্নয়নগুলো সত্ত্বেও নগর নগর কর্তৃপক্ষ শক্তিশালী, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী প্রতিষ্টান হিসাবে কাজ করতে পারছে না।

এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা নগর দারিদ্র্য হ্রাস করতে কাজ করবে। এর মধ্যে রয়েছে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নগর প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, পৌর অর্থায়ন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক জবাবদিহিতার কাঠামো শক্তিশালী করা, ভৌত এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনা ও তা নির্বাহের ক্ষমতার উন্নয়ন, বিভিন্ন সেবাখাতসমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্ব উৎসাহিত করা।

বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এই পৌর শাসন এবং ব্যবস্থাপনা সমস্যার সমাধান ও সেবাসমুহ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছে শক্তিশালী মালিকানা তৈরীর মাধ্যমে এবং দেশের আইনী কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এই ব্যাংক মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস প্রজেক্ট (এমএসপি)-এর মাধ্যমে ১৯৯৯ সাল থেকে কাঠামোগত উন্নয়নে এবং ক্ষমতা শক্তিশালীকরণে কাজ করেছে যা ২০১২ এর জুন মাসে সমাপ্ত হয়। এই এমএসপি প্রকল্প নগরসমূহের সংকটপূর্ণ অবকাঠামোর অর্থায়ন, নিজস্ব উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধি, নগর পরিকল্পনার উন্নয়ন এবং আর্থিক ব্যবস্পনা ও যোগানদাতা হিসাবে ব্যাপক সহায়তা করে।

এমএসপি প্রকল্পের প্রাথমিক বাস্বায়ন সংস্থাসমূহ ছিল নগর কর্তৃপক্ষ, এলজিইডি, এবং বিএমডিএফ। বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) ২০০৪ সালে অ-ব্যাংকীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে নগরসমূহকে স্বচ্ছতা ও উদ্দেশ্যসমুহের যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে।

শহর এলাকার শাসন ও সেবাসমুহ এবং নগর অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের জন্য বাংলাদেশ সরকার নির্দিষ্ট কিছু মিউনিসিপালিটি এবং সিটি কর্পোরেশনে মিউনিসিপাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি) প্রকল্প বাস্বায়নের জন্য ব্যাংকসমূহের সহযোগিতা কামনা করে। এই প্রকল্প অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এলজিইডি-এর মাধ্যমে ৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২২টি পৌরসভা সহ মোট ২৬টি শহরের

জন্য থোক বরাদ্দ এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অনুদান প্রদান করবে। এই প্রকল্প একই লক্ষ্যে ২০০ শহরকে ঋণ সহযোগিতা দেবে বিএমডিএফ এর মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য।

খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও খাতসমূহ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল বিশেষ কিছু পৌরসভা ও সিটি করর্পোরেশনের পৌর-সুশাসন ও মৌলিক পৌর-অবকাঠামো উন্নত করা।

নগর কর্তৃপক্ষ অধিক কার্যকর, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিতা অর্জনের মাধ্যমে এই প্রকল্প টেকসই ও দারিদ্র্যমূখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ অবদান রাখবে। এই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে সমন্বিত কৌশলের মাধ্যমে উন্নত পরিকল্পনা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক অংশগ্রহণকে সম্পৃক্ত করে মৌলিক পৌর সেবা ব্যবস্থাকে উন্নত করার মাধ্যমে।

প্রকল্পটি ডিজাইন করা হয়েছে চারটি খাতকে সমন্বিত করেঃ

১। পৌর মৌলিক সেবায় বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ
২। বিএমডিএফ-এর পরিচালনা সহযোগিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন
৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্বায়নে সহযোগিতা এবং
৪। জরুরি অবস্থায় পদক্ষেপ নেয়া।

বিস্তারিতভাবে প্রকল্পের খাতসমূহ এবং বাস্বায়নের বিষয়টি পিএডিতে আলোচিত হয়েছে।

খাত -১: পৌর শাসন ও মৌলিক নাগরিক সেবার উন্নয়ন (মোট খরচ ২৩৩.৮১ মার্কিন ডলার; আইডিএ ২০৪.২৬ মিলিয়ন)।

এই খাতের লক্ষ্য হল, ২৬ টি শহরে পৌর সুশাসন উন্নত ও পৌর মৌলিক সেবা প্রদানকে সমৃদ্ধ করা যেখানে সরকার/ব্যাক্তিখাতে ইতোমধ্যে বিনিয়োগ করেছে।

এই খাতের মুল বিষয়সমূহ হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, নীতিমালা ও সংস্কার পরিচালনা:

১। পৌর এলাকায় সাফল্যভিত্তিক অর্থ প্রদান (সেবার মান উন্নয়ন কেন্দ্রিক)।

২। ২৬ টি শহরে ক্রমবর্ধমান পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান যা নিম্নরুপঃ

ক) মৌলিক নগর সেবার ক্ষেত্রে যোগ্যতা/ সফলতা অনুযায়ী আর্থিক সহযোগীতা রয়েছে।

সফলতাভিত্তিক অনুদান হবে

১) মুল অনুদান (১৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) যা ২৬টি শহরকে পাঁচ বছর ধওে বন্টন করে দেওয়া হবে।   তা নির্ভর করবে ন্যুনতম পৌর-সুশাসন ব্যবস্থা উন্নত করার উপর যা সরকার ও শহর কর্তৃপক্ষ-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। এর মূল অনুদান প্রদান করা হবে পাঁচ বছরের জন্য এবং শহরকে সক্ষম করবে বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরী করতে।

২) সাফল্যভিত্তিক অনুদান (৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) দেওয়া হবে ১০টি শ্রেষ্ঠ শহরকে সমপরিমানভাবে যারা সার্বিক স্কোর/ নম্বর অর্জন করবে এবং এটি বৎসরিক মূল্যায়নের মানদন্ডের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। প্রতিটি শহর পর্যাপ্ত আর্থিক অবস্থানকে মাথায় রেখে নিজস্ব বিনিয়োগের অগ্রাধিকার প্রণয়ন করবে বিভিন্ন ধরনের মৌল পৌর সেবা প্রদানের জন্য।

গ) ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে পরিচালন ও সংরক্ষণ অনুদান সহযোগিতা (২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার): এ সুযোগ তৈরী করা হবে ২৬টি শহরকে পাঁচ বছরের আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার জন্য। এটা করা হবে ক্রমহ্রাসমানভিত্তিক যা বর্তমান ভয়াবহ দূর্বল পরিকল্পনা ও বাজেটের উন্নতি করবে। প্রতিটি শহরে প্রথম পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ অনুদানটি হবে বর্তমান পরিচালন ও সংরক্ষণের সর্বোচ্চ বাজেটের নিরিখে এবং সন্োসজনক প্রর্যায়ে যদি থাকে। এটি হবে অবকাঠামোগত সম্পদ ও অর্থের সাথে সংগতি রেখে। এটি প্রতি বছর কমবে এবং পঞ্চম বছরে শূর্ন পর্যায়ে নেমে আসবে। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে শহরের প্রয়োজন হবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বাজেটে নিজস্ব বরাদ্দ বাড়ানো যার উপর নির্ভর করবে শহরটি সন্োষজনক পর্যায়ে অর্থায়ন করতে পারছে কি-না।

খাত:-২ অপারেশন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বিএমডিএফ-এর সহযোগিতা। এই খাত গঠিত হচ্ছে (মোট খরচ ১২০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; আইডিএ প্রদান করবে: ১০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

১। বিএমডিএফকে সকল পৌরসভাকে ঋণ দিবে যোগ্যতার মানদন্ড অনুসরণ কওে এবং মৌলিক পৌর সেবার চাহিদা অনুযায়ী।

২। বিএমডিএফ দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নের উপযোগিতা পরিমাপ করার মাধ্যমে।

প্রতিষ্ঠিত প্রকল্প নির্বাচনের মাপকাঠির (প্রকল্প তৈরী, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া এবং গ্রহীত শর্ত অনুযায়ী) ভিত্তিতে যোগ্যতার উপ-প্রকল্পকে বিএমডিএফ-এ বরাদ্দ থেকে অনুদান দেওয়া হবে। আর অর্জনকারী প্রকল্পসমূহে বিএমডিএফ কমপক্ষে ২৫% (২৫ মিলিয়নের) ঋণ দিতে পারবে। নির্ধারিত অনুদানের সিলিং অর্থায়নের জন্য ঋণ অংশ বাড়ানো এমএসপির শর্ত অনুযায়ী এবং ঋণ পরিশোধের সফলতার উপর।

বিএমডিএফ যে সমস্ সাব প্রজেক্টকে অর্থায়ন করবে তা খাত-১ এর মত মৌলিক পৌর সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন।

খাত-৩

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্বায়ন সহযোগীতা (মোট খরচ ৫২.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; আইডিএ ঋণ: ৪৫.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

এই খাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌর শাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা পাঁচটি ভাগে গঠিত।

১। বাংলাদেশের সমস্ শহরের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি যা এমএসইউ-এর মাধ্যমে দেওয়া হবে

২। ২৬ টি শহরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লক্ষ্য রাখা হবে

৩। বিএমডিএফ অর্থায়নে শহরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাস্বায়ন ও নির্মাণ কাজে তদারকি কার্যক্রম

৪। এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর মত প্রকল্প বাস্বায়ন সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি

সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্বায়নের জন্য সহযোগিতার সংক্ষেপ নিম্নরুপ

ক। সকল শহর

১। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সুশাসন উন্নয়ন

২। সমস্ত তথ্যকে কম্পিউটারাইজ করার জন্য সহযোগীতা

খ) ২৬ টি শহরের জন্য

১। পৌর সুশাসন ও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ

২। সৃষ্টিশীল অর্থায়নের পদ্ধতি খোঁজ করতে সহায়তা করা

৩। আর্থিক বিবরণ তৈরী

গ) বিএমডিএফ-এর অর্থায়ন শহরের জন্য

১। প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ সহযোগিতা

২। শহরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি

ঘ) এলজিইডি-এর জন্য

১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রণোদনা খরচ

২। খাত-১ এর সাথে সম্পৃক্ত পরামর্শ সেবা

৩। পৌরসভায় পারফরমেন্স/কর্মক্ষমতা মনিটরিং ব্যবস্থা ও জিআইএস ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য পরামর্শ সেবা

৪। যন্ত্রপাতি

ঙ) বিএমডিএফ-এর জন্য

১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রণোদনা খরচ

২। সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থাপনায় সহযোগীতা এবং

৩। যন্ত্রপাতি

খাত-৪ জরুরীভিত্তিতে সেবা

দূর্যোগ মোকাবেলা (কোন বাজেট নেই)। এই খাতটি রাখা হয়েছে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য। যদি এইরূপ বিষয় উদ্ভুত হয় তবে প্রকল্প থেকে অর্থ দিবে বা অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে।

গ) সামাজিক ইস্যু ও সম্ভাব্য ফলাফল

খাত -১ এর অধীনে নির্দিষ্ট শহরকে এবং খাত-২ এর আওতাধীন অংশগ্রহণকারী শহরকে বেছে নেওয়া হবে এমজিএসপি থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের জন্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাট পূর্নবাসন, নতুন রাস্তা/ ফুটপাত, বৃষ্টির পানি নিস্কাশন, ব্রীজ-কালভার্ট, পানি সরবরাহ সিস্টেম পুর্নবাসন, গণ-সৌচনাগার, কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারন (ময়লার পাত্র, গাড়ী, ট্রাক্টর ইত্যাদি) গাড়ি পার্কিং, রাস্তাঘাটে আলোর ব্যবস্থা, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সুবিধাদি, পথচারিদের জন্য ওভারপাস বা সুরঙ্গ পথ তৈরী, কাঁচামালের পাইকারী বাজার, বাস ট্রাকের জন্য টার্মিনাল তৈরী এবং বস্তিগুলোতে মৌলিক সেবা সরবরাহ। এলজিইডি ২৬ টি শহর থেকে

বিনিয়োগের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা আহ্বান করবে এবং প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য যাচাই ও পূর্ণমূল্যায়ন করবে। বিএমডিএফ আগ্রহী শহরের আবেদন যাচাই করবে এবং এমজিএসপির মানদন্ড অনুযায়ী মূল্যায়ন করবে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ জমির সহজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অর্থায়ন করবে এবং জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি ও ব্যাক্তিগত জমি থেকে লোকজনকে সরিয়ে দেয়ার নীতি গ্রহণ করবে না। কিছু উপ-প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হতে পারে যা সরকারের অন্য সংস্থার মালিকানাধীন জমি বা লোকজন সরকারি জমি দখল করে ব্যবহার করছে যা শহর অথবা অন্য সংস্থার জমি যা বৈধ বা অবৈধভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এলজিইডি ও বিএমডিএফ এই দুই বাস্তবায়নকারী সংস্থা সুনির্দিষ্ঠ অর্থায়নের নীতিমালা অনুসরণ করে নিদিষ্ট শহরকে উপ-প্রকল্পে অর্থায়নের জন্যবাছাই করবেন । উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করণের ক্ষেত্রে বাস্বায়নকারী সংস্থা শহরকে নির্দেশনা দিবে এবং সমস্ চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে যাচাই-পুর্বক অনুমোদন দিবে। বাস্বায়নকারী সংস্থার আরো দায়িত্ব হচ্ছে, অনুমোদিত উপ-প্রকল্প চলমান কাজের সার্বক্ষণিক তদারকি (মনিটরিং ও সুপারভিশন)। এলজিইডি ও বিএমডিএফ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, অংশগ্রহণ, সমন্বিত পরিকল্পনা, নারার অংশগ্রহণ এবং দারিদ্র্যমূখী নগর উন্নয়নকে তরান্বিত ও উদ্বুদ্ধ করছে কি-না তা নিশ্চিত করা। শহর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও ডিজাইন করবে সকলের মতামত নিয়ে দেশের আইনী কাঠামো ও বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করে। এই প্রকল্প এলাকায় উপজাতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এমন ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

বিশ্বব্যাংকের অনিচ্ছাকৃত অধিগ্রহণের পরিচালন নীতিমালা অনুসরণ করে উপ-প্রকল্প তৈরী ও বাস্বায়ন করা হবে। যদিও কিছু কিছু উপ-প্রকল্প রয়েছে যেখানে আদিবাসিরা আছে যার কিছু কিছু পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাসমূহে রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১০ আদিবাসিদের জন্য প্রযোজ্য হবে। এলজিইডি সামাজিক মুল্যায়ন এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো (এসএমএফ) যা ওপি ৪.১২ ও ওপি ৪.১০ সহ দেশীয় আইনী কাঠামো ও বিশ্বব্যাংকের চাহিদা পুরণ করে তৈরী করা হয়েছে। অধিকন্তু সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য এসএমএফ নিয়েছে কিছু ব্যবস্থা যা তৈরী করা হয়েছে অর্ন্তভুক্তিকরণ, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য।

ঘ. সামাজিক অগ্রগতি মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

প্রস্তাবিত এমজিএসপির উদ্দেশ্য হচ্ছে পৌর আইন ও অবকাঠামো সেবার মান উন্নয়ন ও পরিবর্তন করা যা শহরবাসীকে এবং যাঁরা প্রশাসনিক, সামাজিক ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শহরে আসবে তাদের সুবিধা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পটি ব্যাংকের ওপি ৪.০১ এর পরিবেশ মূল্যায়নে বি শ্রেণীতে পড়ে। প্রকল্পের অংশবিশেষ মূল্যায়ন করে দেখা যায় যে, আইনগত নীতিমালা, শহর অবকাঠামো উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা, সামাজিক প্রভাব যা প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে, তা শহরের অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করবে। সামাজিক মুল্যায়ন-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্পটি সামাজিক উন্নয়নে দায়িত্ববান হবে এবং এলজিইডি/বিএমডিএফ/শহর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে। সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের কাছে পৌছাতে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুবিধাভোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে সচেষ্ট হবে।

প্রকল্পের সামাজিক মুল্যায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রভাবসমুহ ব্যাংকের বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই করবে। এছাড়াও প্রকল্পটি সামাজিকভাবে নিরাপত্তা বঞ্চিত এবং সামাজিক অর্ন্তভুক্তিকরণ মানদন্ড, জেন্ডার আইনী কাঠামো অনুযায়ী বাস্বায়িত হবে। এই সামাজিক মূল্যায়ন সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে।

ঙ. প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে এমজিএসপি-এর সামাজিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে যা বিভিন্ন প্রতিবেদন যাচাই এবং সকল সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করে। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন অতীত অভিজ্ঞতা যা জনগণের চাহিদা, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, এলজিইডির এবং বিএমডিএফ যা মিউনিসিপাল্টির পকল্প সেবায় শহর উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে লাগবে এবং এটি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করেছে। শহর উন্নয়ন আইন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প অর্থায়নে এডিবি সহায়তা প্রদান করেছে। মোট ২৬ টি নির্বাচিত ইউএলবির মধ্যে সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে একটি সিটি কর্পোরেশন এবং তিনটি পৌরসভাতে (টেবিল ১.১ এবং ফিগার ১)। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর জন্য প্রস্তুতি এবং মূল্যায়নঃ

টেবিল ১.১ সামাজিক মুল্যায়ন গবেষণা এলাকা

শহরের নামঃ	স্থানঃ
কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	কুমিলাঃ
টাঙ্গাইল মিউনিসিপর্ল্টি (এ কেটাগরি)	টাঙ্গাইল
উপজেলা মিউনিসিপর্ল্টি ১ (বি কেটাগরি)	শেরপুর, বগুড়া
উপজেলা মিউনিসিপর্ল্টি ১ (এ কেটাগরি)	মাধবপুর, হবিগঞ্জ

ফিগার-১ঃ গবেষণা এলাকা (শহরের নমুনা)

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পদ্ধতি এমজিএসপি-এর পুরো মেয়াদে প্রয়োগ করা হবে। এটি বাস্তবায়ন করা হবে সংশ্লিষ্ট শহরের মাধ্যমে এবং মনিটরিং করা হবে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর মাধ্যমে উপ- প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য। এটি চিহ্নিত করা, প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দেখা হবে সুপারিশকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী।

প্রতিটি শহর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হল সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে অনুসরণ করে উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করা এবং প্রস্তুতির জন্য মূল ধারায় নিয়ে আসা। সকল বিনিয়োগ সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর নির্দেশনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করবে, যা সামাজিক এবং নিরাপত্তার আওতায় আনা এবং শহররের সকল জড়িতব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাঁদের সাথে আলোচনা করবে। এলজিইডি শহর পর্যায়ে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন করার জন্য জনগণকে সহযোগিতা করবে। এটি সামাজিক যাচাই এবং পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

২. সামাজিক বিষয় যাচাই ও তার প্রভাব

ক) নগরের জনসংখ্যা এবং তার সুবিধাভোগী

১. নগরের জনসংখ্যা

বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক শহরে বাস করে। বর্তমানে প্রায় ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক শহরে বাস করে। ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে এই দেশ ছিল কৃষি এবং গ্রাম প্রধান। ১৯৫১ সালে শহর এলাকায় বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪%। গত দুই দশকে শহর এলাকার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল মোট জনসংখ্যার ৮%, কিন্তু ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় দ্রুত হারে যা ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৯%, ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২৬% এবং ২০১১ পযর্ন্ত ২৮% বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই হারে নগরায়ন হয়েছে তুলনামূলকভাবে কম; বর্তমানে শহরে জনসংখ্যা অনেক বেশী (২৮%)। বর্তমানে শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হচ্ছে ২.৮% যা বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিগুণ। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার হচ্ছে ১.১%। আশা করা যাচ্ছে শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হবে বেশী যখন দেশ জুড়ে বেশীর ভাগ জনসংখ্যা শহর এলাকায় বাস করবে। এই হারে শহর এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশে মোট ৭ কোটি ৯০ লক্ষ অথবা ৪২% লোক শহরে বাস করবে। নগরায়ন দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ (১) প্রাকৃতিকভাবে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি; (২) নগরের সীমানা বৃদ্ধি; এবং (৩) গ্রাম থেকে নগরে জনসংখ্যার স্থানান্তর হচ্ছে।

প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশে মোট ৫৩২টি নগর এলাকা আছে, তম্মধ্যে ৭টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩১৬ টি পৌরসভা আছে যেগুলো নির্বাচিত পৌরসভা কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত এবং পৌরসভাগুলোকে আবার এ, বি এবং সি -এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। নগর এলাকার প্রায় ৬০% লোক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এবং ৪০% লোক পৌরসভায় বসবাস করে। দেশের মোট ১,৪৭,০০০ বর্গকিমি মধ্যে ১০,৬০০ বর্গকিমি (৭%) শহর এলাকা যেখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশী। ২০১১ সালে প্রতি বর্গ কিঃ-এ ৪০২৪ জন লোক বাস করত (তুলনামূলকভাবে কম ঘনত্ব গ্রামে ৭৯০ জন)

২. নগর এলাকায় দারিদ্র্য

জাতীয় অর্থনীতিতে নগরায়ন বড় ভূমিকা রেখেছে; নগর অর্থনীতি জিডিপি বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৩ সালে জিডিপি ছিল ২৬% এবং ১৯৯৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪২%। বর্তমানে জিডিপি ৫০% বৃদ্ধি করেছে নগর অর্থনীতি, এর দ্রুত প্রতিফলন গত দুই দশকে জাতীয় অর্থনীতিতে দেখা যায়।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে, যেমন, ১৯৯২ অর্থ বছরে ৫৯% এবং ২০১০ সালে ৩১.৫% যা পৃথিবীতে দ্রুত কমার হার হিসেবে বিবেচিত। একইভাবে ২০১০ সালে শহরের দারিদ্র্য কমেছে ৪৫% থেকে ২১.৩%। দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচনে ২০১০ সালে শহরের দরিদ্র্য লোক কমে হয়েছে ৯০ লক্ষ যা ২০০৫ সালে ছিল ১ কোটি। দারিদ্র্য বিমোচনে অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও যাঁরা আয় করে না তাঁদের দারিদ্র্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে বস্তিবাসীর জন্য যাঁদের মৌলিক চাহিদা এবং অবকাঠামো একান্তভাবে প্রয়োজন।

শহর এলাকায় আয় বৈষম্য বেশী এবং অনেকগুলো স্থানীয় এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ের কারণে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর জীবন চলে দুঃখ-কষ্টে। যেমন, ২০০৫ সালের এডিবি'র একটি রিপোর্টে বলা হয়, শহর এলাকায় মহিলা প্রধান পরিবারের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য বেশী দেখা যায় যা শহর এলাকার গড়ে ১৪% বেশী এবং যাঁরা বস্তিতে বসবাস করে তাদের ক্ষেত্রে ৩৪% বেশী। শহর এলাকার অপর্যাপ্ত সেবা বিশেষ করে বস্তির ঘর, পায়খানার সুবিধা, স্বাস্থ্য-এবং শিক্ষা সেবায় ইত্যাদির ক্ষেত্রে ঘুর্ণায়মান আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাহীনতার প্রক্রিয়ায় পড়ায় শহরের জনসংখ্যার বিভিন্ন সমস্যা হয়।

৩. প্রকল্প এলাকায় জনসংখ্যাঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন কম্পোনেন্ট-১ এর আওতায় এলজিইডি ২৬টি পৌর এলাকায় উন্নয়ন বাস্তবায়ন করবে; তম্মধ্যে ৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২২ টি পৌরসভা (টেবিল ২.১)। ২৬ টি শহর এলাকাতে মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। এর অতিরিক্ত বিএমডিএফ কম্পোনেন্ট- ২ এর আওতায় সারা দেশে প্রায় ২০০টি শহর এলাকায় উন্নয়ন করবে যা ঠিক করা হবে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে, যেমন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অর্থনৈতিক সামর্থ, প্রস্তুতি, অর্থনৈতিক অবদান (১০% বিনিয়োগ), উপ-প্রকল্প বাস্বায়ন, রাজস্ব আদায় যাতে বিএমডিএফ-এর ঋণের টাকা ১০ বছরে ফেরত দিতে পারে।

টেবিল ২.১ কম্পোনেন্ট- ১ এর প্রকল্প এলাকা

ক্রমিক নং	পৌরসভা /সিটি কর্পোরেশন	জনসংখ্যা (২০১১)
০১.	ভৈরব পৌরসভা	১১৯,০০০
০২.	ভালুকা পৌরসভা	৩৮,৭৭৪
০৩.	চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা	৩৮,৩১৭
০৪.	চকোরিয়া পৌরসভা	৭২,৬৬৯
০৫.	চান্দিনা পৌরসভা	৪৬,৮২৩
০৬.	কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন	২৩৫,৪২৩
০৭.	দাউদকান্দি পৌরসভা	৪৬,২৫৬
০৮.	এলেঙ্গা পৌরসভা	৩৯,৪৪৮
০৯.	ফেনী পৌরসভা	১৫৬,৯৭১
১০.	গোবিন্দগঞ্জ পৌরসভা	৩৮,৪১৫
১১.	গোপালগঞ্জ পৌরসভা	৫১,৩৪৬
১২.	মাদারিপুর পৌরসভা	৬২,৬৯০
১৩.	মাধবদি পৌরসভা	৪৯,৫৮৩
১৪.	মাধবপুর পৌরসভা	২১,৯৩০
১৫.	মিরসরাই পৌরসভা	২৭,৮২০
১৬.	নারানগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন্	৭০৯,৩৮১
১৭.	পটিয়া পৌরসভা	৫৫,৩২৩
১৮.	রংপুর সিটি কর্পোরেশন	৩০০,৬৫৯
১৯.	সৈয়দপুর পৌরসভা	১২৭,১০৪
২০.	শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভা	২৬,৯৪৩
২১.	শরিয়তপুর পৌরসভা	৪৯,৫৩৫
২২.	শেরপুর পৌরসভা	৯৭,৯৭৯
২৩.	সিতাকুন্ড পৌরসভা	৪৫,১৪৭
২৪.	সিলেট সিটি কর্পোরেশন	৪৮৫,১৩৮
২৫.	টাঙ্গাইল পৌরসভা	১৬৭,৪১২
২৬.	ত্রিশাল পৌরসভা	৩৪,৭৪৭
	মোট	৩,১৪৪,৮৩৩

উৎসঃ বিবিএস পপুলেশন এন্ড হাওজিং সেনশাস ২০১১

বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নির্ধারিত পৌরসভা থেকে কমিউনিটি বাছাই করা হয়। সামাজিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, পিছু-পড়া মানুষ হচ্ছে দরিদ্র জনগণ, বস্তিবাসি, ভাসমান জনগণ, ভূমিহীন, দিনমজুর, উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি, প্রতিবন্ধি, হিজরা এবং যৌনকর্মী। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খৃস্টান আছে। বেশীর ভাগ কম আয়ের লোক হচ্ছে ঝাড়দার, পতিতা পল্লীতে বসবাসকারী এবং বস্তিবাসি। এই সমস্ত লোকজন থাকার ঘর, বিশুদ্ধ পানি, পায়খানা, ময়লা ফেলার ব্যবস্থা এবং বিদুৎ নিয়ে বেশী সমস্যায় পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী খুব কম সংখ্যক উপজাতি পৌরসভায় বাস করে, কেউ কেউ আছে যাঁরা ভাড়া থাকে।

৪. প্রকল্প এলাকায় উপজাতি

বাংলাদেশে উপজাতিদের সচরাচর উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি বলা হয়। উপজাতিরা বেশীর ভাগ চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় বসবাস করে। অবশ্য কিছু কিছু সীমান্ববর্তী সমতল জেলা, যেমন, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহি, ময়মনসিংহ, এবং সিলেটেও বসবাস করে। বেশীরভাগ উপজাতি চায়না-তিব্বতীয়দের উত্তরসুরী এবং তাঁরা মঙ্গলীয়দের বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাঁরা তিব্বতী এবং বার্মা ভাষা ব্যবহার করে। তাঁরা চট্রগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল এবং সমতল ভূমি, ময়মিসংহ, সিলেট ও রাজশাহীতে বসবাস করে। আদম শুমারি ২০১১ অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৭টি উপজাতি বাস করে যা মোট জনসংখ্যার ১% । বাংলাদেশের শহর এলাকায় কিছু সংখ্যক উপজাতি বাস করে। তাঁদের বেশীর ভাগই জীবন-জিবিকার জন্য স্থানান্তরিত। শহরে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা মোট শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার ১% এর চেয়ে কম। এই গবেষণায় তিনটি পৌর এলাকা যেমন, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল এবং মাধবপুরে উপজাতি পাওয়া গেছে। এই উপজাতিগুলো বাংলা ভাষায় কথা বলে কিন্তু তাঁরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে উপজাতীয় ভাষায় কথা বলে। তাঁরা সচরাচর বাঙালীদের মত করে পোষাক পরে কিন্তু তাঁদের আলাদা পোষাক আছে। তাঁরা তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করে। এঁদের বেশির ভাগই কায়িক পরিশ্রম করে এবং ঐতিহ্যগতভাবে উৎপাদিত জিনিসের ব্যবসা করে। কিছু মহিলা শহরে বিউটি পার্লারে বা হসপিটালে কর্মচারীর কাজ করে এবং কায়িক পরিশ্রম করে। খুব কম সংখ্যক আছে যারা সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা পায়।

চট্রগ্রাম জেলা ভৌগলিকভাবে ভিন্ন যেখানে উপজাতিদের বাস এবং তাঁরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে। তাঁদের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আচরণ সাধারণ-এর চেয়ে আলাদা। তাঁদের নিজস্ব ভূমি আইন এবং নিয়ম চালু আছে যা দেশীয় আইনের চেয়ে আলাদা। শহর এলাকায় উপজাতিদের জমির উপর প্রথাগত অধিকার নয় বরং আইনগত অধিকার আছে এবং তাঁরা পৌর ট্যাক্স প্রদান করে। ভূমিহীন উপজাতি এবং অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত উপজাতি ভাড়া বাসায় বসবাস করে।

খ. পৌর উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নগর বৃদ্ধির ফলে অবকাঠামোগত ঘাটতি, অনুন্নত গৃহায়ন ও যোগাযোগ, অপর্যাপ্ত খাবার পানি এবং অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। শহরে বসবাসকারাগণ বিশেষ করে কম আয়ের জনগণ শহরের মৌলিক অবকাঠামো এবং সেবা প্রাপ্তির সমস্যায় ভোগে। বাংলাদেশে ৯৫% লোক টিউবওয়েলের পানি ব্যবহারের সুযোগ পায়; শহরে বসবাসকারী ৩০% লোক টেপের পানি ব্যবহার করে; ২০% এর ও কম পরিবারে পানির সংযোগ আছে। পৌরসভাগুলোতে পায়খানার ব্যবস্থাও ভাল নয়। ইউজিআইআইপির গবেষণায় দেখা যায় যে, শহরে বসবাসকারী ৩০% পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা নাই, ৪০% বস্তিবাসি পায়খানার অভাবে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে। বেশীর ভাগ পৌরসভাগুলোতে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই এবং বর্জ ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। দরিদ্র জনগণ যাঁরা কাজের সন্ধানে এবং উন্নত জীবন যাপনের আশায় শহরে আসে তাদের মূলতঃ জায়গা হয় বস্তিতে, যেখানে ভালোভাবে থাকার ব্যবস্থা নাই। পৌরসভায় নির্বাচিত কাউন্সিলারগণ তাঁদের দেওয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী সেবা প্রদানে সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শহর এলাকাতে অবকাঠামোগত সেবা প্রদানে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। রাস্তা, ফুটপাত, রাস্তার বাতি, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ অপসারণ, পানি সরবরাহ এবং পায়খানার অপর্যাপ্ততা রয়েছে অথবা কোন শহর-এলাকাতে এগুলো নাই। বড় শহরগুলোতে যেমন– ঢাকা, চট্রগাম এবং কুমিল্লায় ফুটওভার ব্রিজ, ওভারপাস এবং আনডার-পাস রয়েছে। তথ্য সংগ্রহের আলোচনার সময় যে বিষয়গুলো ওঠে এসেছে তা হচ্ছে, শহরে ভালোভাবে বসবাসের জন্য প্রয়োজন উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থা, বাজার, নগর পরিবহন এবং ট্রাক-টার্মিনাল।

গ. পৌর উন্নয়নের ধরন

২০০৯ সালের মিউনিসিপালিটি এক্ট আইন জারি হবার আগে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দু ছিল ১৯৭৭ সালে পৌরসভা অধ্যাদেশ আইন। ১৯৭৭ সালের আইনে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অথবা নাগরিকদের পৌর কাজের পরিকল্পনায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। পৌরসভা পরিচালিত হতো নির্বাচিত সভাপতি এবং ওর্য়াড কমিশনারদের দ্বারা যাঁদের নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হতো। এই আইনে ওয়ার্ড কমিশনারদের কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয় নি, সভাপতি ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত কোন প্রকল্প পরিকল্পনায় এবং বাস্তবায়নে কমিউনিটির সাথে কোন ধরনের আলোচনা করা হতো না। ২০০৯ সাল হতে নগর কর্তৃপক্ষ নগর অবকাঠামো সেবায়, গৃহায়ন এবং নগর উন্নয়ন প্রকল্পে নগরবাসীকে ক্ষমতায়ন করেছে। বর্তমানে নগর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আর্ন্তজাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইন বাস্তবায়ন, অংশগ্রহণ এবং জবাবদিহিতা প্রকল্প শুরু করেছে। এমএসপি অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক এবং শহরে সুশাসন এবং অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এডিবি একটি উদাহরণ। কমিউনিটির পক্ষ থেকে নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি) একটি প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি হিসাবে পৌর উন্নয়ন এবং প্রশাসনিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। ইউজিআইআইপি সকল জড়িত ব্যক্তিদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য ওর্য়াড পযায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন এবং টিএলসিসি-এর মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় নাগরিক অংশগ্রহণ, বাস্বায়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য শহরের মৌলিক সেবা কমিউনিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, ওর্য়াড পযায়ে সমন্বয় কমিটি এবং জন-প্রতিষ্ঠান (সিবিও)-এর অবকাঠামো এবং দায়িত্ব চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ. পৌর প্রকল্পের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিএমডিএফ-এর অর্থায়নে নগর কর্তৃপক্ষ'র সহায়তায় পৌর সেবা প্রকল্প (এমএসপি), এমজিএসপি'র আওতায় শহর এলাকায় মৌলিক অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এমএসপির আওতায় ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ করে বাস/ট্রাক টারমিনাল তৈরী করা যাতে খুব কম সংখ্যক ভূমিমালিক ক্ষতিগ্রস্ হয়। শহরের রাস্তা বৃদ্ধির সময় কিছু সংখ্যক পরিবারকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হয়েছে যাঁদেরকে পৌর মেয়র অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করেছেন। এ ছাড়াও জনগণের জন্য কিছু মেরামতের কাজ, বর্তমান অবকাঠামোর পূর্ণ সংস্কার, যেমন, রাস্তা, হাটার রাস্তা, পয়ঃনিষ্কাশন, কাঁচাবাজার, গণ-সৌচাগার, ইত্যাদি। এই সমস্ত কাজের জন্য সাময়িকভাবে শহরবাসির একটু অসুবিধা হয়, বিশেষ করে যাঁরা কাঁচাবাজারে ও রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে, বিএমডিএফ-এর অর্থায়নে শহরের নিজস্ব জমি ব্যবহার করে কিছু নির্বাচিত পৌরসভা ছোট পরিসরের অবকাঠামোগত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দেশের আইনে অধিগ্রহণকৃত কোনো ব্যাক্তিগত জমিতে উপ-প্রকল্পগুলো বাস্বায়ন করা হয় নি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, রাস্তার পাশ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুটি পৌর এলাকায় এবং বাজার উন্নয়নে অন্য দুটি পৌর এলাকায় সামান্য প্রভাব রয়েছে। রাস্তার পাশ বৃদ্ধি ও বাজারের ব্যবসায়ীদের অস্থায়ীভাবে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া - এই উভয় প্রভাবই বিবেচনায় আনা হয়েছে এবং এটি সমাধান করা হয়েছে স্থানীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে, যা হচ্ছে:

রাস্তা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত জমি ব্যবহার করাঃ

চাঁদপুর পৌরসভায় বিসি ঢালির ঘাট রাস্তায় সাময়িকভাবে স্থানীয় মসজিদ (খোলা বারান্দা) বৃদ্ধির র্নিমাণ কাজ করা হয়েছে। মসজিদ কমিটি রাস্তা নির্মাণের জন্য নিজেরাই রাস্তার উপর থেকে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই মসজিদটি সরিয়ে ফেলেছেন। বাউন্ডারি ওয়াল পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য একটি খালি জমি প্রয়োজন ছিল, তাই বাংলাদেশ কোস্ট গাডের একটি খালি জমিতে এই কাজটি করা হয়। বিসিজির মহাপরিচালক এবং মেয়রের অনুরোধে চাদঁপুর জেলার ডিসি এবং এসপি শর্ত-সাপেক্ষে স্থানান্তরিত বাউন্ডারি দিতে অনুমতি দেন। রাঙ্গামাটিতে রাস্তা বৃদ্ধির জন্য একটি খালি জায়গা একজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দিয়েছেন।

সাময়িকভাবে বাজারের ব্যবসায়ীদের অন্য জায়গায় নেওয়াঃ মৌলভি বাজারে কাঁচা বাজার উন্নয়নের জন্য পৌরসভা মোট ২৪৮টি দোকানদারকে সাময়িকভাবে অন্য জায়গায় নিয়েছিল। এতে তাঁদের ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয় নি। উন্নত বাজারে মোট ২৬২ টি দোকানের ব্যবস্থা ছিল। পূর্বে যেখানে মোট ২৪৮ দোকানের জায়গা ছিল বাজার উন্নয়ন-এর পর সেখানে আরও ১৪টি অতিরিক্ত দোকান-এর ব্যবস্থা হয় যা দরিদ্র, প্রতিবন্ধি, মুক্তিযোদ্ধা এবং বিধবাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। পৌরসভার মাধ্যমে কিশোরগঞ্জে ৩টি বাজার উন্নয়নের জন্য মোট ১২০টি দোকান স্থানান্তর করা হয়। পূর্বের দোকানীরা স্বেচ্ছায় দোকান উন্নয়নের কাজের জন্য দোকান ছেড়ে দেয়। সাময়িকভাবে তাঁরা বাজারের মধ্যেই ব্যবসা করার সুযোগ পায়। পৌরসভা বাজারের নির্মাণ কাজ শেষে পূনরায় তাঁদের কাছে দোকান ফিরিয়ে দেয়।

ঙ. ইউজিআইআইপি-এর আওতায় জনগণের চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন

এলজিইডি এইডিবি-এর অর্থায়নে ইউজিআইআইপি বাস্তবায়ন করেছে পৌরসভাগুলোর মাধ্যমে শহরের অবকাঠামো এবং সুশাসনের জন্য। শহর অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় রাস্তা, ব্রিজ, পয়ঃনিষ্কাশন, কম খরচে গণ-সৌচাগার, বর্জ ব্যবস্থাপনা, পৌর সুবিধা (বাস-ট্রাক টার্মিনাল, কাঁচা বাজার এবং কসাইখানা উন্নয়ন) এবং বস্তি উন্নয়ন করা হচ্ছে। শহর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন হচ্ছে ৬টি মুল বিষয়ে। উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আওতায়ঃ (১) নাগরিকের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশগ্রহণ, (২) নগর পরিকল্পনা, (৩) নারীদের অংশগ্রহণ, (৪) শহরের দরিদ্রদের একত্রীকরণ, (৫) অর্থনৈতিক জবাবদিহিতা এবং টেকসই করা এবং (৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা। ৬টি বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের বিষয়ে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

এই প্রকল্পের মৌলিক উপাদান হচ্ছে ইউজিআইএপি-এর বরাদ্দ কৌশল নির্ধারণের প্রক্রিয়া। ইউজিআইএপি বাস্তবায়িত হচ্ছে তিনটি পর্যায়ে এবং এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অর্জন সূচক নিদিষ্ট করা হয়েছে। একটি অংশগহণকারী পৌরসভাকে দ্বিতীয় ধাপে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই প্রথম ধাপের জন্য নির্ধারিত অর্জন সূচকগুলো সমাপ্ত করতে হবে এবং এভাবেই চলতে থাকবে। দ্বিতীয় ইউজিআইএপি (প্রথম দেড় বছর) এর প্রথম পর্যায়ের জন্য নির্ধারিত অর্জন সূচকগুলো হলো:-

- শহর পর্যায়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন (টিএলসিসি)
- ওর্য়াড পর্যায়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন (ডাব্লিউএলসিসি)
- কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন তৈরি (সিবিও)
- মহিলা কাউন্সিলরকে সভাপতি করে একটি জেন্ডার কমিটি গঠন
- পৌরসভার শহর পরিকল্পনা ইউনিট তৈরি করা
- পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি যেখানে জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা এবং দারিদ্রতা বিমোচনের পরিকল্পনা থাকবে এবং
- রাজস্ব নির্ধারণ এবং আদায় প্রক্রিয়া চলমান থাকবে।

চ. আইন ও নীতিমালাগত কাঠামো

সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে উন্নয়নের আওতায় আনা, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং সামাজিকভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যা দেশের আইন ও নীতিগত রূপরেখায় থাকবে। যাই হোক, দেশের আইন ও নীতিগত রূপরেখা ব্যাংক-এর নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে না। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো চাচ্ছে পৌরসভার মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সুবিধা প্রধান করতে যা দেশীয় আইনের ও বিশ্বব্যাংকের বাস্তবায়ন নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

১. বাংলাদেশের সাধারণ আইনের বর্ণনাঃ

জাতীয় আইন শহর অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। শহর ব্যবস্থাপনা এবং সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এবং মিউনিসিপালিটি আইন ২০০৯ দ্বারা (২০১০ সালে সংশোধিত) পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত এবং সরকারী জমি অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এবং অধিগ্রহণের জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ ২, ১৯৮২ সালে সংশোধিত ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত) অনুসরণ করা হয়। এই আইনটি চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকা ছাড়া সারা দেশে ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রাম পাহাড়ি এলাকার জন্য ব্যবহার করা হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যাদেশ আইন ১৯০০, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি অধিগ্রহণ আইন-১৯৫৮ এবং চট্রগ্রাম কাউন্সিল অধ্যাদেশ-১৯৯৮। পূর্ব বাংলা অধ্যাদেশ আইন ১৯৫০ (সংস্কার ১৯৯৪) অনুযায়ী পানির নিচের জমি, নদী এবং সমুদ্র পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের আইন অবকাঠামো নিম্নে আলোচনা করা হলো।

ক) পৌরসভা আইন ২০০৯ এবং সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯

এই আইন শহর এলাকা অবকাঠামো উন্নয়নে চুড়ান্ত পরিকল্পনার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই আইন শহর এলাকার চুড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি। এই আইন শহর এলাকার অবকামো এবং অন্যান্য বিষয়, যেমন, পানি সরবরাহ, বর্জ ব্যবস্থাপনা, রাস্তা, পায়েহাটা পথ, অট্টালিকা নির্মাণ, টার্মিনাল তৈরি এবং একটি সুন্দর চুড়ান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা আইনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে শহরের মৌলিক সেবা প্রদানে সহায়তা করে। এগুলোকে শহর উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প তৈরীর মাধ্যমে মৌলিক সেবা প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। শহর কর্তৃপক্ষ সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। মিউনিসিপালিটি আইন ২০০৯ উন্নয়ন কাজে জনগণের অংশগ্রহণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি উন্নয়নের বিষয় হিসাবে স্বীকৃত। মিউনিসিপালিটি আইনে উন্নয়নের জন্য নারীসহ সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ওয়ার্ড কমিটি এবং শহর কমিটি গঠনের নিয়ম রাখা হয়েছে।

খ) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ ১৯৮২ (অধ্যাদেশ-২, ১৯৮২)

এ অধ্যাদেশ বাংলাদেশ সরকারের ভূমি অধিগ্রহণের মূল হাতিয়ার। এটি প্রকৃত মালিকদের জন্য সংরক্ষিত যার নিকট মালিকানার প্রমানস্বরূপ জমির দলিল বা জমি কিনার চুক্তিপত্র রয়েছে যা দিয়ে জমি বা জমিতে অবস্থিত ব্যবসা, স্থাপনা, গাছ বা ফসলের জন্য ক্ষতিপূরণ পেতে পারে। জমির মালিক ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ বাজার মূল্যের ৫০% টাকা পাবে। জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারের বিভিন্ন তথ্য থেকে জমির মূল্য বের করা হবে, যেমন ভূমি রেজিস্ট্রি অফিস, গণপুর্ত বিভাগ, বন বিভাগ, কৃষি বিভাগ এবং মৎস্য বিভাগ।

ভূমি মন্ত্রণালয় জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা রাখে। কখনো কখনো ভূমি মন্ত্রণালয় বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে ক্ষমতা প্রদান করে। জেলা প্রশাসক ভূমি মন্ত্রণালয়-এর ক্ষমতায় জমি অধিগ্রহণ এবং অধ্যাদেশ অনুযায়ী জমির প্রকৃত মালিককে ক্ষতিপুরণ প্রদান করেন। প্রকল্পের জন্য যদি খাস জমি এবং ব্যক্তি মালিকানার জমি প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রথমে খাস জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের কাজ যদি খাস জমিতে হয়ে যায় তাহলে আন্ত-মন্ত্রণালয়ে সভা করে অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রদান করা হয় জেলা প্রশাসকের নিকট। জেলা প্রশাসক ৫০ বিঘা (৬.৭৫ হেক্টর) পর্যন্ত ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা রাখেন। ৫০ বিঘার অধিক ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তক অনুমোদিত হয় যার প্রধান কেন্দ্রীয় সরকার।

এই আইন অনুযায়ী জমির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য ভূমির মালিককে ভূমির মালিকানার পক্ষে সকল দলিল-পত্র উপস্থাপন করতে হয়। জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন ১৯৫০ সালের (সংশোধিত ১৯৯৪) ১৪৩ এবং ১৪৪ ধারায় বর্ণিত শর্তসমূহ হালনাগাদ করা হয় নি যার কারণে জমির মালিকেরা তাঁদের মালিকানা প্রমান করতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদেরকে জমির খাজনার রশিদ অথবা ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের রশিদ উপস্থাপন করতে হয়। তবে তা সমস্যা হয় যখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাজনার আওতামুক্ত থাকে যদি ব্যক্তির জমির পরিমাণ ২৫ বিঘার কম হয়।

গ) পুর্ব বাংলা ভূমি অধিগ্রহণ ও রায়তী স্বত্ব আইন ১৯৫০ (সংশোধিত ১৯৯৪)

দেশে ভুমি অধিগ্রহণ ও রায়তী স্বত্ব আইনে (সেকশন ৮৬ এবং ৮৭) নদীর স্রোতের ভূমির মালিকানা (পয়স্তী) এবং ব্যবহারের অধিকার এবং নদী ভাঙ্গা (নদী সিকস্তী) জমির আইন উল্লেখ আছে। নদী ভাঙ্গা জমি এবং বন্যা/ স্রোতে ভাঙ্গা জমি একসময় খাস জমিতে পরিণত হয় যখন জেলা প্রশাসক জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য জমি খুঁজে পান না। তবে প্রকৃত মালিক জমির দাবি করতে পারবেন যদি জমি ৩০ বছরের মধ্যে কোথায়ও জেগে উঠে। প্রকৃত জমির মালিক নদী ভাঙ্গা জমির মালিকানা দাবি করতে পারবেন না যদি সরকার তা জনস্বার্থে উন্নয়ন করে থাকে। এই আইন মালিকের অধিকার এবং হালনাগাদ করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্যাদি প্রয়োজন।

ঘ) চট্রগ্রাম পাহাড়ি আইন ১৯০০

চট্টগ্রাম পাহাড়ি অধ্যাদেশ-১৯০০ (অধ্যাদেশ-১, ১৯০০) চট্টগ্রাম অঞ্চলের বসবাসকারী উপজাতিদের গতানুগতিক অধিকারের উপর দেশের সার্বভৌমত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্টা করে। তারা পরিচালিত হয় প্রধান রাজস্ব আদায়কারী দ্বারা। কেন্দ্রিয় সরকারের পক্ষে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার জমি প্রদান করার ক্ষমতা রাখেন পাহাড়ি লোকদের ও অপাহাড়ি বসবাসকারীদের অথবা পাহাড়ী জমি বন্ধকী দিতে পারে রাবার বাগান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করার জন্য। এই আইন পাহাড়ি এবং অপাহাড়িদের জন্য ৫ একর (২ হেক্টর) চাষের জমি রাখার অধিকার সংরক্ষণ করে। হেডমেন তাঁর ক্ষমতা বলে এই সম্পত্তি বন্টনের দায়িত্বে থাকেন, যেখানে (১) মৌজায় বসবাসকারী বন উজাড় করা একেবারে নিষিদ্ধ কিন্তু গৃহকাজে তারা তা ব্যবহার করতে পারবেন; (২) তাঁর মৌজার বাহিরে জুম চাষ করতে পারবেন না, (৩) তাঁর মৌজায় অন্যের জুম কাটা নিষিদ্ধ; এবং (৪) তাঁর মৌজায় গবাদি পশু চরানো নিষিদ্ধ।

ঙ) চট্রগ্রাম পাহাড়ি অধ্যাদেশ (ভূমি অধিগ্রহণ) ১৯৫৮

বৃটিশ আমল থেকে চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল বিশেষ অঞ্চল হিসাবে সুবিধা ভোগ করে আসছে। চট্রগ্রাম অঞ্চলের বেশির ভাগ জমি সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চল অথবা বনাঞ্চল শ্রেণী হিসাবে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অধ্যাদেশ-১, ১৯০০ সরকারের এবং প্রশাসনের জন্য আইনগত ভিত্তি। এই অধ্যাদেশের আওতায় জেলা প্রশাসক সীমিত আকারে ভূমি যা তিনি পুর্বে বন্টন করেছেন তা তিনি ফেরত নিতে পারেন। এই আইনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন । ১৯৫৮ সালের আইন ছিল ভূমি অধিগ্রহণ-এর জন্য প্রযোজ্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি আইন। এই আইনে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন। ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন চুক্তি অনুযায়ী বা এ সম্পর্কে তৈরীকৃত নিয়মানুযায়ী।

চ) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কাউন্সিল আইন ১৯৯৮

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ১৯৯৮ সালের ২৪ মে শান্তি চুক্তি ১৯৯৭ পাশ করে যা "চট্টগ্রাম পাহাড়ি অঞ্চল কাউন্সিল আইন" ১৯৯৮ (অধ্যাদেশ-১২, ১৯৯৮) নামে পরিচিত। শান্তি পুন:প্রতিষ্ঠা ছাড়াও এই চুক্তি আদিবাসী জনগোষ্ঠির ভূমি অধিকার, সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম রক্ষা করবে। এই চুক্তি ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে চট্টগ্রামে স্ব-শাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং অতি জরুরী ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান কল্পে, যেমন, কমিশন কর্তৃক ভূমি আপত্তি, পার্বত্য জেলা কাউন্সিলে জমি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদান, অনাবাসীদের থেকে দ্বন্দের সময় প্রদানকৃত জমির লিজ প্রত্যাহার, উপজাতীয়দের মধ্যে ভূমি বন্টন, এবং প্রথাগত ভূমি অধিকার শক্তিশালী করা।

১৯৯৮ সালের আইন অধ্যাদেশ-১২ অনুযায়ী ভূমি, পাহাড় এবং বন পাহড়ী জেলা কাউন্সিলের আওতায় থাকবে, সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শ ব্যতিত কোনো ভূমি, পাহাড় এবং বন সরকার হস্তান্তর করতে পারবে না। পার্বত্য চট্রগ্রাম উপজাতিদের সাথে চুক্তি অথবা আলোচনা ব্যতিত কোনো আইন বাস্তবায়ন করতে পারবে না। পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতিদের পক্ষ হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উপদেষ্টা কমিটি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করবে। বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের আনার দাবি আছে।

২. সামাজিক নিরাপত্তায় বিশ্ব ব্যাংকের বাস্বায়ন নীতিমালা

সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক বাস্তবায়ন নীতিমালা (ওপি) রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিদরিদ্র, উচ্ছেদকৃতদের এবং আদিবাসিদের রক্ষা করা। ওপি ৪.১২ অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন এবং ওপি ৪.১০ আদিবাসিদের জন্য ব্যাংক বিনিয়োগ করবে যার উদ্দেশ্য ও পরিধি নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন (ওপি ৪.১২)

বিশ্বব্যাংক-এর অভিজ্ঞতা হচ্ছে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন যদি চাহিদা পুরণ না করে তবে তা প্রায়ই অথনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টি করে, যেমনঃ উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, জনগণ দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়, তাঁদের উৎপাদিত সম্পদ বা আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়, জনগণ সেই পরিবেশে যায় যেখানে তাঁদের উৎপাদনের দক্ষতা স্বল্প ব্যবহারোপযোগী এবং সম্পদ দ্রুত নিঃশেষ হয়, এলাকার প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক যোগাযোগ হয় দূর্বল, আত্নীয়তার বন্ধন শিথিল হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচিতি, ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্যের ক্ষেত্রগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এই সমস্ কৌশল ঝুঁকিসমুহকে লাঘব করে।

নীতিমালার উদ্দেশ্য সমুহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

- অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন পরিহার করতে হবে বা যতটুকু সম্ভব কমাতে হবে অথবা সব ধরনের সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা খুজতে হবে ।
- যেখানে অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন পরিহার করা সম্ভব নয় সেখানেঃ
  - ✓ পুর্নবাসন কর্মসূচি এমনভাবে হাতে নেয়া উচিত যাতে স্থানান্রিত ব্যক্তি টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির ও পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প থেকে সুবিধা পাওয়ার উপযোগী হয়।
  - ✓ উচ্ছেদকৃত ব্যক্তির সাথে পুর্নবাসন কর্মসুচী সম্পর্কে অর্থবহ আলোচনা করতে হবে এবং কর্মসুচী পরিকল্পনা ও বাস্বায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

- উচ্ছেদকৃত ব্যক্তিরা তাঁদের জীবন জীবিকার উন্নতির জন্য যাতে সহযোগিতা পায় অথবা স্থানান্রিত হওয়ার পুর্বের চেয়ে বা প্রকল্প বাস্বায়নের পুর্বের চেয়ে মানসম্মতভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

খ) আদিবাসি জনগণ (ওপি ৪.১০)

এ্ই নীতিমালা আদিবাসিদের জন্য ব্যবহার করা হয়, সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র্য, অরক্ষিত, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী যাঁদের মধ্যে নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা হয়।

- ভিন্ন আদিবাসি হিসাবে তাঁদের পরিচিতি, সংস্কৃতি এবং স্বীকৃতি আছে কি না
- পকল্পের আওতায় ভৌগলিকভাবে আলাদা বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং বসবাসের আলাদা স্থান এবং আলাদা প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে হবে।
- যাঁরা সমাজ ও সংস্কৃতিকে পরিচালিত করে তাঁদের থেকে প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পৃথক হবে।

একটি আদিবাসী ভাষা যা দেশের প্রচলিত, অফিসিয়াল বা আঞ্চলিক ভাষা থেকে পৃথক পার্বত্য চট্রগ্রামের বান্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার বসবাসকারী উপজাতি এবং সমতল জেলার গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে এই বৈশিষ্টের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। ও পি বর্ণনা করে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

উপজাতিদের ক্ষেত্রে যাঁরা বর্তমানে প্রকল্প এলাকায় বসবাস করে বা যাঁদের প্রকল্প এলাকায় সংযুক্ত করতে হবে।

৩. আইনী ও নীতিমালা কাঠামো প্রয়োগ

নগর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের নকশা ও বাস্বায়নে জনগণের অংশগ্রহণের নিয়ম তৈরী করবেন যা ব্যাংক-এর উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে প্রকল্পের প্রয়োজনে আইনী অনুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণকে অনৈচ্ছিক উৎখাতের নেতিবাচক প্রভাবের সাথে সমঝোতা করার জন্য যথেষ্ঠ নয়। প্রকল্প এলাকায় যে সকল ব্যক্তির জমির স্বত্ব নাই, আইন তাঁদেরকে কোনো সুরক্ষা দেয় না এবং তাঁদের অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তির কোনো প্রতিস্থাপন মূল্য নিশ্চিত করে না। ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তির জীবিকা পুনরুদ্ধারে ও আইন কোনোও পদক্ষেপ নেয় না। ফলস্বরুপ, ভূমি অধিগ্রহণ কৃষি পরিবারের উৎপাদনের উৎস ধ্বংস করে দিতে পারে যা ব্যাংক-এর অনৈচ্ছিক উচ্ছেদনীতির পরিপন্থি।

বিশেষত এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজের প্রথম বছরে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে (ভূমি অধিগ্রহণ পুনর্বাসন এবং উপজাতীয় অধিবাসির উপর প্রভাব) কোনো ব্যবস্থা নাই। তবে পরবর্তী নির্মাণে কাজের ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগত জমি এবং ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত সরকারী জমি অধিগ্রহণ করতে পারবেন। এমতাবস্থায় এই কার্যক্রম ব্যাংক ওপি ৪.১২ কে অনৈচ্ছিক পূনবার্সনের জন্য প্রয়োগ হবে। নির্দিষ্ঠ কিছু সংখ্যক শহরে উপজাতি রয়েছে এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে বিএমডিএফ উপ-প্রকল্পের অর্থায়ন করতে পারে। এমতাবস্থায় আদিবাসী সম্পর্কিত ওপি ৪.১০ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ব্যাংক-এর নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই কোনো উপ-প্রকল্প দ্বারা উপজাতি জনগোষ্টিকে তাদের স্বতন্ত্র বাসস্থান অথবা পূর্বপুরুষের এলাকার প্রভাবিত করা যাবে না।

উপ-প্রকল্পের (ভূমি অধিগ্রহণ, জনগণের স্থানচুতি এবং উপজাতিয় জনতার) সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হবে এবং যথাক্রমে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর মাধ্যমে পুণরায় পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন হবার জন্য শহর কর্তৃপক্ষ পুনবার্সন কর্ম-পরিকল্পনা এবং উপ-জাতিয় জনগোষ্টি পরিকল্পনা তৈরী করবে যা উপ-প্রকল্পের প্রস্াবনায় যুক্ত হবে। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী পুনবার্সন কর্ম-পরিকল্পনা এবং উপ-জাতিয় জনগোষ্টি পরিকল্পনা বাস্বায়ন করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ থাকবেন।

৪. পুর্ববর্তী প্রকল্প থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা

প্রস্তাবিত এমজিএসপি-এর আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নতুনভাবে তৈরীর সুযোগ অনেকাংশে পুর্বেও পৌর সেবা প্রকল্প (এমএসপি)এর মতই। কিছু পরিমান ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং খাস জমি হতে কিছু সংখ্যক দখলকারীকে অন্যত্র সরানো হয়েছিল কয়েকটি নগরে এমএসপির প্রথম ধাপে।

দ্বিতীয় ধাপে, পৌরসভার নিজস্ব জমিতে নির্ধারিত কিছু নগরে ছোট পরিসরে অবকাঠামো উন্নয়নের মত কিছু উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছিল। যাই হোক, দুটি নগরে রাস্তা প্রশস্তকরণের জন্য স্বেচ্ছায় জমিদান এবং অন্য দুটি নগরে বাজার উন্নয়নের জন্য বাজারের ব্যবসায়ীদেও সাময়িক স্থানান্তরের মত সামাজিক বিষয় যুক্ত ছিল। এমএসপি থেকে সামাজিক ও নিরাপত্তা বিষয়ের ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নিম্নে দেওয়া গেল:

- অবৈধ দখলদারীকে স্বেচ্ছায় খালি করতে বা সরিয়ে নিতে বলতে হবে তাদের অস্থায়ী স্থাপনা যা তারা নগরের জমিতে তৈরী করেছে কারন রাস্তা প্রশস্তকরণ বা অন্য অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য উক্ত জমিটি ব্যবহৃত হবে।

- রাস্তা প্রশস্থকরণ বা অন্য অবকাঠামোর সামান্য বৃদ্ধির জন্য নিকটস্থ জমির মালিককে স্বেচ্ছায় জমিদানের জন্য বলতে হবে অথবা উক্ত জমিতে যদি কোনো অবকাঠামো থাকে তবে তা নগরে মালিককে সন্তুষ্টিকরণের মাধ্যমে অন্যত্র সরিয়ে দিবে।
- বিদ্যমান কাঁচাবাজার বা পৌরবাজার উন্নয়নের জন্য বাজারের ব্যবসায়ীদেরকে সাময়িকভাবে অন্যত্র স্থানান্তর করা লাগতে পারে।নির্মাণ কাজ, ব্যবসায়ীদের সাময়িক স্থানান্তর এবং উন্নয়নের পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের পুনরায় বাজারের স্থান প্রদানের পরিকল্পনা ক্ষতিগ্রস্থ বাজার ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে করতে হবে।
- রাস্তার জটিল অবস্থানের জমি এবং অন্যান্য অবকাঠামো জমির মালিকের নিকট হতে সবসময় স্বেচ্ছায় নাও পাওয়া যেতে পারে।
- জটিল পরিস্থিতিতে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রকল্পের বাজেটে কিছু সুযোগ রাখা উচিত।
- উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থায় সব সময়ের জন্য সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ থাকা উচিত বিশেষত উপ-প্রকল্প মুল্যায়ন, তদারকি ও বাস্তবায়ন করবেন সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিষয়সমুহ নিশ্চিত করার জন্য।
- নির্বাচিত ও অংশগ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

ছ. জনগণের সাথে আলোচনা

১. আলোচনার প্রক্রিয়া

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সমাজভুক্ত এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য দেয়া এবং প্রকল্পের ধরন, নকশা, বাস্তবায়ন সম্পর্কে তাঁদের মতামত পাওয়া যায়। উন্মুক্ত আলোচনা, দল-ভিত্তিক আলোচনা এবং মূখ্য তথ্যদাতার মাধ্যমে আলোচনা করা হয়েছে। চারটি নমুনা পৌর এলাকার প্রত্যেকটিতেই ভিন্নধর্মী সুবিধাভোগীদের সাথে একটি করে উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এলাকাবাসী যারা রয়েছে তাদেরকে উন্মুক্ত আলোচনা এবং সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে খুঁজে বের করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তাদের সাথে এফজিডি বা দলভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার জন্য চারটি নমুনা পৌর এলাকা যেমন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, টাঙ্গাইল ও মাধবপুর ১ম শ্রেণীর পৌরসভা এবং শেরপুর ২য় শ্রেণীর পৌরসভা নেয়া হয়েছে। চারটি পৌর এলাকার জনসংখ্যা, আকার, রাজস্ব সংগ্রহ এবং উপজাতি জনগোষ্টীসহ জন বৈচিত্র ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তিনটিতে উপজাতীয় জনগোষ্ঠী পাওয়া গেছে। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের উপজাতির সাথে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ৫৪টি এফজিডি এবং ৬৫ প্রধান তথ্যদাতর সক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। বস্তি এলাকা/উপজাতিরদের আবাস, হাসপাতাল এলাকা, দৈনিক বাজার, বাস/টাক টার্মিনাল, ফুটপাথ, সেতু, পাইকারী বাজার, স্বল্প আয়ের এলাকা, মন্দির/মসজিদ এলাকা, অধিক আয়ের এলাকা, ঈদগাহ, নতুন সেতু এলাকা, বজ্য ফেলার স্থান, আবাসিক এলাকা, ঝাড়দার মহল্লা, স্কুল এলাকা, ইত্যাদি বিবিধ দলের সাথে স্বতন্দ্রভাবে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

মূল তথ্য প্রদানকারীদের মধ্যে ছিলেন পৌর মেয়র, মহিলা ও পুরুষ ওয়ার্ড কমিশনার, প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ, পানি সরবরাহকারী প্রকৌশলী, বণিক-সমিতি, বাস-ট্রাক মালিক/চালক, ব্যবসায়ী, স্থানীয় ভূমি বন্দোবস্ত অফিস, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সাংবাদিক, বস্তিবাসী এবং নগর পরিকল্পনাবিদ।

২. জনগণের সাথে আলোচনার ফলাফল

আলোচনা প্রক্রিয়ার নগরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিবিধ বিষয় ওঠে আসে। মূল বিষয়গুলো ছিল অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া, অতিরিক্ত ভূমি পাওয়ার প্রক্রিয়া, সেচ্ছায় দান, অনিচ্ছুক অধিগ্রহণ, অনিচ্ছুক পুনর্বাসন, এবং সমস্ত এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভূক্ত বিশেষত নারী, অতিদরিদ্র ও উপজাতীয় সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ-ছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও তার ব্যবস্থাপনায় উপ-প্রকল্পের নকশা ও বাস্তবায়নের উপর প্রভাব সম্পর্কেও এলাকাবাসী মতামত দিয়েছেন। এলাকাবাসীর উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষা আলোচনার মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- তথ্যভিত্তিক নগর পরিকল্পনা
- অংশগ্রহণমুলক আলোচনার মাধ্যমে অবকাঠামোর চিহ্নিতকরণ
- অংশগ্রহণমূলক আলোচনায় নকশার পর্যালোচনা
- সবসম্প্রদায় ও দলের অন্তর্ভূক্তি
- উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক নির্ভরতা
- যুক্তিসংগত কর ও নগর উন্নয়নে রাজস্বের সঠিক ব্যবহার
- বিশেষক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় জমি দান
- সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ থেকে বিরত থাকা
- ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের মালিককে প্রতিস্থাপন মূল্যে ক্ষতিপূরণ দেয়া
- ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ি ও ব্যক্তিকে স্থানান্তরে সহায়তা করা
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠিকে যথার্থ শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদেরকে মূলধারায় নিয়ে আসা
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা।

৩. প্রকল্প বাস্বায়নের সময়ে জনগণের সাথে আলোচনা

সামাজিক উন্নয়নের বিষয়সূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচেছ প্রকল্প বাস্বায়নের সময় এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা করা। এটি উপ-প্রকল্প সনাক্তকরন, নকসা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখে। সংযোজনী-২ এ আলোচনা ও প্রকল্প চলাকালে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

জ. এমজিএসপির সামাজিক প্রভাব

১. প্রকল্পের সুবিধা

আশা করা যায় যে, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় উন্নত অবকাঠামোর সামাজিক প্রভাব সুশাসন এবং সেবার সাথে সাথে নগর দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পটি যোগাযোগ ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা, কর্মসংস্থান এবং সম্পদ, মার্কেট ও উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদিতে পরিবর্তন সাধন করবে। এই পরিবর্তন বিবিধ সুবিধাভোগী দল বিশেষত দরিদ্র্য, মহিলা ও নগর এলাকায় বসবাসকারী, অরক্ষিত জনসাধারণের আয়বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এই পরিবর্তনের ফলাফল ব্যবসা-বাণিজ্য, সংযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, উন্নত স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করবে।

উন্নত সেবা ও অবকাঠামোর মাধ্যমে প্রকল্পটি ২৬টি নির্দিষ্ট পৌর এলাকাতে প্রায় তিন মিলিয়ন অধিবাসীকে উপকৃত করবে। এলজিইডি, বিএমডিএফ এবং নগরকর্তৃপক্ষ প্রকল্পটির সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকৃত হবে।

২. সামাজিক উদ্বেগ ও ঝাঁকি

যদি উপ-প্রকল্পগুলো চিহ্নিতকরণ, নকশা এবং বাস্তবায়নের সময় সামাজিক প্রভাবগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা করা না হয়, তাহলে অবকাঠামো উন্নয়নের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ক্ষতিকারক সামাজিক প্রভাবও ফেলতে পারে এবং বিদ্যমান সামাজিক ঝুঁকিগুলো বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রকল্পটি প্রধানত বিদ্যমান অবকাঠামো এবং মালিকানাধীন জমির ভেতরেই নির্মাণ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আশা করা যাচ্ছে যে, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো ব্যাপক সামাজিক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে না। সামাজিক মূল্যায়নে কিছু বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে যা প্রকল্প নকশা ও অংশগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। নগরে মূল সামাজিক প্রতিবন্ধকতাগুলো হলোঃ

- দরিদ্র ও জনসংখ্যার ঘনত্ব
- ভূমি ও সম্পদের অধিকার
- নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা
- সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠিকে বাদ দেয়া
- এইচআইভি/ এইডসসহ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা
- ভাসমান শিশু ও জনগোষ্ঠি
- অস্বাস্থ্যকর বসত স্থাপনা
- অপর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- ত্রুটিপূর্ণ সেবা ও শাসন ব্যবস্থা

কিছু শহরে অনৈচ্ছিক পূনর্বাসন প্রয়োজন হতে পারে, যেখানে জমির সীমানা বাড়ানো স্থায়ী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং বেআইনী ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হবে। সামাজিক মূল্যায়ন পুনর্বাসনের সম্ভাব্য প্রভাবকে সমর্থন করে। প্রকল্পের কার্যক্রম কোনো উপজাতি অথবা ভৌগলিকভাবে আলাদা কোনো এলাকার জনগোষ্টিকে প্রভাবিত করবে না। তবে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকাতেও কিছু উপ-প্রকল্প নেয়া হতে পারে যেখানে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে ব্যাংক এর নির্দেশাবলী মেনে না চললে, যদি যথাযথভাবে ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তাহলে বল প্রয়োগ ও দারিদ্র্যের দিকে যাবার ঝুঁকি রয়েছে।

৩.সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

সামাজিক ও জাতিগত পরিচয়, দারিদ্র্য, অরক্ষিত এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল সুবিধাভোগীর জন্যই এলজিইডি এবং বিএমডিএফ নির্দিষ্ট নগরের জন্য নির্বাচন, নকশা ও উপপ্রকল্পের অবকাঠামোগত পুনর্বাসন ও উন্নয়নের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। সেই কাঠামো সামাজিক আশ্রয়, প্রভাব নিরূপন এর প্রয়োজন মোতাবেক পূর্নবাসন এবং টিপিপি তৈরির ভিত্তি, প্রক্রিয়া ও নির্দেশনা প্রদান করবে। এই নির্দেশাবলীর মধ্যে সংযুক্তি -১ নারীর মূলধারায় বিকাশ, সংযুক্তি -২ আলোচনা ও অংশগ্রহণমুলক কাঠামো, সংযুক্তি-৩ সামাজিক প্রভাব নিরূপন ও পুর্নবাসন পরিকল্পনার প্রস্তুতির নির্দেশাবলী এবং সংযুক্তি -৪ উপজাতীয় জনগোষ্ঠির ব্যবস্থাপনা ও টিপিপি প্রস্তুতির আলোচনা সংযুক্ত রয়েছে।

ক. সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর উদ্দেশ্য

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যেন সামাজিক উন্নয়নের মূলনীতিগুলো এর মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে পরিচালিত হয়। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপঃ

- প্রতিটি উপপ্রকল্পে সামাজিক উন্নয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়িত হওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রকল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্টির সাথে যথাসম্ভব আলোচনা ও প্রকাশ পদ্ধতির মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- জীবিকার ক্ষতি থেকে শুরু করে যাবতীয় ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাব যা ভূমি সংক্রান্ত প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসনের ফলাফল থেকে হতে পারে, তাদের এড়িয়ে যেতে হবে বা কমিয়ে আনতে হবে।
- অবশ্যম্ভাবী ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাবগুলো বের করে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যা মানুষ ও তার জীবিকার উপর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে হতে পারে।
- সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং তার সাথে বিশ্ব ব্যাংক এর সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য সামাজিক বিষয় যেমন নারী-পুরুষ এবং
- এলজিইডি, বিএমডিএফ এবং নগর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো কর্মপন্থা ও নীতিমালার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, আলোচনা এবং অংশগ্রহণ এবং নারী-পুরুষ এবং অভিযোগ নিরসনের পন্থা নির্দেশ করেবে যা জনগণ ও প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য উপ-প্রকল্পের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষনের সময় জরুরী।

খ. সামাজিক ব্যবস্থাপনা মূলনীতি

১. অর্ন্তভুক্তিকরণ

উপ-প্রকল্পগুলোর নকশা এমনভাবে হবে যেন এলাকার অতি দরিদ্র নারী, উপজাতি, সংখ্যালগু সম্প্রদায়, প্রান্তিক, অক্ষম ইত্যাদি জনগোষ্ঠি সকল সুযোগ-সুবিধা পায়। পৌরসভা কার্যবিধি ২০০৯ (স্থানীয় সরকার কার্যবিধি) সামাজিক গোষ্টি ও এর স্থানীয়দের অধিকার প্রদান করে যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিত হয়। ওয়ার্ড এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যথাক্রমে ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি এর সাথে উন্নয়ন বিষয়ে এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি উন্নয়ন আলোচনার অংশগ্রহণের জন্য এলাকাভিত্তিক দলগুলোকে অংশগ্রহণের জন্য এবং নগরের প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে মতামত আদান প্রদানে আমন্ত্রণ জানায়। চিহ্নিত করন থেকে শুরু করে নকশা এবং বাস্তবায়নে জনগণের সংযুক্তি থাকা নগর কর্তৃপক্ষ নিশ্চত করবে।

২. অংশগ্রহণ

স্থানীয় সরকার কার্যবিধি ২০০৯ অনুসারে এলাকাবাসীকে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। একইভাবে উপ-প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হবে কার্যক্রমের মধ্যে অংশগ্রহণ পদ্ধতি নিশ্চিত করা। আইন এলাকাবাসীকে শহরের উন্নয়ন এবং ওয়ার্ড এবং শহর পর্যায়ের কমিটির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ দেয়। নির্বাচিত পৌরসভা কাউন্সিল শহর কমিটি এর কাছে যথাযথ পৌর সেবা নিশ্চিত করতে জবাবদিহি করবে (সংযুক্তি-২)।

৩. স্বচ্ছতা

স্থানীয় সরকার আইন এবং তথ্য অধিকার আইন (২০০৯) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য পাবার জন্য তাঁদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং শহরে সরকারী প্রতিষ্ঠান এই মোতাবেক গণমাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এটি আইন বাস্তাবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরিবেশ তৈরী করে এবং প্রক্রিয়াটিকে মজবুত ও শক্তিশালী করে। সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও পূনর্বাসন কর্মপরিকল্পনাসহ প্রয়োজন অনুসারে উপ-প্রকল্পের সব তথ্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

৪. সামাজিক জবাবদিহীতা

প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক গ্রহযোগ্যতার বিবিধ কলাকৌশল প্রয়োগ করা হবে। এই প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার জন্য সকল খরচ ও কার্যক্রমের তথ্য দৃষ্টিগোচর হয়, ওয়ার্ডের এমন জনসমাগমের স্থানে প্রকাশ করা। তদারকি ও মূল্যায়নে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ, প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরবর্তী অবস্থায় সহজবোধ্যভাবে প্রতিবেদন করা হবে। আলোচনা, প্রতিক্রিয়া এবং অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে যাতে প্রকল্পের কর্মীরা প্রকল্পের সুবিধাভোগী, প্রভাবিত জনতা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের চিহ্নিত সমস্যা মোকাবেলা করতে পারে ক) আলোচনা, ফেরৎ বার্তা এবং বিবাদ-মীমাংসার কৌশল সর্ম্পকে প্রকল্প কর্মীবৃন্দ সমস্যা চিহ্নিত করার ব্যাপারে সুবিধাভোগী, ক্ষতিগ্রস্ জনগণ এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সর্তক করবে খ) সুবিধাভোগীদের প্রয়োজন মেটানো নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা করা। গ) সমস্যা চিহ্নিতকরণে অংশগ্রহণমুলক মনিটরিং ও মুল্যায়ন।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা

ভূমি অধিগ্রহণ ও সম্পদের ক্ষতিপূরণের জন্য আইন ও নীতি কাঠামো সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রকল্পের কৌশল হবে ভূমি অধিগ্রহণ অথবা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের সাথে জড়িত উচ্ছেদের কারণে ক্ষতিকর প্রভাব ও দরিদ্র্যতা যথাসম্ভব এড়ানো। নগর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্পের নিম্নলিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবনা তৈরী করবে ঃ

- ব্যক্তিগত ও সরকারী জমি অধিগ্রহণ, যা জনগণের উচ্ছেদের কারণ হবে, তা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা;
- অতিরিক্ত জমি যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে মালিকদের সেচ্ছায় দান অথবা এর অন্যথা ব্যবস্থা করবে যেন তা নিগ্রহ বা অধিকরনের হুমকির কারণ না হয়;
- এছাড়া প্রয়োজন অনুসারে সরাসরি আপোসের মাধ্যমে জমি ক্রয় এবং বিনিময়ে তাদেরকে এই অবদানের জন্য একই রকমের জমিও দিতে পারে;
- উপ-জাতির জনগোষ্ঠির জমি যেকোনো মূল্যে পরিহার করা হবে এবং যদি অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য উপায় না থাকে, তবে অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্টির জমি বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে;
- স্থানান্তরিত জনগাষ্টিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং জীবন-যাত্রা পুনরুদ্ধারে এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভেঙ্গে ফেলা স্থাপনাকে প্রতিস্থাপন অথবা সমতুল্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

উপরিল্লিখিত মূলনীতি সামাজিক প্রভাব নিরূপন ও প্রশাসনের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করা হবে।

গ. যোগাযোগ কৌশল

এমজিএসপি-এর সার্বিক উদ্দেশ্য হলো শাসন ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করা। এভাবে এমজিএসপি প্রকল্পের সার্থকতা কার্যকর ও অথপূর্ন তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ এবং যোগাযোগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। যোগাযোগের ধারা হবে বিবিধ প্রক্রিয়ার সামাজিক সংলাপ, আপোষ ও ঐক্যমতে পৌছানো। তথ্য প্রদান এবং যোগাযোগের ধারা সংশ্লিষ্টদের সংযুক্তি ও এলাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্তি, স্বচ্ছতা ও দায়ীত্বশীলতার ভিত্তিতে তাঁদের কাজের জন্য দায়ী করে। যোগাযোগ কাঠামোটি হলো এলাকাবাসীর মালিকানাধীন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা বা সুশীল সমাজের অংশগ্রহণকে অনুপ্রানিত করে। এখানে এলাকাবাসী হলো প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ। এটি হলো ক্রমাগত আলোচনা, আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা করা এবং সম্মিলিতভাবে সমস্যার সমাধানে পৌছানোর একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া। অংশগ্রহণের মাধ্যমে এখানে বিষয়গুলো খোলামেলা আলোচনা, আপোষ মীমাংসা এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমর্থনযোগ্য অবস্থার তৈরি করা। এই প্রক্রিয়াটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন, ব্যবহারকারী ও বাস্তবায়নকারীর মধ্যে একটি দ্বিমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা আদান-প্রদানের মাধ্যমে অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ সেবা ও ব্যবহারে একটি টেকসই পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। এটি উল্লেখ্য যে, শ্রেষ্ঠ নকশাগত অবকাঠামো প্রকল্পও সুবিধাভোগীদের সাথে সঠিকভাবে আলোচনা না করা, তাঁদেরকে অবগত ও সংযুক্ত না করার কারণে অসফল অথবা দুর্বল ফলাফল নিয়ে আসতে পারে।

ঘ. অভিযোগ নিরসন

সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও প্রশমনের জন্য এবং বিবিধ প্রশ্নের জবাব দেয়া, পরামর্শ গ্রহণ এবং বিবিধ অনিয়মের ব্যাপারে অভিযোগ এবং সামগ্রিক প্রকল্প নকশা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প থেকে একটি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। এই পদ্ধতিতে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আপোষে এবং দ্রুততম সময়ে বিবিধ বিষয়ে মীমাংসা করা হবে যেন অভিযোগকারী ব্যক্তির ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ আইনী জটিলতার আশ্রয় নিতে না হয়। তবে প্রক্রিয়াটি অবশ্যই সেই ব্যক্তির অধিকার আদায়ের জন্য কোর্টে যাবার অধিকার হরণ করবে না। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ ও নগরকর্তৃপক্ষ এবং প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিরসনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। প্রতিটি নগরে একটি অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন করা হবে। প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন পদ্ধতির প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হবেন ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং নগর পর্যায়ের উপ-প্রকল্পের সকল অভিযোগ ও অভিমত বিচার করবার জন্য অনুমোদিত হবে অভিযোগ নিরসন কমিটি (সুত্রঃ সংযুক্তি-৫)।

ঙ. অনুমোদন এবং প্রকাশ

সামাজিক অবস্থার প্রতিবেদন এবং প্রতিটি উপপ্রকল্পের পূর্নবাসনের জন্য যা প্রয়োজন, সবই ব্যাংক-এর কাছ থেকে পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের বিষয় হবে। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ ব্যাংককে সামাজিক যাচাই পদ্ধতির পূরণ করা ফরম চাহিবা মাত্র নগর কর্তৃপক্ষকে এবং পরামর্শকারী কর্তৃক প্রত্যেক উপ-প্রকল্পের জন্য দাখিল করবে।

সরকার সকল নথিপত্র যেমন সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পূর্নবাসন পরিকল্পনা এবং টিপিপি এবং অন্যান্য সামাজিক পরিকল্পনা বাংলায় অনুবাদ করে এলাকায় প্রকাশ করবে এবং ইংরেজী নথিপত্র ব্যাংক এর 'তথ্য ভান্ডার'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করবে। এলজিইডি, বিএমডিএফ এবং প্রত্যেক নগর কর্তৃপক্ষ, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোগুলো তাঁদের দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে থেকে বাংলা অনুবাদসহ সংগ্রহ করবে। বাংলা সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোগুলো সকল নির্বাচিত এবং অংশগ্রহণকারী শহর কর্তৃপক্ষের কাছে পাওয়া যাবে এবং তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৪. সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া

ক. প্রতিষ্ঠান

এলজিইডি হবে স্থানীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রাথমিকভাবে সরকারী প্রতিনিধি এবং ব্যাংক-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র। প্রকল্পের অধীনে নগরের অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়ন করবে এলজিইডি এবং বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল যা অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অধীনে হবে। বিএমডিএফ একটি অর্থনৈতিক মধ্যস্থতাকারী, যা ব্যাংক নয়। এটি ২০০২ এ নাগরিক অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল শহরকে পরিচালিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এলজিইডি পৌরসভা শাসন ব্যবস্থা এবং মূল নাগরিক সেবা উন্নয়নের জন্য ১নং খাত বাস্তবায়ন করবে এবং বিএমডিএফ, নগর কর্তৃপক্ষ অর্থায়নের মাধ্যমে একই ধরনের কার্যক্রম ২নং খাত বাস্তবায়ন করবে। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর দ্বারা গঠিত একটি প্রকল্প পরিচালনা পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়নের দেখা শোনা করবেন ও নির্দেশনা দিবেন।

এমজিএসপি উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া উৎসাহিত করবে। প্রকল্পটি সমাজভিত্তিক সংগঠনকে উৎসাহিত করবে এবং পৌরসভা কার্যবিধি ২০০৯ অনুসারে ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং নগর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করবে যা চলমান প্রকল্প এবং পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের ভাল-অনুশীলনগুলো অনুসরণ করবে। অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সেবা ব্যবস্থাপনায় সমাজভিত্তিক সংস্থাসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। নগর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি ও তৃতীয় পক্ষ থেকে মনিটরিং, নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিবেচনা, নির্মাণ কাজের গুণগতমান এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এমজিএমপি বাস্তবায়ন সহযোগী এবং প্রকল্পে তাদের কার্যক্রম সংযোজনী -৬ এ আলোচিত হয়েছে।

খ. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

১.এলজিইডি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস

এলজিইডি সদরদপ্তরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস স্থাপন করা হবে যা ব্যবস্থাপনা পরিচালক দ্বারা চালিত হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস খাত-১ এর অধীনে কর্মক্ষমতাভিত্তিক অনুদান প্রকল্পের পরিচালনা এবং প্রশাসনের দায়িত্বে থাকবে। এর সাথে ক) অর্থনৈতিক সক্রিয়তার আগেই ২৬টি নির্বাচিত নগরে এর সাথে সহযোগিতার চুক্তি প্রস্তুতি ও কার্যকর করা;খ) প্রথম বছরের উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি; গ) নগরে ও এলজিইডিকে উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং মনিটরিং, কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা, সামাজিক জবাবদিহিতা/ বিবাদ মীমাংসা এবং পরবর্তী বছরের জন্য উপ-প্রকল্পের প্রস্তুতি পরামর্শকারী নির্বাচন এবং ব্যবস্থাপনা করা; গ) নির্মাণকাজের তদারকি, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়ন তদারকি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন দেখাশুনা করা; ঘ) নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যৌথ মূল্যায়ন এবং অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করণ; ঙ) নগর কর্তৃপক্ষ থেকে কাজের চুক্তির জন্য অর্থ পরিশোধের অনুমোদন দিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের কাছে প্রেরণ করা; চ) কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, কর্মক্ষমতা হিসাব ও সর্বোচ্চ ক্ষর্মতা নগরের কর্মক্ষমতাভিত্তিক মূল্যায়নের পর্যালোচনা ও অনুমোদন; ছ) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বাজেট এবং নগর প্রতি অনুদানের পর্যালোচনা এবং অনুমোদন ও কর্মক্ষমতার মনিটরিং নিশ্চিতকরণ।

এলজিইডি নিম্নলিখিত কাজের দায়িত্বে থাকবে

১)পৌরসভা সহযোগী দলকে মনিটরিং-এর মাধ্যমে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও নগরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির প্রকল্পের নকশা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন ২) জাতীয় পৌরসভা কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে একজন পরামর্শক নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা করা এবং ৩) নগরের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং অগ্রদুত হিসেবে কমপক্ষে পাঁচটি নগর সমন্বয়ে তথ্য বাতায়ন তৈরি করবার জন্য পরামর্শকারী নির্বাচন ও ব্যবস্থাপনা।

এলজিইডি একজন জেষ্ঠ্য এবং একজন কনিষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে যারা প্রকল্প পরিচালককে সামাজিক উন্নয়নের তদারকি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের নির্দেশের খসড়া শর্তাবলী সংযোজনী-৭ এ সংযুক্ত হলো।

৪. বিএমডিএফ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস

বাংলাদেশ পৌরসভা উন্নয়ন তহবিল এর উপদংশ-২ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে, যা ব্যবস্থাপনা পরিচালক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অধীনে একজন নিবেদিত প্রকল্প ব্যবস্থাপক এমজিএসপি-এর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। বিএমডিএফ-এর পরামর্শকরা নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবেঃ ক) বিএমডিএফকে একটি অন্তর্বর্তী আর্থিক ঋণ কার্যক্রমে রূপান্তরের জন্য সহযোগিতা করা; খ) বিএমডিএফ কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা;গ) বিএমডিএফকে উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন ও পরিদর্শনে সহায়তা করা। বিএমডিএফ ও নগর-এর কার্যক্রমে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকবে। নগর প্রকল্পের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং বিএমডিএফ উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন করবে। নগর পরামর্শক সেবা প্রদান করবে এবং উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনার ব্যয় তাদের নিজ উৎস থেকে বহন করবে। নগরকে পরামর্শক নির্বাচনে বিএমডিএফ নির্দেশনা দিবে এবং পরামর্শকেরা বিএমডিএফ-এর শর্তানুসারে উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনা তৈরি করবে যা সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করবে।

সামাজিক উন্নয়নের তদারকি, পরিকল্পনা এবং নগর পর্যায়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিএমডিএফ একজন জৈষ্ঠ্য এবং দুইজন কনিষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে নিয়োগ দিবেন। সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের নির্দেশের খসড়া শর্তাবলী সংযুক্তি-৭ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগ

নগর পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভাগে বিদ্যমান পৌরসভার কর্মী ও এলজিইডি-এর মাঠ কর্মীদের দ্বারাই পূর্ণ করা হবে। প্রকল্প বাস্বায়ন ইউনিটগুলো প্রধান হবেন প্রধান নির্বাহী অফিসার (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে) অথবা মেয়র (পৌরসভার ক্ষেত্রে) এবং যিনি এলজিইডি অথবা বিএমডিএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস এর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। প্রকল্প সম্পন্ন হবার পর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস প্রকল্প বাস্বায়ন ইউনিট মূল চালিকা হিসেবে নগরের টেকসই ক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করবে। প্রত্যেক প্রকল্প বাস্বায়ন ইউনিট, উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা সহকারে পাঁচ বছর মেয়াদী মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং প্রথম পাঁচ বছরের জন্য উপ-প্রকল্প বাস্বায়নের পর্যাপ্ত প্রবাহ তৈরি করবে।
নগরে একজন কনিষ্ঠ সামাজিক উন্নয়ন অফিসার নিয়োগ দিবে অথবা একজন সহকারী প্রকৌশলীকে সামাজিক উন্নয়নের মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেক প্রকল্প বাস্বায়ন ইউনিট তে প্রধান এর সামাজিক মূল্যায়ন, সামাজিক প্রভাব নিরূপন এবং বিবাদ মীমাংসা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য নিয়োগ করবে। সামাজিক উন্নয়ন অফিসারদের খসড়া নির্দেশের শর্তাবলী সংযোজনী -৭ এ সংযুক্ত হলো।

৬. ডিজাইন, তদারকি এবং মনিটরিং পরামর্শকারী

এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর নকশা সুপারভিশন এবং উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত পরামর্শকদের উপ-প্রকল্পে কিছু নিয়োজিত কর্মী থাকবে। এলজিইডি এবং সুপারভিশন পরামর্শক দলে একজন জৈষ্ঠ্য ও একজন কনিষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ থাকবেন। বিএমডিএফ-এর পরামর্শক দলে একজন জৈষ্ঠ্য ও দুইজন কনিষ্ঠ্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ থাকবেন। পরামর্শকেরা নগরকে উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি ও নকশা এবং বিএমডিএফকে উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন ও অনুমোদনে সহায়তা করবে। তত্ত্বধায়ক পরামর্শক এলজিইডি ও নগর কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে এবং এলজিইডিকে অর্থের জন্য দাখিলকৃত উপ-প্রকল্প পর্যালোচনা ও হাল-নাগাদ করার কাজে সহায়তা করবে।

গ. অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন

এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর প্রকল্প পরিচালকগণ নগর কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রস্তুত এবং বাস্বায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর নকশায় সামাজিক অনুবর্তিতা, স্বচ্ছতা ও সামাজিক জবাবদিহিতা চিহ্নিত ও বাস্বায়িত করা নিশ্চিত করবেন। বর্তমান আইন অনুসারে শহরে কার্যক্রম ও সেবাসমুহ পরিচালিত হচ্ছে এবং ব্যাংক নির্দেশিকার জন্য স্বচ্ছতা, জনঅংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রবাহের প্রয়োজন। আইনে বিধান আছে যে ওয়ার্ড ও নগর কমিটি, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য বৃহত্তর সম্প্রদায়কে অর্ন্তভূক্ত করতে পারে। প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্বায়নে এলাকাভিত্তিক লোকদের সম্পৃক্ত করা হবে এবং উৎসাহিত করা হবে নগর কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পের নির্মাণকাজ পরবর্তী পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে। শহর এলাকায় প্রকল্প এলাকাভিত্তিক সংগঠন চালু করবে এবং ওয়ার্ড ও শহরে কমিটি গঠন ও কার্যক্রমে উৎসাহিত করবে।

নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ, অংশগ্রহণমূলক ও অর্ন্তভুক্তিকরণ পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ ও অতি দরিদ্র সমাজের উন্নয়ন এবং সুদৃঢ় সামাজিক দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে।

শহর ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি এলাকা ছাড়াও সমাজভিত্তিক সংগঠনের (সিভিও) এর মাধমে একটি সুবিধাভোগী সম্প্রদায়কে ও পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সংযুক্ত করা হবে। প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

সমাজভিত্তিক সংগঠনের, শহর পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি, এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটির কর্ম-পরিধি (টিওআর) সংযুক্তি-৭ এ দেয়া হলো।

১. কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)

বড় আকারের বিনিয়োগ পরিকল্পনায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রত্যেক নাগরিকের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পাইলট শহরে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন তৈরী করবে। শহরের মধ্যেই সিবিও গঠন ও পরিচালিত হয় যা এডিবি-এর একটি প্রকল্প দ্বারা সমর্থিত। খাত-১ এর নির্ধারিত শহর কর্তৃপক্ষ ও খাত-২ এর অংশগ্রহণকারী কোন সিবিও পাওয়ার সম্ভাবনা কম আছে। সামাজিক সংহতির মাধ্যমে সিবিও গঠন করা এবং অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছোটখাটো অবকাঠামো, যেমন নালা, বর্জ্য-পদার্থ ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। শহর এলাকার মধ্যে সাধারণত ২০০-৩০০ পরিবার মিলে কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন গঠিত হয়। একটি পরিবারের প্রধান বা ১৮ বছরের বড় কেউ সিবিও-এর সদস্য হতে পারবে। ১২ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে যেখানে অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকতে হবে। এই কমিটিতে দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাহী কমিটি গঠন প্রক্রিয়ায় ৫ জন উচ্চপদস্ কর্মকর্তা (প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সচিব, যুগ্ম সচিব ও

কোষাধ্যক্ষ) ও ৭ জন সদস্যের মাধ্যমে গঠন করতে হবে। এই সাত সদস্যের প্রত্যেকের দায়িত্ব বন্টন করে দেয়া হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কাউন্সিলর সিবিও-এর নির্বাহী কমিটিকে পরামর্শ দিবে। সিবিও কাউন্সিল মিউনিসিপাল কাউন্সিল কর্তৃক রেজুলেশন এর মাধ্যমে অনুমোদন করা হবে।

সিবিও গঠন প্রক্রিয়া ও সামাজিক কার্যক্রম

গুচ্ছভাবে বসবাসকারী ৩০-৫০ টি পরিবার থেকে ৩০-১০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে উঠান বৈঠক সংঘটিত হবে যেখানে নগরের সুশাসন ও সেবা কার্যক্রম উন্নতির জন্য জনঅংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সমন্ধে আলোচনা করা হবে। কমপক্ষে ৫টি উঠান বৈঠক করে ৫০ থেকে ২০০ জন এর উপস্থিতিতে এর সাধারণ সভার মাধ্যমে একটি সিবিও গঠিত হবে। ২০০-৩০০ পরিবারের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্ড বেশ কয়েকটি সিবিও গঠন করা হবে। নগরে সুশাসন প্রক্রিয়া ও অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক সিবিও মিলে নগর কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেশন গঠন করবে। সিবিও-এর নির্বাহী কমিটির সদস্যরা বিশেষভাবে ড্রেন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা, গৃহস্থালীর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ক্লিনিক্যাল ও বাজার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কমিউনিটির অবকাঠামো নির্মাণ তত্ত্বাবধান, রোড পরিস্কার, রাস্তার আলো ব্যবস্থাপনাসহ বিবিধ কাজ পরিচালনা করতে হবে।

সিবিও-এর মনিটরিং ও সুপারভিশন কার্যক্রম

সিবিও মেয়রের নির্দেশনায় চলবে। একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হবে যাতে কাউন্সিলরগণ স্বাস্থ্যকর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কর্মকতা, প্রকৌশল বিভাগ কর্মকতা ও সিবিও সদস্য থাকবে যাঁরা সিবিও-এর কাজ মনিটরিং করবে। শহর কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাঠকর্মী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করবে সিবিও-এর কাজ পরিচালনা করার জন্য। শহর কর্তৃপক্ষ সিবিও চলার জন্য অনুদান দিবে। মেয়র প্রতি ছয়মাস অন্তর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে সাধারণ সভা করবে যাতে উন্নয়ন ও সীমাবদ্ধতাগুলো যাছাই করা হবে। সিবিও-এর পরিকল্পনা মোতাবেক অবকাঠামোগত উন্নয়ন করার জন্য অনুদান দেওয়া হবে। সিবিও-এর দায়িত্ব হচ্ছে শহর কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। শহর কর্তৃপক্ষ সিবিও গঠনে সহায়তা করবে।

২. ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি

প্রকল্প ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করবে এবং উপ-প্রকল্পে ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করবে যাহা শহর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে হবে। স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলের নেতৃত্বে, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিই হবে এলাকার সমস্যা তুলে ধরার চালক। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি হবে এমন একটা সংগঠন যেখানে স্থানীয় সদস্যরা তাঁদের সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয়গুলো ভালভাবে তুলে ধরতে পারেন। ওয়ার্ড পর্যায়ের সমন্বয় কমিটি প্রতি তিন মাসে সভা করবে।

ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের মধ্যে কমিটি গঠন করা হবে যেখানে মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবেন। এ-ছাড়া বস্তি, সুশীল সমাজ বিভিন্ন পেশাজীবি সংস্থা/নাগরিক গোষ্ঠী, মহিলা, স্কুল-শিক্ষক থেকে প্রতিনিধি থাকবে। সদস্য সচিব মেয়র দ্বারা মনোনিত হবেন। সর্বমোট মহিলা সদস্য ৪০% হতে হবে। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি পৌরসভা কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হবে। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিতে মহিলা ও দরিদ্র সদস্যের উপস্থিতি ১০ এর বেশী হতে পারবে না যেখানে কমপক্ষে ৪ জন মহিলা ও ৩ জন দরিদ্র সদস্য থাকতে হবে। গতানুগতিক ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলের নেতৃত্বে গঠন করা হয় যেখানে আবশ্যক কোটা থেকে নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকেন।

সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, পেশাদার ব্যক্তি বর্গ ও দরিদ্রদের থেকে সদস্যগণ সদস্য হিসাবে থাকেন। একজন সহকারী প্রকৌশলী বা উপ-সহকারী প্রকৌশলী (মেয়র কর্তৃক নির্বাচিত) সদস্য সচিব হিসাবে থাকবেন। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি একটি কাউন্সিল সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শহর কর্তপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা হবে।

৩. নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিঃ

এমজিএসপি স্থানীয় অংশীদারকে ব্যবহার করবে উপ-প্রকল্পগুলো সনাক্ত, নকশা করা ও বাস্বায়ন করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে যা তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গসংস্থা। নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যা অন্যান্য স্থানীয় সরকার সংস্থা থেকে পৃথক। কারণ এর সদস্যবৃন্দ সরকারী, বেসরকারী ও স্থানীয় লোকজনের সমন্বয়ে গঠিত। এই সংস্থাটি পৌরসভা সংসদ হিসাবে পরিচিত যাহা মেয়রের তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

বস্তিবাসী থেকে অভিজাত এলাকার যে কেউ নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সদস্য হতে পারে। মেয়রের নেতৃত্বে নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠিত হবে যার সদস্য সংখ্যা ৫০ এর অনধিক হবে যা সকল কাউন্সিলর ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হবে। স্থানীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে জেলা প্রশাসক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমবায় মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তিবর্গ যেমন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও, নারী, শহরের দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন। নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি সদস্যদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ নারী হওয়া আবশ্যক যেখানে কমপক্ষে ২ জন মহিলাসহ সাত জন সদস্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

মেয়র ও কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত মিউনিসিপাল কাউন্সিল, তাদের কর্মকান্ডের জন্য নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। জনসাধারণ যাঁরা ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয় মেয়র ও কাউন্সিলরদের নির্বাচন করেছেন, তাঁরা জনগণকে জবাবদিহি করতে বাধ্য। নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি একটি কাউন্সিল রেজুল্যশনের মাধ্যমে মিউনিসিপাল কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন করা হবে।

৪. বিবাদ মীমাংসা কমিটি

পরামর্শ ও অভিযোগের সাহায্যে এলাকাবাসী বিবাদ মীমাংসা কমিটির কাছে তাঁদের মৌলিক অধিকার চর্চা করবেন। স্থানীয় সমস্যা ও অভিযোগ, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব, ব্যয় ও নির্মাণ গুণগতমান সম্পর্কিত অভিযোগ মোকাবেলায় এই প্রকল্পে নগর কর্তৃপক্ষ বিবাদ মীমাংসা কমিটি পর্যায়ে সমান আইনী আদালত হিসাবে কাজ করবে। প্রত্যেক নগরে একটি বিবাদ মীমাংসা কমিটি গঠন করা হবে যেখানে মেয়র প্রধান এবং প্রধান প্রকৌশলী সদস্য সচিব হিসাবে থাকবেন। সদস্য হিসাবে স্থানীয় প্রশাসন, স্কুল শিক্ষক, স্থানীয় এনজিও, নারী ও ওয়ার্ড মেম্বারগণ এলাকার কম্যুনিটি দল ও ষ্টেকহোল্ডারগণ প্রতিনিধিত্ব করবেন।

বিবাদ মীমাংসা কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হবেঃ

চেয়ারম্যান	১. নগর মেয়র
সদস্য সচিব	২. নগরের প্রকৌশল বিভাগের প্রধান
সদস্যবৃন্দ	৩. স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধি
	৪. স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক
	৫. স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি
	৬. সুশীল সমাজের প্রতিনিধি
	৭. মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর (নিজ নিজ)

স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও বা ডিসি) এর পরামর্শে মেয়র ৩, ৪, ৫ ও ৬ নং সদস্য মনোনিত করবেন। মেয়র বিবাদ মীমাংসা কমিটি গঠন করবেন এবং অর্থায়নের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, এলজিইডি, প্রকল্প পরিচালক, এমজিএসপি, বিএমডিএফ বরাবর আবেদন করবেন। বিবাদ মীমাংসা কমিটি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে বিবাদ ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি নির্বাচন করা হবে এবং নির্মাণ কাজ শুরুর আগে স্থানীয় জনগণকে অবহিত করা হবে।

ঘ. উপ-প্রকল্পের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার চক্র

১. উপ-প্রকল্পের চক্রপর্যায়

এলজিইডি, বিএমডিএফ ও নগর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্প নির্বাচন, নকশা তৈরী ও বাস্বায়নের জন্য তথ্য প্রচার, অর্ন্তভূক্তি, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকবেন। নগর কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে এলাকার জনসংশিষ্টতা, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে এবং কেন্দ্রিয় পর্যায়ে নগর কমিটি এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজের জন্য উপ-প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং সম্ভাব্য যাচাই ও সমীক্ষার পরে ৫ বছরের মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিক সামাজিক মূল্যায়ন সম্ভ্যবতা যাচাইয়ের সময় করা হবে এবং সামাজিক মূল্যায়নের ফলাফল অনুসারে প্রস্তুতি পর্বে সামাজিক প্রভাব নিরম্নপন করা হবে। সামাজিক প্রভাবের ফলাফল অনুসারে ভূমি অবিগ্রহণ এবং নির্মাণ কাজের পূর্বে প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের জন্য পনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে এবং তা এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর মাধ্যমে গৃহিত হবে। এই প্রক্রিয়াটি ২নং ছকে উপস্থাপন করা হলো। নিম্নরূপে উপ-প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূলধারায় কার্যকর হবেঃ

১.১ উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ- প্রকল্প চক্রের প্রাথমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ এবং সংযুক্তি নিশ্চিত করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে, পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে, তথ্য বিতরণ, প্রকল্পের সুযোগ, ষ্টেকহোল্ডারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং প্রকল্পের সময়সীমা অনুসারে পরিচালিত করা হবে। এলাকা পর্যায়ের উন্মুক্ত সভায় ওয়ার্ড পর্যায়ের অবকাঠামগত সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনার জন্য এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করবেন। নাজুক এবং বঞ্চিত এলাকাবাসী সহকারে সমগ্র এলাকাবাসী সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁরা অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য তাঁদের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করবেন। ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির সভায় এলাকার সমস্যাবলী তাঁদের অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা করা হবে। উপস্থাপিত সকল প্রস্তাবনা নগর কর্তৃপক্ষ-এর সমগ্র ওয়ার্ড থেকে একত্রিভূত করে নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির নিকট পর্যালোচনার জন্য জমা দেয়া হবে এবং এলাকার সুবিধা এবং অর্থের যোগানের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী প্রস্তাবনা বিবেচনা করা হবে। নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে প্রাথমিক বাছাই করবে যা পৌরসভা কাউন্সিল বিনিয়োগ প্রস্তাবনার জন্য গ্রহণ করবেন।

১.২ উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা- সংশ্লিষ্ট তালিকাভূক্ত উপ-প্রকল্প শ্রেণীভূক্ত করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষ সম্ভাবতা যাচাই সমীক্ষা এবং সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব নিরুপন, যেমন-অতিরিক্ত সরকারি বা ব্যক্তিপর্যায়ের জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া (স্বেচ্ছায় দান, সরাসরি ক্রয় বা আদান প্রদান বা অনৈচ্ছিক অধিগ্রহণ), জনগণের উচ্ছেদ সংশিষ্টতা এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠির উপর প্রভাব নিরূপণ করা হবে। পৌরসভা কমিটি সম্ভাবতা যাচাই সমীক্ষা পর্যালোচনা করবেন এবং মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা এর জন্য নির্বাচন করবেন। ৫ বছর মেয়াদী মুলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা হবে শহরের উন্নয়নের জন্য যা নগর কর্তৃপক্ষ এলাকার সম্পদের উপর নির্ভর করবে। বিনিয়োগের তথ্যসমূহ কাউন্সিলে গ্রহণ করার আগেই উন্মুক্ত স্থানগুলোতে প্রদর্শিত হবে এবং আদান প্রদান করা হবে নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি সদস্যদের সাথে আলোচনার জন্য কাউন্সিলে প্রদান করার পূর্বে।

প্রথম বৎসরের উপ-প্রকল্পগুলো: নগর কর্তৃপক্ষ-এর যে উপ-প্রকল্পগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয় থাকবে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ সেই প্রকল্পগুলোতে প্রথম বৎসরের জন্য বিনিয়োগ করবেন। এই উপ-প্রকল্পের সামাজিক মূল্যায়ন রিপোর্ট চূড়ান্ত মূল্যায়ন করার আগে পাওয়া যাবে।

১.৩ বিস্তারিত উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি- নগর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্পের সামাজিক মূল্যায়নের ফলাফল যাচাই বাছাই করবে এবং যেখানে প্রয়োজন সামাজিক প্রভাব যাচাই করা হবে (সংযুক্তি-৩) ও সাথে সাথে ব্যাপক আলোচনা করা হবে ষ্টেকহোল্ডাদের সাথে যেখানে সুবিধাভোগী, ক্ষতিগ্রস্ত ও অন্যান্য সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ চিহ্নিত করার জন্য। সামাজিক প্রভাব যাচাই-এর ফলাফল ও এলাকার ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনার মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের জন্য নকশা, আকার ও স্থান নির্বাচন করা হবে। সামাজিক প্রভাব যাচাই-এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, উপ-প্রকল্পের অংশ হিসাবে পূর্নবাসন (যেখানে প্রয়োজন) সহ প্রতিবেদন তৈরী করবে। সামাজিক প্রভাব যাচাই এবং পূর্নবাসন পরিকল্পনা তৈরীর সময় সামাজিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো অনুসরণ করা হবে।

১.৪ উপ-প্রকল্প মূল্যায়ন- বিএমডিএফ মূল্যায়ন করবে এবং এলজিইডি পর্যালোচনা করবে সেই সব উপ-প্রকল্প প্রস্াবনা যা অংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষ থেকে এসেছে। প্রস্াবগুলোর সামাজিক যাচাই ও পূর্নবাসন (প্রয়োজনে) ও মুল্যায়ন করবে।

এলজিইডি ও বিএমডিএফ উপ-প্রকল্পে সম্মতি প্রদানের জন্য পরামর্শদাতার সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য মাপকাঠি পর্যালোচনা করবেন। একক পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিএমডিএফ নগর কর্তৃপক্ষকে উপদেশ দিবেন উপ-প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধন করতে এবং পূনরায় জমা দিতে। অন্যদিকে এলজিইডি উপ-প্রকল্প পুন:মূল্যায়ন করবেন এমজিএসপি-এর মান অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। পয়োজনে মাঠ পর্যায়ের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে এলজিইডি ও বিএমডিএফ উপ-প্রকল্প অনুমোদন করবেন। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার শর্তে উপ-প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হবে।

১.৫ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন- সামাজিক নিরাপত্তাসহ সামাজিকভাবে প্রকল্প পরিচালনার শর্ত মেনে চলা হচ্ছে কি-না তা মনিটরিং করা হবে। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো ও প্রস্তাব মূল্যায়নের শর্তানুযায়ী উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না তা নগর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবেন। এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শ দাতা প্রকল্প তদারকি করবেন এবং এলজিইডি ও বিএমডিএফকে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সামাজিক সম্মতি নিশ্চিত করবেন।

১.৬ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

নগর কর্তৃপক্ষ-এর সাথে সম্ভাব্য অংশীদারত্বের ভিত্তিতে নগর কর্তৃপক্ষ ও সিবিও স্বাস্থ্যসম্মত পয়নিষ্কাষন ব্যবস্থা, গৃহের কঠিন বর্জ্য পদার্থ, পরিচ্ছন্নতা, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, বাজার ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ-এর দায়িত্ব নিবেন।

নকশা ২ঃ সামাজিক মূল্যায়ন ও ব্যবস্থাপনা ধারা

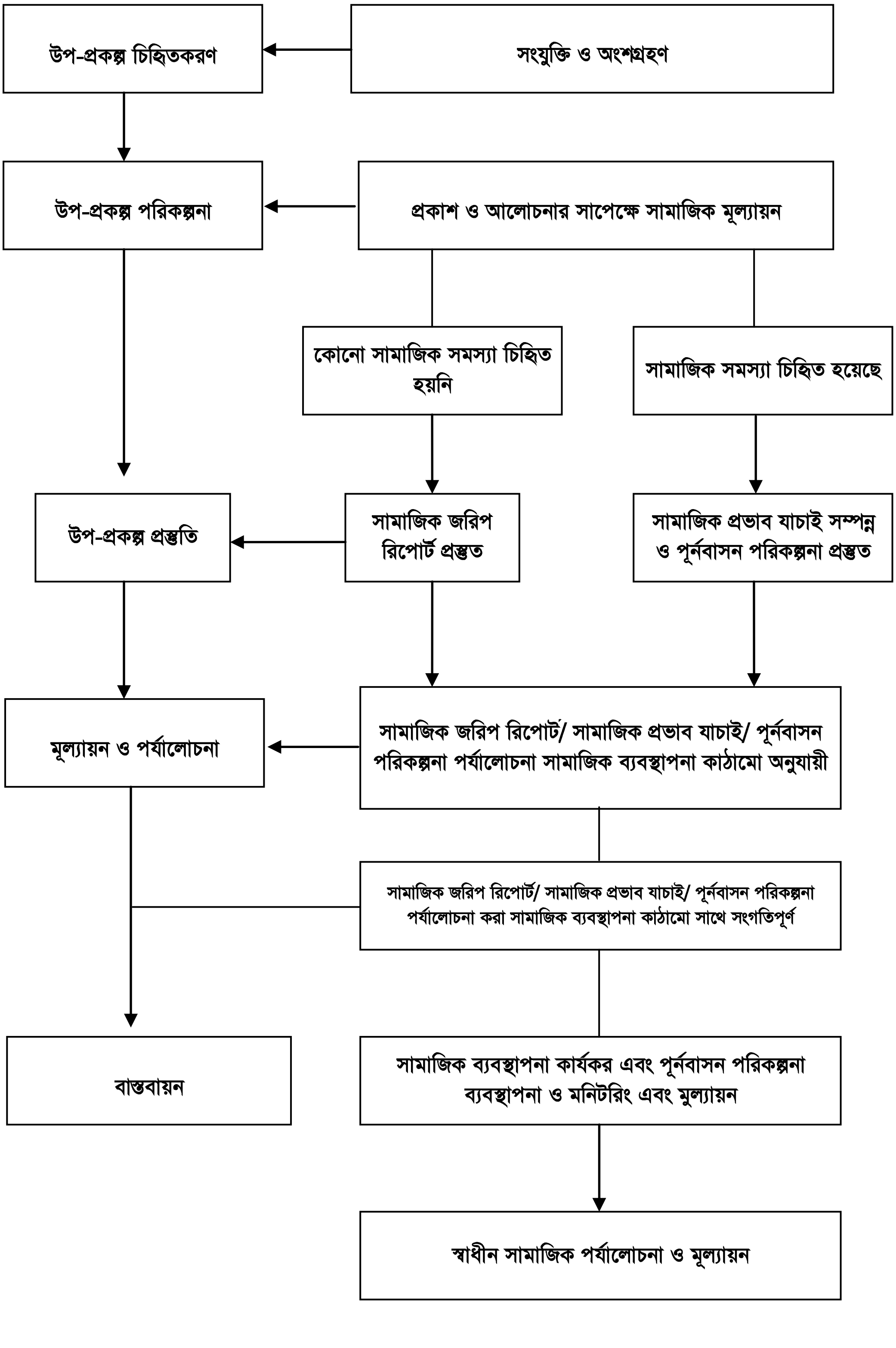

২. উপ-প্রকল্প চক্রের সময়সীমা

চিহ্নিত করার পর থেকে শেষ হতে উপ-প্রকল্পের ১০ থেকে ২৮ মাস সময় লাগবে এবং এটি নির্ভর করবে বিনিয়োগের পরিমানের উপর। সিবিওকে সংশ্লিষ্ট করে এক বৎসরের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর নজরদারি করা হবে। উপ-প্রকল্পের প্রত্যেক ধাপের মূল কাজগুলো সম্পন্ন হবে টেবিল-৩.১ এর নির্দেশিত সময় অনুযায়ী।

টেবিল ৩.১ঃ উপ-প্রকল্প সময়সূচি (সম্ভাব্য)

ক্রমিক নং	উপ-প্রকল্পের পর্যায়	সম্ভ্যাব্য সময়সূচি (মাস)	দায়িত্বে
০১	চিহ্নিত করণ	১.০	নগর কর্তৃপক্ষ
০২	সম্ভাব্যতা যাচাই	০.৫	নগর কর্তৃপক্ষ
০৩	মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা	১.০	নগর কর্তৃপক্ষ
০৪	উপ-প্রকল্প প্রস্তুত	০.৫	নগর কর্তৃপক্ষ
০৫	মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা	১.০	বিএমডিএফ/ এলজিইডি
০৬	বাস্তবায়ন	৬.০ - ১৮.০	নগর কর্তৃপক্ষ
০৭	কার্যক্রম ও রক্ষণাবেক্ষণ	১২.০	সিবিও/ নগর কর্তৃপক্ষ

৩. উপ-পকল্প বাস্তবায়নের বিস্তারিত সময়সূচি

নির্বাচিত ও অংশগ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসী ও পরামর্শদাতাকে সহযোগিতা করবেন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে। প্রকল্প পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে পরামর্শদাতা ও সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা/কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা সহযোগিতা করবেন এবং সিবিও, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠিত করবেন। সামাজিক উনয়নের বিস্তারিত সময়সূচি টেবিল ৩.২ এ দেয়া হলোঃ

টেবিল ৩.২ উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত সময়সুচি

ক্রমিক নং	সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	সময়সূচি	দায়িত্ব
ক.	প্রাথমিক পরিকল্পনা পর্যায়	২ মাস	
০১	পরামর্শক নিয়োগ	১ম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০২	সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তাকে জড়িত করা ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিকে সহযোগিতা করা	১ম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৩	নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও সিবিও গঠন করা (পাইলট নগর কর্তৃপক্ষ এর ক্ষেত্রে)	১ম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৪	ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান, স্থিতি বিন্যাস ও পাইলট নগর কর্তৃপক্ষ এর ক্ষেত্রে সিবিওকে ওরিয়েন্টেশন প্রদান	২য় মাস	নগর কর্তৃপক্ষ ও পরামর্শক
০৫	ওয়ার্ড পর্যায়ে তথ্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসুচী	২য় মাস	পরামর্শক
খ.	চিহ্নিতকরণ পর্যায়	১ম মাস	
০১	স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে এলাকাবাসীর সাথে উন্মুক্ত সভা এবং আলাদাভাবে মহিলা ও নাজুক জনগোষ্ঠির সাথে আলোচনা যা মূল নাগরিক সমস্যা ও অবকাঠামো সংক্রান্ত। উপজাতীয় গোষ্ঠী নির্ধারণ করা যদি থাকে এবং তাদের সাথে আলোচনা করা।	২য় মাস	এলাকাবাসী/ সিবিও / ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি

ক্রমিক নং	সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	সময়সূচি	দায়িত্ব
০২	নারী ও নাজুক সমাজের মূল অবকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে আলোচনা সম্পন্ন। ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রস্বিত অবকাঠামোর তালিকা তৈরী এবং জমা দেয়া নগর পর্যয়ের সমন্বয় কমিটিরর কাছ পরামর্শের জন্য।	২য় মাস	এলাকাবাসী/ সিবিও / ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির
০৩	উপ-প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ ওয়ার্ড পর্যায়ে পর্যালোচনা করা নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির মিটিং-এ। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নগররে সমন্বিত উপ-প্রকল্পগুলোর তালিকা প্রস্তুতি এবং বিনিয়োগের জন্য সুপারিশ করা	২য় মাস	নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, নগর কর্তৃপক্ষ পরামর্শক
০৪	বাস্তবতা যাচাই-এর জন্য উপ-প্রকল্পের তালিকা চুড়ান্ত করা	২য় মাস	মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল
০৫	অনুমোদিত তালিকা ওয়ার্ডসহ সকল পর্যায়ে জনগণের কাছে দেয়া	২য় মাস	নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও পরামর্শক
গ.	পরিকল্পনা পর্যায়	তিন মাস	
০১	সামাজিকভাবে যাচাই, সবার সাথে কথা বলে সকলের মতামত একসাথে করে বাস্তবতা যাচাই্-এর ফলাফল প্রদান	তৃতীয় মাস	নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, পরামর্শক ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি
০২	বাস্তবতা যাচাই এর ফলাফল পুন:যাচাই করা, উপ-প্রকল্পের অনুমোদন এবং বিনিয়োহ প্রস্বাব প্রস্তুতি	তৃতীয় মাস	মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল
০৩	সামাজিক যাচাই-এর রির্পোটি সম্প্রসারণ, সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন তৈরি এবং পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং বিনিয়োগের জন্য উপ-প্রকল্পের নকশা ও প্রস্তাবনায় অন্ ভুক্তকরন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস-এর নিকট উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব প্রদান।	চতুর্থ মাস	নগর কর্তৃপক্ষ ও পরামর্শক ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি/ সিবিও
০৪	বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা	চতুর্থ মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৫	উপ-প্রকল্পের অর্থের বিনিয়োগ প্রস্তাব সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোসহ পর্যবেক্ষণ করা এবং উপ-প্রকল্পের অনুমোদন বাস্তবায়ন করা	পঞ্চম মাস	বিএমডিএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থ্াপনা অফিস ও এলজিইডি ও ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক
০৬	উপ-প্রকল্পের নমুনায় সামাজিক সম্মতির বিষয়টি দেখা	পঞ্চম মাস	ব্যাংকটিম-এর কাজ
ঘ	বাস্তবায়ন পর্যায়	৬-১৮ মাস	
০১	দরপত্র আহবান	ষষ্ঠমাস	নগর কর্তৃপক্ষ ও পরামর্শক
০২	চুক্তি স্বাক্ষর এবং কাজের আদেশ দেওয়া	সপ্তম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৩	উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন কর্মশালা শুরু করা এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি কে ওরিয়েন্টশন দেওয়া	সপ্তম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ, ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক, নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি
০৪	কনস্ট্রাকশান কাজ শুরু এবং তদারকি	অষ্টম মাস	কন্টাকটর, নগর কর্তৃপক্ষ, ডিজাইন ও সুপারভিশন

ক্রমিক নং	সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম	সময়সূচি	দায়িত্ব
			পরামর্শক
০৫	বিবাদ মীমাংসা কৌশল কার্যকর করা	ষষ্ঠ মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৬	ভুমি অধিগ্রহন করা এবং পুর্নবাসন	ষষ্ঠ মাস	নগর কর্তৃপক্ষ
০৭	খন্ডকালিন মনিটরিং এবং গুনগত মান যাচাই	অষ্টম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ, ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক, নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, সিবিও
০৮	তৃতীয় পক্ষ সামাজিক যাচাই	বেজলাইন মিডটার্ম এবং এন্ড লাইন	তৃতীয় পক্ষের মনিটরিং ও মুল্যায়ন পরামর্শক
০৯	বাস্তবায়ন সমাপ্তি রিপোর্ট	উপ-প্রকল্পের সমাপ্তি	নগর কর্তৃপক্ষ ও পরামর্শক
ঙ	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়	১২ মাস	
০১	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিকল্পনা এবং বাজেট তৈরি	১৩ তম থেকে ২৫তম মাস	নগর কর্তৃপক্ষ, নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, সিবিও
০২	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের সময়ে সময়ে মনিটরিং	সময়ে সময়ে	
০৩	মিউনিসিপ্যালিটির সেবা ও অবোকাঠামোর কাজের নকশা ও মান নিশ্চিত করণ।	নির্মান কাজের পর	নগর কর্তৃপক্ষ, সিবিও, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি
০৪	সামাজিক যাচাই ও মূল্যায়ন	সময়ে সময়ে	তৃতিয় পক্ষ এমএন্ডই কলসালটেন্ট

ঙ. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক পুরো সময়ের জন্য একজন সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করবেন এবং নকশা, তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার জন্য বাইরের পরামর্শক সেবা ব্যবহার করবেন। এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর প্রযুক্তি সহায়তা বৃদ্ধি করবেন। নগর কর্তৃপক্ষ-এর উপ-প্রকল্পের জন্য প্রস্তুতিমূলক ও নকশার কাজে এবং ব্যাংকের নির্দেশিকা ও দেশের আইনী বিধান মোতাবেক এগুলো করা হবে। একজন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা প্রতিটি শহরে নিযুক্ত থাকবেন বা বর্তমান কর্মকর্তারা উপ-প্রকল্প চলাকালে অতিরিক্ত হিসাবে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বে থাকবেন। স্থানীয় নিয়মকানুনের ভিত্তিতে সামাজিক উন্নয়ন, ব্যাংকের নীতিমালা, সামাজিক বিষয় ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

ডিএমসি পরামর্শদাতা কাউন্সিলরগণ, নগর কর্তৃপক্ষ সদস্য ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি, সদস্যদের সামাজিক ব্যবস্থাপনা রূপরেখা ও এর দায়বদ্ধতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিবেন। এলজিইডি ও বিএমডিএফ

পরামর্শদাতাগণ একত্রে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার আগে ব্যাংক-এর সম্মতি নেবেন। প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খরচ প্রকল্পের অধীনে কম্পোনেন্ট-৩ এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

চ. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি জটিল কাজ কারণ বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অবিলম্বে এর সমাধান দিতে হয়। পর্যবেক্ষণের সময় হবে এবং এর মূল উদ্দেশ্য হবে কাজ-কর্ম পরিকল্পিতভাবে হচ্ছে কি-না তা দেখা, প্রয়োজনে কাজের বিষয়ে মতামত প্রদান করা, দিক-নিদের্শনা দেয়া, নির্দিষ্ট সময়ের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা, কি পরিমান কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা দেখা, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হবে কি-না তা মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভূক্তি, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, সামাজিক দায়-বদ্ধতা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপ-প্রকল্পের সক্ষমতা ও উদ্দেশ্যে পূনঃমুল্যায়ন করবে।

প্রকল্প নির্বাচিত ও অংশগ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষ দ্বারা বাস্তবায়িত এবং পৃথক নগর কর্তৃপক্ষ এলাকায় এলজিইডি ও বিএমডিএফ দ্বারা কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর সঙ্গে একটি প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি তদারকি সাপেক্ষে কাজ করবে। যদিও বিএমডিএফ অর্থমন্ত্রণালয়ের অধিনে তবুও স্থানীয় সরকার বিভাগ এলজিইডির মাধ্যমে ব্যাংকের সহযোগী হিসাবে প্রকল্প পর্যবেক্ষণ করবেন। এলজিইডি ও বিএমডিএফ উভয়ই অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থিত পর্যবেক্ষণ নিয়মের সমন্বয়ে গঠিত একটি পর্যবেক্ষণ নিয়ম চালু করবে। এলজিইডি ও বিএমডিএফ-এর প্রকল্প পরিচালক আইডিএ-এর জন্য এবং সরকারের বাস্বায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী করবেন।

সামাজিক ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য এই উপ-প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের ধাপ থাকিবে যাহা অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ, প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের প্রভাব নিরসনের জন্য কাজ করবে। অন্যান্য দায়িত ছাড়াও পরামর্শদাতা সামাজিক উন্নয়ন, ভূমি অধিগ্রহণ (প্রয়োজন হলে), পুর্নবাসনের কার্যক্রমে অগ্রগতি ও কর্মক্ষমতা নিরিক্ষণ করবেন ও কম্পিউটারে তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে প্রতিবেদন তৈরী করবেন। একটি স্বাধীন পরামর্শদাতা নিয়োজিত থাকবেন (কর্ম-পরিধি সংযুক্তি-৭) যিনি ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির অংশগ্রহণমুলক সামাজিক মনিটরিং-এর মাধ্যমে প্রকল্পের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন।

ছ. বাজেট

উপ-প্রকল্প চক্রে সামাজিক ব্যবস্থাপনায় বাস্বায়নকারী সংস্থাসমুহ ও পিআইইউ-এর ক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো কাজ হবে। এমএসপি এবং ইউজিআইআইপি এর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এটা বলা যায় যে, একটি প্রকল্প বাস্বায়নকালে জমি ক্রয়ের প্রয়োজন হতে পারে (সরাসরি ক্রয় অথবা অধিগ্রহণের মাধ্যমে) এবং স্থায়ী বা অস্থায়ী জনগণকে স্থানান্‌রিত করতে হয়। প্রকল্পের কাজে অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপুরণ প্রয়োজন হতে পারে অথবা তাদেরকে স্থানান্‌র করে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য জমির ব্যবস্থা করা, এই জন্যে কম্পোনেন্ট-১ এর অধীনে বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণ এবং কম্পোনেন্ট-১ ও ২ এর নগরের ক্ষমতা উন্নয়ন ও ক্ষতিগ্রস্‌ লোকদের পুর্নবাসন/জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর ৯.২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার রক্ষিত আছে (টেবিল-৩.৩)

বিশেষভাবে বিএমডিএফ এর অর্থায়নের অধীনে নগর কর্তৃপক্ষ অবকাঠামো উন্নয়নে জমির ব্যবস্থা করার জন্য দায়ী থাকবে হয় নিজস্ব মালিকানাধীন অথবা ঐচ্ছিক দান, ক্ষতিপুরণের জন্য দান, সরাসরি ক্রয় বা বিনিময় মাধ্যম হতে পারে। যে কোনো কাঠামোর ক্ষতি বা সম্পদের স্থানান্‌র নগর কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব সম্পদ

ব্যবহার করে সম্পন্ন করবেন। তবে প্রকল্প কম্পোনেন্ট-১ এর অধীনে নগর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামাজিক পরিচালনার ক্ষমতা উন্নয়ন, ক্ষতিগ্রস্দের স্থানান্র এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারে সহায়তা এবং বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

টেবিল-৩.৩: সামাজিক ব্যবস্থাপনার বাজেট (সম্ভাব্য)

সম্ভাব্য ক্ষতি ও প্রভাব	অনুযায়ী বাজেট (মার্কিন ডলার)		
	কম্পোনেন্ট-১	কম্পোনেন্ট-২	মোট
ভুমি অধিগ্রহণ	৬.২৫	-	৬.২৫
পুর্নবাসন এবং জীবিকা পুনরুদ্ধার	০.৬০	১.০০	১.৬০
ক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	০.১৫	০.৫০	০.৬৫
সামাজিক সংহতি, যোগাযোগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা	০.২৫	০.৫০	০.৭৫
সর্ব মোটঃ	৭.২৫	২.০০	৯.২৫

লিঙ্গ ও নাজুকতা বিশ্লেষণ

লিঙ্গ ও নাজুকতা বিশ্লেষণ সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন উপ-প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। সামাজিক বিশেস্নষণের কেন্দ্রবিন্দু হবে লিঙ্গ ও নাজুকতা যা বিশেষ করে বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা, খানা জরিপ করে সুনির্দিষ্ট অনুসন্ধান, সামাজিক সূক্ষ বিশেস্নষণ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করে তৈরী করতে হবে। পরিমানগত ও গুণগত বিশেস্নষণের মাধ্যমে লিঙ্গীয় অসামঞ্জস্য উপাত্ত সংবলিত বিষয়সমূহ বেরিয়ে আসবে যা লিঙ্গীয় নাজুকতা, বৈষম্য, চাহিদা, সীমাবদ্ধতা, অগ্রাধিকার ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। সেই সাথে লিঙ্গ ও নাজুকতা সম্পর্কিত অসম ঝকি, সুযোগ-সুবিধাসমূহ আছে কি-না বুঝতে হবে। সামাজিক বিশেস্নষণের উপর ভিত্তি করে সুনির্দিষ্ট কার্যসমূহ পরিকল্পনা করতে হবে এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। এই প্রকল্পটির ভিন্ন চক্রে লিঙ্গীয় মূলধারার বিষয়সমুহ অর্ন্তভুক্তিকরণ সহকারে প্রকল্পটি চলবে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন চক্রে নারী ও পুরম্নষের সমঅংশগ্রহণের মাধ্যমে লিঙ্গীয় সমতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

সামাজিক ও লিঙ্গীয় বিষয়সমূহ একত্রীকরণ

নগর কর্তৃপড়্গ সম্মত হবে উপ-প্রকল্পেরসমুহের মাধ্যমে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নতি, সামাজিকভাবে কার্যকর এবং লিঙ্গীয় বান্ধব হবে। উপ-প্রকল্পসমূহ পরিকল্পনা প্রস্তুতির ও নকশার ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপড়্গ যে সব দিকসমূহ বিবেচনা করবে তা হলঃ

১) উপ-প্রকল্পসমূহের পস্তাবসমূহে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক এবং লিঙ্গীয় বিষয়গুলো অর্ন্তভূক্ত থাকবে এবং বিদ্যমান নাগরিক পরিসেবাসমূহও বিবেচনায় নিতে হবে।

২) নাগরিক সমাজে মৌলিক নাগরিক সেবাসমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য ঘটছে এবং ঘটবে তার মূলকারণসমূহ স্থান, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ঠ্য এবং নারী পুরম্নষের প্রেক্ষিতে সনাক্ত করতে হবে।

৩) উপ-প্রকল্পসমূহ এমনভাবে সনাক্ত ও বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সে গুলো কার্যকরভাবে সামাজিক ও লিঙ্গীয় ইস্যুসমূহকে পরিচিত করে এবং এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে থাকবে সমতাভিত্তিক সুবিধাসমূহ বন্টনে।

৪) যে সব নাগরিক সম্প্রদায় আকারে বিশাল তাঁদের ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থাসমূহ এমনভাবে মূল্যায়ন করতে হবে যাতে নারী ও নাজুক গোষ্ঠীসমূহ উন্নত নাগরিক সেবা পেতে পারে।

৫) নারীসহ সকল সুবিধা ভোগীদের চিহ্নিত করতে হবে, যারা কমিনিউটিভিত্তিক সংগঠন গঠন করে নগরের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন, নগর কাঠামো তত্ত্বাবধায়ন ও পরিচালনার কাজে অংশগ্রহণ করবে।

পরিশিষ্ঠ-০২

<u>আলোচনা এবং অংশগ্রহণ</u>

ক. উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হবে শহর পর্যায়ে উপ-প্রকল্পের আওতাধীন স্থানীয় জনসাধারণ এবং অন্যান্য অংশীদারদের অবহিত করা, তাঁদের সাথে পরামর্শ করা, জড়িত করা, সহযোগিতা ও সমতা বিধান করা। উপ-প্রকল্প সনাক্তকরন, পরিকল্পনা, নকশা, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন পর্যায়ে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য পরামর্শ ও জনসাধারণের অংশগ্রহণ দরকার।

- সনাক্তকরণ- জনসাধারণকে উপ-প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাঁদের ভূমিকা ও চাহিদাগুলো সনাক্ত করা।
- পরিকল্পনা- স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রকল্প নকশাকরনে জনসাধারণের মতামতের প্রতিফলন ও গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী ও প্রক্রিয়া থাকবে, এবং বিরূপ প্রভাব চিহ্নিত করা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- বাস্তবায়ন- প্রত্যাশিত সুবিধাসমূহ সকল সুবিধাভোগীদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে, তন্মধ্যে খুব দরিদ্র ও নাজুক দল থাকতে হবে এবং কাজের গুণাগুন সবার কাছে সন্তোষজনক হতে হবে।
- পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন - উপকারভোগীদের সন্তুষ্টি এবং উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত ফলাফলসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে।

প্রাপ্ত ফলাফল-এর সাথে জনসাধারণের সম্পৃক্ততা মানে এই নয় যে তা তাঁদের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বরং এর সাথে প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ যা প্রকল্পের কর্মপরিধি ও লক্ষ্যের অন্তর্ভূক্ত তার সাথে জড়িত। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ছোট বড় সভার মাধ্যমে জনসাধারণ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের অর্ন্তভূর্ক্ত করে পরামর্শ ও আলোচনা করতে হবে। তা ছাড়া রেডিও সম্প্রচার ও অন্যান্য মিডিয়া পরবর্তীতে তথ্য প্রচারে ব্যবহৃত হতে পারে। সুবিধাভোগী ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়া পকাশ ও একত্রিত করার জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ভিত্তি হিসেবে থাকবে।

সনাক্তকরণ পর্যায়

প্রকল্প সনাক্তকরণ ওয়ার্ড পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে। সনাক্তকরণ পর্যায়ে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যসমূহ জনসাধারণ ও অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মাধ্যমে পৌঁছানো যেতে পারে। জনসাধারণকে উপ-প্রকল্পগুলেতে হস্তক্ষেপ যেমনঃ নীতিমালা, নির্দিশনায়, পলিসিসমূহ এবং প্রকল্পচক্রে অংশগ্রহণে ইত্যাদি সহায়তা করার ব্যাপারে সচেতন করা। এই প্রক্রিয়ায় উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণে অগ্রাধিকারের বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। যতটুকু সম্ভব সুবিধা প্রাপ্তরা এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সিদ্ধান্তগ্রহণে সম্পৃক্ত করতে হবে। উপ-প্রকল্পসমূহ সনাক্তকরণের ফলে কি কি বাড়তি সুবিধা জনসাধারণ পেতে পারে তা অবহিত করতে ও পরামর্শ দিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি সহয়তা করবে। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নথিভূক্ত করতে হবে।

উপ-প্রকল্প পরিকল্পনাকরণ ও ডিজাইন পর্যায়

উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সুবিধাভোগীদের মাঝে প্রচার করতে হবে যেন তাঁদের সচেতনতা, ভূমিকা ও দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার ধাপটি অবশ্যই সুবিধাভোগীদের সাথে কমপক্ষে দুটি ধাপে হতে হবে। প্রাথমিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং দ্বিতীয়ত চূড়ান্ত পর্যায়ে এটা ওয়ার্ড এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিসহ প্রকৌশলাদের যৌথ দায়িত্ব করতে হবে যেখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পরমর্শদাতারা সহযোগিতা

করবেন। স্বেচ্ছায় জমিদান, সরাসরি জমি ক্রয়, উচ্ছেদ ও অনিচ্ছুক জমি নেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী ও ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন লোকদের সাথে আলোচনা করা। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যকতামূলক। এই পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আর্থ-সামাজিক এবং আদমশুমারী করা প্রয়োজন। পরামর্শক অবশ্যই স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিসরকে বিবেচনা করবে যেটা উপ-প্রকল্পের সামাজিক মূল্যায়নের একটি অংশ।

বাস্তবায়ন পর্যায়

যদি প্রয়োজন হয় বাস্তবায়ন পর্যায়ের অংশ হিসেবে প্রভাবিত লোকজনদের সাথে সরাসরি আলোচনা করতে হবে। এই পরামর্শ হবে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সিবিও, ওয়ার্ড এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি প্রতিষ্ঠায়, বিদ্যমান ও সম্ভাব্য কৌশল অবলম্বন বা সম্পত্তির ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ, প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তিকে স্থানান্তর এবং সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ এবং জনগণের সম্পত্তি সম্পর্কে সুবিধাভোগীদের ভূমিকা কি হবে সে বিষয়গুলো নিয়ে।

খ. পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন পর্যায়

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীরা উপ-প্রকল্পের মধ্যবর্তী সময়ে এবং উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণ করবে। স্বাধীন সামাজিক পর্যালোচনাকারীরা পরামর্শ দিবে ও অংশগ্রহণ করবে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ও সিবিও ছাড়াও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করবে। জনসাধারণের প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপসমূহে অর্ন্তভূক্তি, যেমনঃ- অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং পুর্নবাসনের প্রভাবসমূহ, জীবিকার পুর্নরূদ্ধার এবং অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করে পরামর্শ দিতে হবে।

গ. আলোচনার তালিকা (চেকলিস্ট)

উপ-প্রকল্প চক্রে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এবং পর্যালোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে:

অবহিত করা	আলোচনা করা	যুক্তকরা	সহযোগিতা করা	ক্ষমতায়ন
লক্ষ্য	লক্ষ্য	লক্ষ্য	লক্ষ্য	লক্ষ্য
সুবিধাভোগীদের ভারসাম্যপূর্ন এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা, বিকল্প পদ্ধতি, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাধান বুঝতে সাহায্য করা	সিদ্ধান্ত এবং বিকল্প বিশেস্নষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে	সুবিধাভোগীদের আকাঙ্খা, সচেতনতা নিশ্চিত করার জন্য তাঁদের সাথে সরাসরি কাজ করতে হবে	প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের অংশীদারত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ, বিকল্প উন্নয়ন, সনাক্তকরণ এবং সমাধান উলেস্নখ করতে হবে	সুবিধাভোগীদের মাধ্যমে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
অঙ্গীকারবদ্ধ	অঙ্গীকারবদ্ধ	অঙ্গীকারবদ্ধ	অঙ্গীকারবদ্ধ	অঙ্গীকারবদ্ধ
সুবিধাভোগীদের জানাতে হবে	সুবিধাভোগীদের প্রত্যাশা এবং উদ্বেগের বিষয়ে শুনা	সুবিধাভোগীদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশা কিভাবে অর্ন্তনিহিত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল তা উপ-প্রকল্পের নকশার মাধ্যমে প্রতিফলিত এবং নিরূপন করা	সুবিধাভোগীদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ এবং পরিবর্তন সাধনে সহায়ক এবং তাঁদের পরামর্শ এবং সিদ্ধান্তসমূহ সর্বোচ্চ গুরত্ব দেওয়া	সুবিধাভোগীদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রকল্পকে বাস্তবায়ন করা
কৌশলসমূহ	কৌশলসমূহ	কৌশলসমূহ	কৌশলসমূহ	কৌশলসমূহ
• তথ্যপঞ্জী • অবহিতকরণ • উন্মুক্ত সমাবেশ • ওয়েবসাইট	• উন্মুক্ত মতামত • ফোকাস দল • জরিপ • জনসভা	• জনগণের সাথে আলোচনা/সিবিও • কর্মশালা	• অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্তগ্রহণ নাগরিক কমিটি (ওয়ার্ড ও নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি)	• নাগরিক আইনজ্ঞ • সিদ্ধান্তগ্রহণে বিকেন্দ্রীকরণ

পরিশিষ্ঠ-৩

<u>সামাজিক ফলাফল মূল্যায়ন ও পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ</u>

ক. গবেষণা পদ্ধতি ও ক্ষেত্র

এই প্রকল্প ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং জনগণকে স্থানচ্যুত করতে নিরন্নৎসাহিত করে। যা হোক উপ-প্রকল্পে বিনিয়োগের সময় জমি অধিগ্রহণ জনসাধারণকে স্থানচ্যুত করা দরকার হতে পারে যখন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্ধারিত হবে। পূর্বে যদি উপ-প্রকল্পের জন্য সামাজিক পর্যবেক্ষণ এবং সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ, জনগণকে স্থানচ্যুতকরণ অথবা জীবিকার ক্ষতি নির্ধারণ করা হয়,তাহলে নগর কর্তৃপড়্গা পুর্নবাসন পরিকল্পনা তৈরি করবেন।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন উপ-প্রকল্পের প্রস্তুতি থেকেই চলতে থাকবে যখন পরিকল্পনা পর্যায়ে সামাজিক পর্যবেক্ষণ সম্ভাব্য সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সনাক্ত করবে। সামাজিক প্রভাব মুল্যায়ন-এর প্রধান বিষয় হচ্ছে টেকসই বিকল্পগুলো সনাক্ত করা; সম্ভাব্য সামাজিক প্রভাবসমূহ সনাক্তকরা, যেমনঃ- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, স্থায়ী বা অস্থায়ী, বাহ্যিক শারীরিক বা অর্থনৈতিক এবং তাদের গুরুত্ব মূল্যায়ন; সর্বনিম্ন মূল্যে অভিবাসনের নকশা প্রণয়ন, পূর্নবাসন পরিকল্পনা তৈরী ও তদারকি মূল্যায়ন; প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং অর্থপূর্ণ জনপরামর্শ ও তথ্য প্রকাশ পদ্ধতি নিশ্চিত করা, সামাজিক উদ্বেগজনক বিষয়সমূহ যথাযথভাবে সুরাহা করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক বিশেস্নষণ অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। (১) আর্থ-সামাজিক বিশেস্নষণ; (২) জড়িতব্যক্তিদের বিশেস্নষণ; (৩) অনৈচ্ছিক পূর্নবাসন (জীবিকার ক্ষতির জন্য স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ক্ষতিপূরণসহ)।

সামাজিক বিশেস্নষণ ক্ষতি, ঝুঁকি, প্রশমন বা কমানোর সুপারিশসমূহ, প্রশমন ও পরিচালনার এবং প্রতিকুল সামাজিক প্রভাবসমূহ চিহ্নিত ও হিসাব করবেন। পূর্নবাসন পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন ভূমি অধিগ্রহণ, উচ্ছেদ এবং স্থানান্তরের ক্ষতিসমূহ প্রশমন করা যায়। ব্যবস্থাপনা এবং ক্ষতিপূরণ ও বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনরম্নদ্ধার করা যায়। পূর্নবাসন পরিকল্পনা আলোকপাত করবে সেইসব মানুষদের উপর যারা ভূমি অধিগ্রগহণ, স্থানান্তরের এবং প্রবেশাধিকার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ এবং তাদের বাহ্যিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিসমূহ প্রশমনের জন্য একটি প্রথাগত কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

খ. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুর্নবাসন বিষয়ক

যেখানে উপ-প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত জমি দরকার হবে এবং কার্যক্রমের ফলে মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থানচ্যুতি ঘটবে সেখানে অনৈচ্ছিক পূর্নবাসন বিষয়সমূহ প্রত্যাশিত/প্রত্যাশা করা যায়। যেখানে বিদ্যমান কোনো অবকাঠামোর সীমানা সম্প্রসারণ করা প্রত্যাশিত উন্নয়নের একটি অংশ সেখানে নগর কর্তৃপড়্গা ব্যক্তিগত এবং সরকারী জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশসমূহ অনুসরণ করবেন।

- <u>সরকারি জমি</u>ঃ যেখানে সরকারি জমি কোনো স্বচ্ছল ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অতিরিক্ত ব্যবহার রোধ করা আর্থ-সামাজিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ন, তখন নগর কর্তৃপড়্গা ও জনসাধারণ এই জমি দখলকারীকে জমি পরিত্যাগের জন্য রাজি করাতে হবে, নয়তো বিকল্প জমির সন্ধান করতে হবে যদি তাঁরা তা দিতে অস্বীকার করেন। যদি এই জমি গরীব বা নাজুক ব্যক্তির বসবাস বা জীবিকার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে নগর কর্তৃপড়্গা এবং সুবিধাভোগীরা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের গ্রহণযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পূর্নবাসনের বিকল্প ব্যবস্থা করবেন। তথাপি বর্তমান ব্যবহারকারী এই জমি কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই দখল ছাড়তে অস্বীকার করতে পারবেন। পূর্নবাসন পরিকল্পনা অবশ্যই ক্ষতিপূরণ এবং জীবিকা পুনরম্নদ্ধারের জন্য প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত হবে।

- <u>স্বেচ্ছায় দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জমি:</u> যদি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কম পরিমান জমিরও দরকার হয় তাহলে উপ-প্রকল্প সংশিস্নষ্ট জমির মালিককে অবহিত করবেন। যদি সে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমি দান করতে রাজি হন, তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতি শুধুমাত্র ছোট পরিমাণ জমির (এক শতাংশের কম) জন্য প্রযোজ্য হবে এবং নগর কর্তৃপড়্গা এটা নিশ্চিত করবেন যেঃ
  - এটা ঐচ্ছিক বা সেচ্ছায় দান
  - এই দানকৃত জমির উপর কোনো দায়দায়িত্ব নেই
  - এই জমি অসহায় বা সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিদের জীবিকাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না, যদি করে তাহলে নগর কর্তপড়্গা এবং জনগণ সংশিস্নষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন
  - ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা দানকারী এই প্রক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে অবগত থাকবেন (পরিশিষ্ট-৫)।
  - দাতা জমির উপর থেকে সকল দাবি এবং স্বত্ব ত্যাগ করবেন এবং তা গ্রহীতার কাছে দেশের বৈধ আইন অনুযায়ী হস্তান্তর করবেন।
  - স্মারক চুক্তি সই-এর মাধ্যমে এই দানসমূহ নথিভূক্ত করা হবে (পরিশিষ্ট-৩)।

- <u>সরাসরি ক্রয় বা বিনিময় বা ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জমি:</u> শহরে জনগণের কাছে জীবিকার ক্ষেত্রে জমি অনেক বেশি মূল্যবান। যেখানে জমির মালিকরা স্বচ্ছল এবং সংখ্যায় খুব নগন্য সেখানে অনিচ্ছুক দান অনেক বেশি কার্যকর হিসেবে দেখা হয়। অবকাঠামোতে অবদান যেমন রাস্তাঘাট, পয়ঃনিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে অনেক জমির মালিক সম্পৃক্ত হতে পারেন - যাঁদের অনেকেই প্রান্তিক ও অসহায় হতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে, নগর কর্তৃপড়্গা জমি কেনার প্রস্তাব দিতে পারবেন তবে সেটা ক্রেতা ও বিক্রেতার ইচ্ছার ভিত্তিতে অথবা জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অথবা সমপরিমান জমি বিনিময়ের মাধ্যমে জমি ছেড়ে দিতে পারেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে জমির মালিকগণ কোনো ভয়ভীতি ছাড়াই জমির দরদাম এবং জমি দান বা বিক্রয় করতে অস্বীকার করতে পারবেন।

- <u>উচ্চ ক্ষমতা ব্যবহারের করে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ:</u> ক্ষেত্র বিশেষে যেখানে ঐচ্ছিক দান অথবা সরাসরি ক্রয় সম্ভব নয় কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণের জন্য জমিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে তখন নগর কর্তৃপড়্গা আইনি উপায়ে এই জমি অধিগ্রহণ করতে পারবেন। অনৈচ্ছিক পূর্নবাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পূর্নবাসন নীতি (অপি ৪.১২) প্রযোজ্য করে থাকে এবং সে অনুযায়ী পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যতদ্রুত সম্ভব যথাসময়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

- <u>নিয়মতান্ত্রিক ব্যবহারকারীর বিদ্যমান জমি:</u> বিশেষ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ যেমন বাজার উন্নয়নে বিদ্যমান ব্যবসায়ীগণকে অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে যেখানে পূর্নবাসন পরিকল্পনাতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবে, যেমন: বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সনাক্তকরণ, নগর কর্তৃপড়্গা কর্তৃক তাঁদেরকে বিকল্প স্থানে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান অথবা নির্মাণাধীন সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, যতদিন না তাঁরা তাদের পূর্বের জায়গা ফিরে পাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে, সাধারণ জনগণের সাথে মুক্ত আলোচনা, ব্যবসায়ীদের সাথে বিশেষ আলোচনা করতে হবে যেখানে তাঁদেরকে তাদের স্থানান্তরের ও জীবিকা পূনরুদ্ধারের জন্য বিকল্প উপায় বের করতে হবে। ঐচ্ছিক অবদানের ক্ষেত্রে শহর কর্তৃপড়্গা:

  - জমির মালিক ও জনগণকে তাঁদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন করবেন

- অবদান যেন সত্যিই ঐচ্ছিক হয় তা যাচাই করবেন
- দানকৃত জমি বৈধ মালিকদের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন এবং এটা নিশ্চত করবেন যে, জমির কর সংক্রান্ত কিংবা মালিকানা নিয়ে কোন বির্তক নেই

গ. প্রভাব প্রশমনের উদ্দেশ্য

এই কাঠামোর নীতি ও নির্দেশাবলীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তি মালিকাধীন জমি এবং সরকারি জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত প্রভাবসমূহ এড়ানো বা কমানো; অনিবার্য ক্ষতিসমূহ প্রশমন করা এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান ও আয়-উপার্জন অথবা উৎপাদন ক্ষমতা প্রাক-প্রকল্প পর্যায়ে উন্নীত করা বা অন্তত পূনরুদ্ধারে সাহায্য করা। উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নগর কর্তৃপড়্গা নিম্নলিখিত কৌশলগত নির্দেশিকা মেনে চলবেন:

- যে সব সরকারি জমি আবাসিক এবং জীবিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় সেখানে ব্যক্তি বা পরিবারের স্থানচ্যুতি এড়ানো বা কখনো;
- নির্দেশবালী ও পদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে নিশ্চিত করতে হবে যে দানকৃত জমি সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক এবং সততা অবলম্বন করে কোন রকম অগ্রণযোগ্য ক্ষতি না করে গ্রহণ করা হয়েছে।
- যেখানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত জমি প্রয়োজন সেখানে সম্মিলিতভাবে ক্ষতির প্রভাব প্রশমনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে (ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি ড়্গাতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করবেন)

ঘ. প্রভাব প্রশমনের মূলনীতি

যেখানে অবকাঠামোগত কার্যক্রম ব্যক্তি বা পরিবারের উপর প্রভাব ফেলে যারা সরকারি বা ব্যক্তিগত জমিতে বাস করে সেখানে প্রভাব এড়ানোর জন্য বা কমানোর জন্য নগর কর্তৃপড়্গা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন:

- প্রতিকূল প্রভাব প্রশমনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নগর কর্তৃপড়্গা সবসময় যে সব ব্যক্তি/পরিবার যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাঁদেরকে রক্ষার চেষ্টা করবেন
- যেখানে প্রতিকুল প্রভাব একেবারেই অনিবার্য, সেখানে নগর কর্তৃপড়্গা আক্রান্ত ব্যক্তি বা পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা দিয়ে পূর্নবাসিত করবেন
- যেখানে সরকারী জমি ব্যবহারকারীদের স্থানচ্যুতি অনিবার্য সেখানে নগর কর্তৃপড়্গা তাদের জন্য কাছাকাছি কোনো সরকারী জমিতে পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করবেন
- যেখানে ব্যবসাচ্যুতি হবে, নগর কর্তৃপড়্গা তাদেরকে কাছাকাছি কোনো সরকারী জমিতে পূর্নবাসিত করবে যেন তাঁরা কর্মক্ষম থাকে ও উপার্জন না হারায়
- যেখানে ঐচ্ছিক দানের ব্যক্তি মালিকাধীন জমি পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে সরাসরি জমি ক্রয় করার চেষ্টা করবেন। যদি তা ব্যর্থ হয় তাহলে শেষ অবলম্বন হিসেবে জমি অধিগ্রহণ করবেন। পুর্নবাসন পরিকল্পনা এই সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এ উলেস্নখিত নির্দেশাবলী ও মূলনীতি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হবে। যেখানে সরকারি ও ব্যক্তি মালিকাধীন জমি ব্যবহার এড়ানো যায় নি। নগর কর্তৃপড়্গা পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবেন যখন উপ-প্রকল্পের অর্থের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তহবিল প্রাপ্তির পূর্বে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

ঙ. ক্ষতিপূরণ/সহায়তার জন্য যোগ্যতা

উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বারা সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার জন্য যোগ্য হবেন। সম্ভাব্য যোগ্য গোষ্ঠীগুলো হচ্ছে:

- ব্যক্তি মালিকাধীন জমির মালিক: সেই ব্যক্তি যার ক্ষতিগস্থ জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর বাড়িঘর তৈরি করা, গাছপালা লাগানোর উপর বৈধ অধিকার আছে। সাধারণত ক্ষতিপূরণ হিসেবে হারানো জমির প্রতিস্থাপন খরচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত হিসেবে অর্ন্তবর্তীকালীন ভাতা দিতে হবে যখন জমির ২০% এর বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে অথবা অবশিষ্ট জমি বর্তমানে ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত নয়।

- অবৈধ দখলকারী: ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ যাঁরা আইনত জমির মালিক নয় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে তাঁরা বসবাস, জীবিকার উদ্দেশ্যে ও নির্মাণকাজে ব্যবহার করছেন। অবৈধ দখলকারীরা জমির ক্ষতিপূরণ পাবে না কিন্তু কাঠামোগত ও সম্পত্তি ক্ষতির জন্য বিবেচিত হবেন। তাছাড়া প্রতিস্থাপন ও জীবিকা পুনরূদ্ধারের সহযোগিতার জন্যও বিবেচিত হবেন।

- দখলকারী: ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ যাদের জমির উপর কোনো বৈধ অধিকার নেই কিন্তু কৃষি বা অন্যান্য উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যের জন্য কোনো নির্মাণসহ বা ছাড়া অবৈধভাবে দখল করে আছেন। দখলকারীরা অবৈধ দখলকারীদের মত জমির ক্ষতিপূরণ পাবে না কিন্তু কাঠামোগত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের জন্য বিবেচিত হবেন। তাছাড়া প্রতিস্থাপন ও জীবিকা পূনরুদ্ধারের সহায়তার জন্যও বিবেচিত হবেন।

- ভাড়াটে/লিজধারক (সরকারী বা ব্যক্তিগত জমি): ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ যাঁদের ভূমির উপর কোনো বৈধ অধিকার নেই কিন্তু কৃষিকাজ, বসবাস ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তা ইজারা বা লিজ নিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ হবে এক বছরের মোট উৎপাদিত ফসলের প্রতিস্থাপন মূল্য (কৃষি জমির জন্য) অথবা অবশিষ্ট ইজারা পর্যন্ত যেটা বেশি হয় বাণিজ্যিক ও আবাসিক জমির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন মাসের সমপরিমান ভাড়া অথবা অবশিষ্ট ইজারার সময় পর্যন্ত যেটা বেশি হয়।

- ভাড়াটেদের ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোসমূহ: ব্যক্তি বা পরিবারবর্গ যারা আবাসিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো ভাড়া নিয়েছেন। ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন মাসের সমপরিমান ভাড়ার টাকা ও ভাতা হিসেবে স্থানান্তর করার এবং বিকল্প ভাড়া বাসস্থান খোঁজার ভাতা পাবেন।

- বাজরের ব্যবসায়ীগণ: ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিক এবং পরিচালকরা স্থানচ্যুতি হবে যখন একটি মার্কেটের পূর্নবাসন ও উন্নতির কাজ চলবে। স্থায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রত্যেক সদস্যকে ছয় মাসের আয় অথবা ভাড়ার সমপরিমান অর্থ প্রদান করা হবে। অস্থায়ী ব্যবসা স্থানান্তর বা ব্যবসার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রতিদিনের ব্যবসার আয়ের সমান অর্থ অথবা বিকল্প ব্যবসার স্থান খুঁজে দিতে হবে। অব্যাহত আয়ের জন্য মার্কেট নির্মাণের পর উচ্ছেদকৃত ব্যবসায়ীদেরকে মার্কেটের কর্নার অথবা দোকানের সাথে পুনরায় বরাদ্দ দিতে হবে।

চ. ক্ষতিপূরণ/ সহায়তার নীতিমালা

ক্ষতিগ্রস্থ বাজার পছন্দের উপর নির্ভর করে নগর কর্তৃপড়্গ তার জন্য আর্থিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার বিবেচনা করতে পারেন। নগর কর্তৃপড়্গ-কে সময় মত স্বচ্ছ উপায়ে চুক্তিবদ্ধ ক্ষতিপূরণ/সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে প্রদান করতে হবে:

- প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে একই মানের উপাদনশীল জমির সমপরিমান অর্থ ধরা
- প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে বর্তমান হিসেবে বাড়ি/কাঠামোর খরচ এর সাথে নির্মাণ ব্যয় যোগ করা হবে। বাড়ির উপকরনের অবচয় ও অপচয় ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে

- যে-সব গাছপালা কাটা পড়বে তার সাম্প্রতিক বাজার মূল্য ধরা হয় (অবিকৃত গাছের মালিকানা একই থাকে)।
- অন্যান্য গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরন
- নগদ টাকা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদান

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন খরচের অংশ জেলা প্রশাসক (ডিসি) প্রদান করবেন ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী। নগর কর্তৃপড়া দ্বারা নির্ধারিত ও এলজিইডি দ্বারা অনুমোদিত ক্ষতিপূরণ যদি প্রতিস্থাপন খরচ হতে কম হয়, তাহলে অবশিষ্ট পরিমান ক্ষতিপূরন নগর কর্তৃপড়া জমির মালিককে প্রদান করবেন।

ছ: আলোচনা

প্রকল্পের আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয় করা হবে যেখানে দ্বিমুখী যোগাযোগ কৌশল অবলম্বন করে প্রকল্প সম্পর্কিত সকল তথ্য, সমর্থন ও ক্ষতিপূরণের প্রস্তাবসমূহ প্রদান করা হবে। তাছাড়া প্রকল্পের সুবিধাসমূহ ও নির্দিষ্ট কার্যকলাপের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ভূমি (বৈধ অথবা অবৈধ) ব্যবহারকারীদের সাথে প্রকল্প পরিকল্পনায় প্রাথমিক ধাপে আলোচনা সম্পন্ন করবেন। যে সকল ভূমি প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা হবে সে সকল ভূমির সহজলভ্যতা, অবস্থান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। যেখানে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে উপজাতি গোষ্ঠি ও মহিলারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন সেখানে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় জনসাধারণের সাথে আলোচনা প্রক্রিয়া পরিশিষ্ঠ-২এ আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নগর কর্তৃপড়া আলোচনার সময়, তারিখ, স্থান এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়সহ বিস্তারিত বিবরণ সিদ্ধান্তের মধ্যে উলেস্নখ করবেন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির ও নগর কর্তৃপড়োর যৌথস্বাক্ষরিত কাগজ সরবরাহ করবেন। স্বাক্ষরিত সকল কাগজসমুহ নগর কর্তৃপড়া সংরক্ষণ করবেন এবং এলজিইডি এবং বিএমডিএফ ও বিশ্বব্যাংক দ্বারা পর্যালোচনা করা হবে।

জ. ভূমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া

নগর কর্তৃপড়া পরামর্শক ও অভ্যন্তরীণ সহায়তায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব তৈরি করবে যেখানে প্রয়োজনীয় জমির পরিমানসহ সঠিক অবস্থান চিহ্নিত থাকতে হবে। যখন ঐচ্ছিক দান অথবা সরাসরি ক্রয়ের প্রস্তাব ব্যর্থ হবে তখনই ভূমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের মধ্যে জমির পরিকল্পনাসহ তফসিলি মানচিত্রে উপ-প্রকল্পের নকশা, জমির পরিমান নির্ণয়সহ তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক নথিসহ জেলা প্রশাসক (ডিসি)-এর ভূমি অধিগ্রহণের ধারা অনুযায়ী প্রদান করবেন। ডিসির ভূমি অধিগ্রহণ ধারা অনুযায়ী নগর কর্তৃপড়া-এর পক্ষে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। ডিসি অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ মূল্যায়ন করে বাজার মূল্য ভূমি ও সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং বাজার মূল্য অনুযায়ী ৫০% পারিতোষিকসহ ক্ষতিপূরণের বাজেট প্রস্তুত করবেন। যাই হোক, আবেদিত তহবিল নগর কর্তৃপড়া ৬০ দিনের মধ্যে ডিসির কাছে ন্যস্ত করবেন। ডিসি ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য অন্য ৬০ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে এক বছর সময় লাগতে পারে।

ঝ. উপ-প্রকল্পের জন্য পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

নগর কর্তৃপড়া ক্ষতির তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্থ লোকের শুমারি করে কাঠামোগত ক্ষতিপূরণ ও সহায়তার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করবেন। প্রকল্প কাজ চলাকালীন স্থায়ী অথবা অস্থায়ী স্থানচ্যুত ব্যবসায়ীদেরকেও শুমারীর অর্ন্তভূক্ত করা হবে। শুমারীর শেষ দিনই ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন সহায়তার তালিকা তৈরি করতে

হবে। অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার এবং নগর কর্তৃপড়্গা যৌথভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির যাচাই করবেন যাহা এআরআইপিও -১৯৮২ এর ধারা -৩ এর মোতাবেক করা হবে।

নগর কর্তৃপড়্গা, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি এবং ভূমির মালিকরা যৌথভাবে ভূমির প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণ করবেন যার ভিত্তি হবে একই অথবা পাশাপাশি এলাকার জমির ধরন, উৎপাদনশীল জমি এবং ব্যবহার যোগ্যতা, সাম্প্রতিক লেনদেনের উপর, দালানকোঠা, গাছপালা ইত্যাদিসহ অন্যান্য সম্পত্তির মূল্য নির্ধারিত হবে স্থানীয় বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে। নগর কর্তৃপড়্গা নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি-এর সভার মূল্যহার পর্যালোচনা করে কাউন্সিল রেজুলেশন অনুযায়ী অনুমোদন করবেন। মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া সংযোজনী-৩ তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন অনুসরন করে ডিসি অফিস থেকে সরবরাহকৃত ক্ষতিগ্রস্থদের শুমারি এবং যৌথ পর্যালোচনা উপাত্ত অনুযায়ী নগর কর্তৃপড়্গা উপ-প্রকল্পের জন্য পূর্নবাসন পরিকল্পনা তৈরি করবেন। একটি আদর্শ পূর্নবাসন পরিকল্পনাতে নিম্মলিখিত তথ্যসমুহ লিপিবদ্ধ থাকবে। সরকারি ও ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে প্রাপ্ত জমির পরিমান, ক্ষতি বা লোকসান এবং জমির মালিকদের সংখ্যা ও তাঁদের ক্ষতির ধরনের বিস্তারিত তথ্য, স্থানচ্যুতি কমানোর বিকল্প উপায়সমুহ, আইন ও নীতির ব্যবহারিক কাঠামো পর্যালোচনা, প্রশমন ব্যবস্থা এবং তার ম্যাট্রিক্স, বিস্তারিত বাজেট, সময়সূচী, বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা ইত্যাদি। পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটিসহ অন্যান্য সিবিওদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে। সংযুক্তি-৩ তে পূর্নবাসন পরিকল্পনা তৈরীর যোগ্যতা ও ম্যাটিক্স-এর রূপরেখা দেওয়া আছে।

নগর কর্তৃপড়্গা প্রকল্পের প্রভাব এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির তালিকা, তাদের সাথে প্রশমনের ব্যবস্থার যে আয়োজন করা হয়েছে তা যাচাই করে নথিভুক্ত করবেন।

ব্যক্তিগতভাবে ঐচ্ছিক জমি দানকারী এবং সরাসরি ক্রয়ের নথিসমুহ উপযুক্ত প্রমাণসহ নথিভুক্ত করবেন এবং এলজিইডি বা বিএমডিএফ, বিশ্বব্যাংকসহ প্রকল্পে আগ্রহী অন্যদের যাচাইয়ের জন্য উম্মুক্ত রাখতে হবে।

ঞ. পূর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

নগর কর্তৃপড়্গা উপ-প্রকল্পের পূর্নবাসন পরিকল্পনা (যেখানে প্রযোজ্য) পর্যালোচনা এবং নিজ নিজ নির্বাহী সংস্থা (এলজিইডি বা বিএমডিএফ) থেকে অনুমোদনের জন্য অগ্রসর হবে। নগর কর্তৃপড়্গা প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ পূর্নবাসন পরিকল্পনা বিশ্বব্যাংকের নিকট পর্যালোচনা ও অনুমতির জন্য দাখিল করবেন। বিশ্বব্যাংক, এলজিইডি ও বিএমডিএফ হতে প্রাপ্ত পূর্নবাসন পরিকল্পনা অনুমোদনের পর সকল পরামর্শক, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী যেমন, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার এবং তত্ত্বাবধায়কগণ তা বাস্তবায়ন করবেন। প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য পৃথক প্রদত্ত অর্থ প্রদানের পরিকল্পনা তৈরি করবেন। তা ছাড়া প্রশমন পরিকল্পনাও তৈরি করবেন যার অন্তর্ভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন যা নগর কর্তৃপড়্গা নথিভুক্ত করে রাখবেন ভবিষ্যতের অনুসরনের জন্য। সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী সকল বিবৃতি ও চুক্তিসমুহ কার্যকর করা হবে ঐচ্ছিকভাবে প্রদান করা জমি, সরাসরি ক্রয় অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত জমি গ্রহণ করার আগে এবং জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশের আগে।

পরিশিষ্ট-৩ .ক

ফরম ২: ঐচ্ছিক ভূমিদানের ফরম:

ঐচ্ছিক ভূমিদান

তিনশত টাকার (৩০০) ষ্ট্যাম্পের উপর

১. ঐচ্ছিক দানের এই দলিল তৈরি হয়.......... দিনের........... মধ্যে জনাব/বেগম.............. পিতা/স্ত্রী...................... বয়স........... পেশা........... বাসিন্দা................. । এখানে একটি অংশকে বলা হয় “বৈধ মালিক” । এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে তার বৈধ প্রতিনিধি, উত্তরাধিকার, ব্যক্তিগত বা উত্তরাধিসূত্রে পাওয়া মনোনীত প্রতিনিধি এবং আরো অনেককে অর্ন্তভূক্ত করা হবে।

এবং

জনাব/বেগম.............. পিতা............... বয়স.......... পদবী............... এখানে বলা হবে “গ্রহীতা” যেটির শর্তাবলী উলেস্নখ্য যাকে এবং এরপক্ষে ....সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পলস্নী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় অপর অংশ এবং এর মাধ্যমে অর্ন্তভূক্ত হবে অফিসিয়াল উত্তরাধিকারীগণ, মনোনীত ও অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরা ইত্যাদি।

২. বাস্তবিক জমির অবস্থানসহ বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

জায়গার বিস্তারিত বিবরণ	
মৌজা	
মহল্লা	
রোড়	
কহর কর্তৃপক্ষ	
আইনগত মালিক	
মালিকের নাম	
পিতা/ স্বামীর নাম	
বয়স পেশা বসবাসের স্থান	
লিঙ্গ	
জমির তথ্য/ কাঠামো	
জমির বিবরণ	
পরিমাণ	
স্থান	
উত্তরের সীমানা	
দক্ষিণের সীমানা	
পশ্চিমের সীমানা	
পূর্বের সীমানা	

নোট: বিস্তারিত ম্যাপ স্কেলসহ সংযুক্ত করা হল।

৩. যেহেতু বৈধ মালিক সরাসরি জমির উপর নির্দিষ্ট মূল্যের উপর হস্তান্তর যোগ্য অধিকার রাখে।

৪. যেহেতু বৈধ মালিক স্বাক্ষ্য দেয় যে জমির সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং অন্যান্য দাবী/দাবিদারদের বিষয় নয়।

৫. যেহেতু বৈধ মালিক এখানে স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন যে জমি/কাঠামো সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোনো পকার চাপ ব্যতীত সম্পূর্ণ করেন এবং আরো সম্পূর্ণ করেন যে, এই জমি হতে তাঁর সকল প্রকার অধিকার বিনামূল্যে এবং ইচ্ছাকৃত সমর্পিত। দানকৃত এই জমি নগর কর্তৃপক্ষের নিকট নিয়ম অনুসারে হস্তান্তর হবে প্রকল্প কাজের চুক্তি করার পূর্বে।

৬. যেহেতু গ্রহীতা দানকৃত জমির উপর অবকাঠামো তেরী করবেন এবং সংলগ্ন জমি/কাঠামো/ অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষতি এড়ানোর জন্য সর্তকতা অবলম্বন করতে এবং জমির প্রকৃত মালিককে পুরো প্রতিস্থাপন খরচ ও সম্পদের ক্ষতিপূরণসহ জীবিকা পূনরম্নদ্ধার পূর্নবাসনের দায়-দায়িত্ব বহন করে।

৭. উভয় পক্ষ সম্মত হয় যে, সম্পত্তিতে নির্মিত সকল কাঠামো ও উন্নয়ন জনগণের জন্য হবে।

৮. এই চুক্তির বিধিবিধানসমূহ এই স্বাক্ষরের তারিক থেকে কার্যকর হবে।

মালিকের সই		খাজনা গ্রহণকারীর স্বাক্ষর	
মালিকের নাম		খাজনা গ্রহণকারীর নাম	
তারিখ		তারিখ	
সনাক্তকারী			
১.			
২.			
স্বাক্ষীর নাম			

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতির স্বাক্ষর	
ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতির নাম	
মেয়রের সই	
মেয়রের নাম	
ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সই	
ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নাম	
স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধির স্বাক্ষর	
স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধির নাম	

পরিশিষ্ট-৩.খ

বাজার মুল্য জরিপের প্রস্তাবিত পদ্ধতিসমূহ

প্রস্তাবিত ক্ষতিপূরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, নগর কর্তৃপড়া পরামর্শকগণের সহায়তায় বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য জরিপ করে আনিত জমি, বাড়ি/কাঠামো এবং অন্যান্য স্থান্তারযোগ্য ও অস্থান্তরযোগ্য সম্পত্তির মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করবেন।

সব ধরনের জমি

জরিপের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে অধিগ্রহণকৃত জমির গুণাগুন/মান বের করা হবে। গুণাগুন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে। বর্তমান ব্যবহার, উৎপাদিত ফসলের আতিশায্য ও ফসলেরে মান, বিদ্যমান সড়ক থেকে প্রবেশযোগ্যতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ঠ যা জমির বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করে। নিম্নলিখিত তিন ধরনের উত্তরদাতাদের নিয়ে জরিপ পরিচালনা হবেঃ

- নির্দিষ্ট কোনো মৌজা এবং তার আশেপাশের অন্য কোনো মৌজা যেখানে উপ-প্রকল্প রয়েছে সেখানে থেকে দৈবচয়িত নমুনায়ন পদ্ধতিতে ১০-১৫ জন জমির মালিককে জরিপ করা।
- উপরিউক্ত মৌজা এবং তার আশেপাশের মৌজা থেকে কিছুসংখ্যক সাম্পতিক জমির ক্রেতা ও বিক্রেতা পাওয়া যাবে, তাদেরকে অর্ন্তভূক্ত করা;এবং
- ঐ সকল মৌজা বা তার আশেপাশের মৌজার অর্ন্তভূক্ত জমিগুলোর দলিল লেখক, যারা সাক্ষাৎকারে আগ্রহী. যতবেশি পাওয়া যায় এবং ভূমি নিবন্ধন কার্যালয়ে, যিনি সম্প্রতি ঐ মৌজা বা আশেপাশের মৌজা নিয়ে চুক্তি সম্পাদন করেছেন, তাদেরকে জমির প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে হবে যেটা দলিলে লেখা নেই। জমির বাজার মূল্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হবে।
- তিন ধরনের উত্তর দাতা থেকে প্রাপ্ত জমির গড়মূল্যের বিচ্যুতি যদি ১০% বা তার কম হয় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে এবং জমির বর্তমান মূল্য ঐ গড়মূল্যের উপরই নির্ধারণ হবে।
- কোনো ক্ষেত্রে যদি বিচ্যুতি ১০% এর বেশি হয় তাহলে জমির বর্তমান মূল্য ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিক ও অন্যান্য মালিক স্থানীয় নেতা সিবিও/এনজিও ইত্যাদির সাথে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। প্রতিস্থাপন খরচ হবে বাজার মূল্য এবং নিবন্ধন খরচ অথবা ষ্ট্যাম্প শুল্কের সমমূল্য। নিবন্ধন খরচ বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হবে।

বাড়ি ও অন্যান্য নির্মিত কাঠামো

প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারিত হবে নির্মাণাধীন বিভিন্ন উপকরণ, শ্রম এবং অন্যান্য খরচের বর্তমান স্থানীয় বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্মাণাধীন বিভিন্ন উপকরন, যেমনঃ ইট, সিমেন্ট, ইস্পাত, বালি, বাঁশ, কাঠ, জিআইশিট। ছাদের উপকরন যেমনঃ- খড়, গোলপাতা ইত্যাদি এবং শ্রম নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করতে হবেঃ

- স্থানীয় বাজারগুলোতে পাঁচ বা তার বেশি বিক্রেতা/নির্মাতার সাথে বিভিন্ন ধরনের উপাদানের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে জরিপ করে।
- বাড়ি/কাঠামো প্রতিস্থাপন খরচ উপাদানের প্রত্যেক ধরনের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন উদ্ধৃত মূল্যের উপর ভিত্তি করে হবে।
- শ্রমের বর্তমান বাজারদর বিভিন্নদরদাতাসহ স্থানীয় ঠিকাদার এলজিইডি উপজেলা প্রকৌশলী অথবা স্থানীয় নির্মাণ শ্রমিকদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

অন্যান্য যে কোনো ধরনের প্রতিস্থাপন খরচ উপাদানসমূহ শ্রম ইত্যাদির বর্তমান মূল্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে। নগর কর্তৃপড়্গা যাহা এবং যেখানে প্রয়োজন হবে এলজিইডির উপজেলা প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরামর্শক কারিগরী সহায়তার উপকরন এবং নির্দিষ্ট কাঠামোর জন্য শ্রমিকের সংখ্যা নির্দিষ্ট করবেন।

গাছ এবং অন্যান্য অপূরনীয় সম্পদ

গাছের বর্তমান মূল্য নির্ধারিত হবে (ক) প্রকৃত বর্তমান মূল্য (খ) বর্তমান বয়স, জীবনকাল, উৎপাদন ক্ষমতা এবং উৎপাদনের বর্তমান বাজার মূল্যের উপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন ধরনের গাছের বাজার মূল্য পাঁচ বা তারও বেশি স্থানীয় কাঠ ও জ্বালানি ব্যবসায়ীদের দেওয়া নিয়ন্ত্রক মূল্য জরিপের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। গাছের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ একজন ব্যবসায়ীর দেওয়া সর্বোচ্চ দামে নির্ধারিত হবে। অন্যান্য সকল অপূরনীয় সম্পদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ স্থানীয় বাজারের বিক্রেতা/ব্যবসায়ীদের জরিপ করে তাদের নিয়ন্ত্রক দামের উপর ভিত্তি করে হবে।

ফল এবং অন্যান্য শস্য

ফল এবং অন্যান্য শস্যের ক্ষতিপূরণ ফসলের মূল্যে নির্ধারিত হবে। বিভিন্ন রকমের ফল এবং শস্যের ফসলের মূল্য স্থানীয় বাজারের ৭-১০ জন বিক্রেতার একটি নমুনা থেকে সংগ্রহীত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফল এবং শস্যের ক্ষতিপূরণ ব্যবসায়ীদের দেওয়া সর্বোচ্চ মূল্যে নির্ধারিত হবে। বাজার মূল্যের জরিপ যখনই প্রয়োজনীয় অধিগ্রহণকৃত জমি (বা অন্যান্য উপায়ে প্রাপ্ত জমি) সনাক্ত করা হবে তখনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করতে হবে। নগর কর্তৃপড়্গা ক্ষতিগ্রস্থ সম্পত্তির প্রতিস্থাপিত খরচ এবং বাজার মূল্য নথিভুক্ত করবেন এবং এলজিইডি/বিএমডিএফ এবং আইডিএ যখন পর্যালোচনার জন্য বলবেন তখনউ উপস্থাপন করতে হবে।

ক্ষতিপূরণ এবং আইনগত প্রাপ্তির ছক

ছক নং	ক্ষতির ধরন	প্রয়োগ	যে ব্যক্তি পাবেন	ক্ষতিপূরণ
১	আবাদী জমি (ব্যক্তিগত ও সরকারী)	খামারের[১] ২০% এর কম জমি হারানো। অবশিষ্ট জমি অর্থনৈতিক ভাবে উপযুক্ত	স্বত্বাধিকারী (ব্যক্তিগত)	• প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে জমির জন্য নগদ টাকা ক্ষ্তাতিপূরণ
		২০% এর বেশি জমি হারানো অথবা ২০%এর কম কিন্তু অবশিষ্ঠ জমি অর্থনৈতিকভাবে অনুপযুক্ত হয়ে পড়া	স্বত্তাধিকারী (ব্যক্তিগত)	• প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে নগদ টাকা • জমি থেকে প্রাপ্য এক বছরের নগদ টাকার সমতুল্য ভাতা ।
			ভাড়াটে/ ইজারাদার (ব্যক্তিগত/ সরকারী)	• এক বছরের উৎপাদিত মোট ফসলের সমপরিমান নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ অথবা ভাড়াটে চুক্তির অবশিষ্ঠ সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ এর মধ্যে যেটির পরিমাণ বেশি
			কৃষি জমি (ব্যক্তিগত/ সরকারী)	• বিকল্প কর্মসংস্থাপন পেতে ৬ মাস এর মজুরিসহ সহায়তার সমতুল্য নগদ টাকা
			অবৈধ দখলদার (ব্যক্তিগত/ সরকারী)	• স্থানান্তরের সহায়তার জন্য জমি থেকে প্রাপ্ত এক বছরের নগদ টাকার সমত্বল্য
২	বাণিজ্যিক / আবাসিক জমি(সরকারী ও ব্যক্তিগত)	২০%এর কম জমি হারিয়েছে এবং অবশিষ্ঠ জমি বর্তমান ব্যবহারের জন্য উপযূক্ত	স্বত্বাধিকারী (ব্যক্তিগত)	• প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে টাকা ক্ষতিপূরণ • প্রতিস্থাপন সহায়তা হিসেবে ম্যাট্রিক্র ৩ এর অধীনে চুক্তি করা • মৌলিক উপযোগসমূহ যেমন পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন,বিদ্যুৎ ইত্যাদির পুনঃনির্মাণ
		ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ ২০% এর বেশি অথবা ২০% এর কম কিন্তু অবশিষ্ঠ জমি ক্রমাগত ব্যবহারের জন্য অঞ্চলবিভাজন আইন অনুযায়ী নূণ্যতম ব্যবহারের চেয়েও ছোট	স্বত্বাধিকারী (ব্যক্তিগত)	• প্রতিস্থাপন খরচ হিসেবে নগদ টাকা • স্থানান্তরের সহায়তার জন্য জমি থেকে প্রাপ্ত এক বছরের নগদ টাকার সমতুল্য • প্রতিস্থাপন সহায়তা হিসেবে ম্যাট্রিক্র ৩ এর অধীনে চুক্তি করা • মৌলিক উপযোগসমূহ যেমন পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বিদ্যুৎ ইত্যাদির পুনঃনির্মাণ

৯. একটি এলাকায় নগর কর্তৃপড়া দ্বারা অধিষ্ঠিত ভূমি বলতে বোঝায় উপ-প্রকল্পের দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ জমি এবং অন্যস্থানে এ ব্যক্তিদ্বারা অধিষ্ঠিত কোনো জমি এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

ম্যাট্রিক নং	ক্ষতির ধরন	প্রয়োগ	যে ব্যক্তি পাবেন	ক্ষতিপূরণ
			ভাড়াটে/ইজারা ধারক(ব্যক্তিগত/ সরকারী)	• তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য নগদ টাকায় অথবা ভাড়াটে/ ইজারা চুক্তির অবশিষ্ঠ সময়ের জন্য ক্ষতিপূরণ এর মধ্যে যেটির পরিমাণ বেশি
৩	অধিকৃত জমির উপর কাঠামোসমূহ অথবা প্রকল্পের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান জমি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পরিত্যাগ করা।	কাঠামোসমূহ আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ঠ কাঠামোসমূহ উপযুক্ত	জমির বৈধ দাবিদার অথবা জমির বৈধ দলিলসহ ইজারাদার	• ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর অংশের জন্য নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য নির্দিষ্ঠ সম্পত্তির জন্য প্রতিস্থাপন খরচ এবং • অবশিষ্ঠ কাঠামো পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা • মেরামত ভাতা হিসেবে সর্বনিম্ন ২০% ক্ষতিপূরণ
			অবৈধ দখলদার	• ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর অংশের জন্য নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ • স্থানান্তর /স্থানবদলের ভাতা • স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ঐ এলাকায় একই কাঠামোর তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য
			ভাড়াটে	• তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য নগদ টাকা • স্থানান্তর/স্থানবদলের ভাতা • বিকল্প ভাড়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা
			অনধিকার প্রবেশকারী	• উৎখাতের জন্য প্রারম্ভিক বিজ্ঞপ্তি • উৎখাত, স্থানান্তর এবং ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো মেরামতে কারিগরী পরামর্শ • প্রয়োজন হলে উৎখাতকালে ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো মেরামতের জন্য অর্থপ্রদান • স্থানান্তর/স্থানবদলের ভাতা যদি প্রয়োজন হয় • স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ঐ এলাকার একই কাঠামোর তিনমাসের ভাড়ার সমতুল্য
		সম্পূর্ণ কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া অথবা যেখানে	জমির বৈধ দাবিদার অথবা জমির বৈধ	• স্থানান্তর খরচ হিসেবে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো এবং স্থায়ী প্রয়োজনীয় সম্পদ, যেমন পানির কুয়া, বিদ্যুৎ ও

ম্যাট্রিক নং	ক্ষতির ধরন	প্রয়োগ	যে ব্যক্তি পাবেন	ক্ষতিপূরণ
		কাঠামোসমূহ এমনভাবে আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ যে তা ক্রমাগত ব্যবহারের অনুপযুক্ত	দলিলসহ ইজারাদার	পানির সংযোগ ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ কোনোরূপ হ্রাস ছাড়া নগদ টাকা; • স্থানান্তর/স্থানবদলের ভাতা • স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ঐ এলাকায় একই কাঠামোর তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য
			ভাড়াটে	• ক্ষতিপূরণ হিসেবে তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য নগদ টাকা • স্থানান্তর/স্থানবদল ভাতা • বিকল্প ভাড়া বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে সহায়তা করা
			অবৈধ দখলদার	• ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর জন্য নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ • স্থানান্তর /স্থানবদলের ভাতা • স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ঐ এলাকায় একই কাঠামোর তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য • ধ্বংস ও উচ্ছেদের জন্য প্রারম্ভিক বিজ্ঞপ্তি • ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর ধ্বংস বা মেরামতের জন্য কারিগরী সহায়তা
			অনধিকার প্রবেশকারী	• উৎখাতের কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে প্রারম্ভিক বিজ্ঞপ্তি • উৎখাত, স্থানান্তর এবং মেরামতের জন্য কারিগরী সহায়তা • প্রয়োজন হলে উৎখাতকালে ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামো মেরামতের জন্য অর্থপ্রদান • স্থানান্তর/স্থানবদলের ভাতা • স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ঐ এলাকার একই কাঠামোর তিনমাসের ভাড়ার সমতুল
		ক্ষতিগ্রস্থ মহিলা প্রধান পরিবার	পরিবারের প্রধান মহিলা (আইনগত অথবা আইনগত অধিকার ছাড়া অবৈধ দখলদার এবং অনুপ্রবেশকারী)	• মহিলা প্রধান পরিবারের ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর জন্য অতিরিক্ত হিসেবে ৩ মাসের পরিবারের অত্যাবশকীয় খরচের জন্য আর্থিক সহয়তা প্রধান

ম্যাট্রিক নং	ক্ষতির ধরন	প্রয়োগ	যে ব্যক্তি পাবেন	ক্ষতিপূরণ
৪	স্থানচ্যুতির কারণে ব্যবসা/আয় অথবা কর্মসংস্থানের ক্ষতি	ব্যবসা/আয় রোজগার কর্মস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী ক্ষতি	আক্রান্ত ব্যক্তি সমূহ (আইনগত মালিক /আইনছাড়া)	• ক্ষতিগ্রস্থ কর্মচারীদের পূনঃ নির্মিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি অথবা পুণরায় চাকরি অথবা ব্যবসা শুরু করার প্যাকেজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান • স্থায়ীভাবে ব্যবসা, আয় ও মজুরির ক্ষতির জন্য স্থানান্তর ভাতা হিসেবে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের প্রতি সদস্যকে আয়/মজুরির ছয় মাসের সমতুল্য প্রদান • অস্থায়ী স্থানান্তর এবং ব্যবসার ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে বন্ধের সময়ের মজুরির সমতুল্য অথবা আয় অব্যাহত রাখার জন্য বিকল্প ব্যবসার স্থান বের করা • বাজারের মূল ব্যবসায়ীদেরকে ভবন নির্মাণের পর মার্কেটের এক পাশে অথবা ভবনে পুনরায় বরাদ্দ
৫	ক্ষতিগ্রস্থ জমির শস্য	ভূমি অধিগ্রহণ বা অস্থায়ী অধিগ্রহণ/সংলগ্ন শস্য ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া	ক্ষতিগ্রস্থ শষ্যের মালিক (আইনগত মালিক /আইনছাড়া)	• বাজার মূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ হিসেবে নগদ টাকা
৬	ক্ষতিগ্রস্থ জমির গাছপালা	গাছপালা নষ্ট হওয়া	ক্ষতিগ্রস্থ গাছের মালিক (আইনগত মালিক /আইনছাড়া)	• ক্ষতিগ্রস্থ গাছের ধরন,বয়স এবং উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব করে ক্ষতিপূরণ হিসেবে নগদ টাকা
৭	সরকারি কাঠামোর ক্ষতি	কাঠামো যেমন বিদ্যুৎ ও পানি সরবারাহ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র,সরকারী পানির ট্যাংক ইত্যাদি	সংশিস্নষ্ট সংস্থাসমূহ	• ক্ষতিগ্রস্থ কাঠামোর সংশিস্নষ্ট সংস্থাকে প্রতিস্থাপন অথবা পুনঃস্থাপন খরচ হিসেবে নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ
৮	অপ্রত্যাশিত ক্ষতি	যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে	যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে	• নীতিগত কাঠামোর উদ্দেশ্যে পূরণের লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা

পরিশিষ্ঠ-৩.ঘ

পূর্নবাসন পরিকল্পনার রূপরেখা

পূর্নবাসন পরিকল্পনা

প্রকল্পের পটভুমি	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত ভুমিকা, আইনগতভাবে নগর কর্তৃপড়্োর অধিকৃত প্রকল্পের ও এলাকাসমুহের বর্ণনা, প্রকল্প উপদানসমূহ, জমি অধিগ্রহণ ও পুর্নবাসনের বর্ণনা, জমি অধিগ্রহণ ও পুর্নবাসনের সংযোগসমুহ, প্রতিকুল প্রভাবসমুহ এড়ানোর জন্য বিকল্প উপায় সমুহের বর্ণনা।
আদমশুমারী ও আর্থ-সামাজিক জরিপ	সকল প্রকার ড়্যাতিগ্রস্থ ব্যক্তির ও তাদের নাজুকতা সনাক্তকরণ, সকল ধরনের প্রভাব সমুহ, যেমন, সম্পত্তি ও সম্পদের ক্ষতি, জীবিকার ক্ষতি, নির্দিষ্টগোষ্ঠীর ও জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব, সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব, ইত্যাদি সনাক্তকরন। প্রকল্পের ফলে লিঙ্গভিত্তিক প্রভাব ও এর নাজুকতা এবং বিশেষ সহায়তা যা প্রদান করা হবে তার বিবরণ।
অংশগ্রহণ ও পরামর্শ	সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর প্রকাশ এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা পরিবারবর্গের সাথে বিবাদ মীমাংসা ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ করা।
আইনি ও নীতিগত কাঠামো	ক্ষতিপুরণের জন্য আইনী কাঠামোর বিশেস্নষণ, প্রযোজ্য আইনী ও প্রশাসনিক পদ্ধতি, স্থানীয় আইন এবং বিশ্বব্যাংকের পুর্নবাসন নীতির মধ্যে বৈসাদৃশ্য বের করে সেতুবন্ধন তৈরী করা।
ক্ষতিপুরণের দাবিদারগণ	এই সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো হতে গৃহিত নীতি ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষতিপুরণ ও পুর্নবাসন ব্যবস্থা করা হবে তার বর্ণনা।
স্থানান্তর ও জীবিকা পুনরূদ্ধার	জীবিকা উন্নতিকরন অথবা পুনরূদ্ধার এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে গৃহিত কার্যক্রমসহ পুর্নবাসনস্থলের বর্ণনা।
অভিযোগ প্রতিকার কৌশল	ড়্যাতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং জনসাধারণ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও অভিযোগসমুহ সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা।
পুর্নবাসন বাজেট	ক্ষতির ধরন এবং ক্ষতিপুরণ/সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী পুর্নবাসন বাজেট । বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির জন্য নির্দিষ্টহারে ক্ষতিপুরণ এবং স্বত্ত্বাধিকারীসহ ড়্যাতিগ্রস্থ ব্যক্তি/পরিবারের উন্নয়ন। অর্থের প্রবাহ ও বিতরন পদ্ধতি।
বাস্তবায়ন চুক্তি	পুর্নবাসন কার্যক্রমের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ, বিশেস্নষণ, সম্পত্তির মুল্যায়ন ও মূল্যনির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের সময়সুচী।
পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন	ব্যক্তিগত পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস এবং নগর কর্তৃপড়্াসহ জড়িত প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বর্ণনা

সংক্ষেপিত পূর্নবাসন পরিকল্পনা

প্রকল্পের পটভুমি এবং প্রভাবসমুহ	প্রকল্প হস্তক্ষেপ, প্রতিটি কাজের জন্য জমি নিরূপন (নগর কর্তৃপক্ষা,ব্যক্তিগত ও সরকারী জমি), প্রকৃত সাংস্কৃতিক সম্পদ, ক্ষাতিগ্রস্থ ব্যক্তির আদমশুমারী এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মুল্য নির্ধারণ।
আইনী ও নীতিগত কাঠামো	ক্ষতিপূরণের জন্য আইনী কাঠামোর বিশেস্নষণ, প্রযোজ্য আইনী ও প্রশাসনিক পদ্ধতি, স্থানীয় আইন এবং বিশ্বব্যাংকের পুর্নবাসন নীতির মধ্যে বৈশাদৃশ্য বের করে সেতুবন্ধন তৈরী করা।
ক্ষতিপুরণের দাবিদারগণ	এই সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো হতে গৃহিত নীতি ও নির্দেশাবলী অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষতিপুরণ ও পুর্নবাসন ব্যবস্থা করা হবে তার বর্ণনা।
অংশগ্রহণ ও পরামর্শ	গ্রহণযোগ্য বিকল্পের সন্ধানে স্থানচ্যুত ব্যক্তি/ পরিবারবর্গের সাথে আলোচনার বিবরণ।
অভিযোগ প্রতিকার কৌশল	ক্ষাতিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং তাঁদের জনসাধারণ থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও অভিযোগসমুহ সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা।
বাজেট বাস্তবায়নসূচী	ক্ষতির ধরন এবং ক্ষতিপুরণ/সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী পুর্নবাসন বাজেট বাস্তবায়নের সময়সুচী।
পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন	ব্যক্তিগত পর্যালোচনা এবং প্রতিবেদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস এবং নগর কর্তৃপক্ষাসহ জড়িত প্রক্রিয়ার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার বর্ণনা।

পরিশিষ্ট-৪

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবস্থাপনা নির্দেশনা

১.পটভূমি

সামাজিক মূল্যায়ন অনুযায়ী নির্বাচিত এবং অংশগ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষগুলোতে স্বল্পসংখ্যক উপজাতি সম্প্রদায় থাকতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমুহ ও নগর কর্তৃপক্ষতে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রকল্পের কারণে নগর কর্তৃপক্ষতে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের উপর নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর জন্য প্রকল্প বর্জনের মত সিদ্ধান্তও নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে প্রকল্প বরং তাদের উন্নয়নের দিকে সুবিধাসমুহ প্রসারিত করতে ইচ্ছুক। যাই হোক, উপজাতীয় লোকদের সর্বোচ্চ সুবিধা বাড়ানোর জন্য নিম্মলিখিত নির্দেশাবলী প্রয়োগ করা হবে যা বিশ্বব্যাংকের উপজাতি সম্প্রদায়ের পরিচালনাগত নীতি (ওপি-৪.১০) অনুসরণ করে যেখানে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের এলাকাসমুহ উপজাতি সম্প্রদায় দ্বারা অধ্যুষিত। একটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনা (টিপিপি) প্রস্তুত করা হবে উপ-প্রকল্পসমুহের জন্য উপজাতি সম্প্রদায় থেকে সুবিধাভোগীদেরকে নিয়ে।

২. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

উপ-প্রকল্প এলাকাসমুহের উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতির উপর নির্ভর করে নগর কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত কৌশলগত উদ্দেশ্য নিয়ে উপ-প্রকল্প প্রস্তুত করবেন:

- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব এড়ানোর জন্য উপ-প্রকল্পের হস্তক্ষেপ ও ক্ষেত্রসমুহ নির্বাচন করতে হবে।
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে স্বাধীন, প্রয়োজনীয় এবং পূর্বঅবগতভাবে পরামর্শ করতে হবে যেখানে উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে উপজাতি জনগোষ্ঠীও রয়েছে।
- উপ-প্রকল্পের এলাকাসমুহে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য প্রকল্পের সুবিধাসমুহ যেন সহজ লভ্য/সুলভ হয়।
- এটা নিশ্চিত করতে হবে উপজাতি জনগোষ্ঠীরা যেন উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণ, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে।
- যেখানেই সম্ভব উপজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে কোনো সুযোগকে শক্তিশালী ও বর্ধিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. উপজাতি জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ

যদিও বাংলাদেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত তবুও নগর কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমুহ যাচাই করে আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করবেন:

- একটি স্বতন্ত্র উপজাতীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে আত্বপরিচয় এবং অন্যদের দ্বারা এই পরিচিতিকে স্বীকৃতি প্রদান।
- উপ-প্রকল্প এলাকাতে ভৌগলিকভাবে স্বতন্ত্র বসতি বা বংশগত এলাকা এবং ঐসব বসতি ও এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে সমষ্টিগতভাবে সংযুক্তি রয়েছে।
- প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক পতিষ্ঠান যা প্রভাবশালী সমাজ এবং সংস্কৃতি হতে আলাদা;এবং

- একটি নিজস্ব ভাষা যা কোনো দেশ বা অঞ্চলের দাপ্তরিক ভাষা হতে সম্পুর্ণ আলাদা।

৪. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ কৌশল

একটি স্বাধীন, প্রয়োজনীয় এবং পুর্বঘোষিত পরামর্শ হবে এমনকি যখন পরামর্শের প্রয়োজন হবে তখন নগর কর্তৃপড়া উপজাতি জনগোষ্ঠীকে উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় জমি এবং প্রত্যাশিত সুবিধাসমুহ ও প্রতিকুল প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য দিবে। নগর কর্তৃপড়া নিশ্চিত করবে যে, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি-তে উপজাতি জনগোষ্ঠীর উপস্থিতিতে ওয়ার্ডগুলোতে উপজাতি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকবে। পরামর্শদান সহজতর করার লক্ষ্যে নগর কর্তৃপড়া নিম্নোক্ত বিষয়সমুহ বিবেচনা করবেঃ

- উপ-প্রকল্প নির্বাচন, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপজাতি পরামর্শদানের জন্য একটি সময়সূচী তৈরী করবে এবং তাঁদেরকে এমনভাবে পরামর্শ প্রদান করবে যেন এরা তাদের মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

- উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ছাড়াও উপজাতীয় সংগঠনসমুহ, সম্প্রদায়ের প্রবীন/নেতা এবং যথাযত লিঙ্গীয় ও বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করা; সামাজিক সংগঠনসমুহ, যেমন, এনজিও এবং উপজাতি সংক্রান্ত জ্ঞান রাখে এমন গোষ্ঠীদের সাথে কথা বলতে হবে।

তাছাড়া, বিকল্প উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও অবস্থান নির্বাচনে আলোচনায় প্রতিকুল প্রভাব সম্পর্কে ঐক্যমত হবে এবং যদি প্রভাব এড়ানোর কোনো উপায় থাকে, সেই সাথে অতিরিক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমসমুহের পরিকল্পনা করতে হবে যা উপ-প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হবে। এটি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় যোগান দিবে। নগর কর্তৃপড়া এসব আলোচনা সভার সিদ্ধান্তসমুহ লিপিবদ্ধ রাখবে এবং বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আগ্রহী গোষ্ঠী বা ব্যক্তির জন্য সহজ লভ্য করবেন।

৫. উপজাতির জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ

একটি উপজাতির জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে নিম্মলিখিত ধাপসমুহ অনুসরণ করতে হবেঃ

- উপ-প্রকল্প এলাকাতে উপজাতীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সামাজিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে অথবা উপ-প্রকল্প এলাকায় সমষ্ঠিগত সমন্বয়সাধন করতে হবে।
- সামাজিক মুল্যায়নের উপর নির্ভর করে উপ-প্রকল্প এলাকায় উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক বেইজ লাইন ডাটাবেইজ তৈরী করতে হবে।
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য আইন ও নীতি সমুহের পর্যালোচনা করতে হবে।
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর নেতিবাচক প্রভাবসমুহ দুর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর বসতি উন্নয়নের জন্য এলাকাসমুহ চিহ্নিত করতে হবে এবং তাঁদের কাছে উপ-প্রকল্পের সুবিধাসমুহ বিশেস্নষণ করতে হবে।

প্রকল্পের কাজের চুক্তি সম্পাদনের পুর্বে উপজাতির জন্য পরিকল্পনা স্থানীয়ভাবে এবং তথ্যবুথে প্রকাশ করতে হবে।

উপজাতির জন্য পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে, সম্ভাব্য প্রতিকুল প্রভাবসমুহ পরিহার এবং বিদ্যমান সুযোগসমুহ পুর্নবহাল ও প্রচার করা, উপজাতির জন্য পরিকল্পনা মুলতঃ উপজাতি প্রোফাইল এবং বেইজ লাইন তথ্যাবলী, আলোচনা ও পরামর্শের কৌশল, সবিধাসমুহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক এবং একটি পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়নের পরিকল্পনাসহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে উপজাতির জন্য পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা দেওয়া হলঃ

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের রূপরেখা	
বেইজ লাইন ও উপজাতি প্রোফাইল	বেইজলাইন তথ্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট, সামাজিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ভুমির অধিকার, সাধারণ সম্পত্তিতে প্রথাগত অধিকার, স্থানীয় মুলস্রোতধারার মানুষ, পেশা, ভাষাগত দক্ষতা, পোষাক পরিচ্ছদের সাথে সম্পর্ক, ইত্যাদি।
অংশগ্রহণ কৌশল	আলোচনার পদ্ধতি ও সময় এবং অংশগহণকারীগণ হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের নেতা, প্রবীন, সম্প্রদায়ভিত্তিক উপজাতি সংগঠনসমুহ, এনজিও, সাধারণ প্রতিনিধি এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া।
উপ-প্রকল্পের সুবিধাসমুহ ও বদ্ধিতকরন এলাকাসমুহঃ	উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য উপ-প্রকল্পের সুবিধাসমুহসহ যে সব এলাকাতে সুবিধাসমুহ বর্ধিত করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করা।
বর্ধিতকরণ ব্যবস্থাসমুহ ও কার্যক্রম	উপজাতি সম্প্রদায়ের পছন্দ ও প্রাধান্যসমুহ চিহ্নিত করা এবং তাদের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করে বর্ধিতকরনের ব্যবস্থাসমুহের উন্নতি সাধন করা।
বাস্তবায়নের ব্যবস্থা	বর্ধিতকরনের ব্যবস্থাসমুহ যেমন, নগর কর্তৃপড়্গা, উপজাতি সম্প্রদায়, পরামর্শকদের সময়সুচী, মুল্যস্থির নির্ধারণসহ অর্থের উৎস ইত্যাদি বাস্তবায়নের দায়িত্বসমূহের বিশদ বিবরণ।
পরিবাক্ষণ ও মূল্যায়ন	উপজাতি সম্প্রদায়, পরামর্শকগণ এবং নগর কর্তৃপড়্গাকে যুক্ত করে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন করতে হবে।

পরিশিষ্ট ০৫
বিবাদ মীমাংসার কৌশল

ক. পটভূমি ও উদ্দেশ্য

অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন ব্যক্তিগত ও সরকারী ভূমি হতে মানুষকে স্থানচ্যুত করে থাকে। ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন এবং নির্মাণ কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশগত বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নগরায়নে বসতির ঘনত্ব এবং এর দ্রুত বৃদ্ধি এবং জীবিকার সন্ধানে গ্রাম হতে শহর-নগর অভিবাসন একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এর খুব স্বাভাবিক যে কিছু ক্ষেত্রে বিকল্প পরামর্শসহ অবকাঠামোর পথ এবং অবস্থান নিয়ে লোকদের মধ্যে প্রশ্ন এবং অভিযোগ থাকতে পারে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ এবং নগর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ভূমি খালি করার কারণে ক্ষতির স্বীকৃতি/চিহ্নিত করে ক্ষতিপূরনের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রচলিত আইনী কাঠামোতে ভূমি অধিগ্রহণ বা প্রকল্পের জন্য স্থানচ্যুতির কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ মীমাংসায় এবং তাঁদের দাবি-ধাওয়া ও অভিযোগ শুনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতদসংক্রান্ বিষয় বিবেচনা করে প্রশ্নের উত্তর দেয়া, পরামর্শ গ্রহণ এবং অভিযোগ ও দুর্দশা দুরীকরণের জন্য প্রকল্প একটা বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি গ্রহণ করবে। এই পদ্ধতি প্রকল্পের কাঠামোতে গ্রহণ করা হবে প্রকল্পের নকশায়, মুল্যায়নে এবং সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব নিরসনের জন্য। সকলের সম্মতির ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াটি দ্বন্দ্বকে দ্রুত সমাধান করতে পারবে এবং এটা ভূক্তভোগীদের ব্যয়বহুল ও আইনী প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা হতে মুক্তি পেতে সহায়তা করবে। এই প্রদ্ধতি একজন ব্যক্তির আইনি অধিকারকে ক্ষুন্ন করবে না।

খ. অভিযোগের জন্য ফোকাল পয়েন্ট

এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর অধিনে প্রকল্প পর্যায়ের অভিযোগ নিষ্পত্তির সুবিধা থাকতে হবে। ওয়ার্ড পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির কেন্দ্রীয় স্থান হবে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির এবং নগর পর্যায়ে উপ-প্রকল্প পর্যায়ে বিবাদ মিমাংসা কমিটি সকল প্রকার পরামর্শ ও অভিযোগের ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের ভূমিকায় থাকবে। নগর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে যে, এলাকার লোকজন অভিযোগ নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত এবং পরামর্শ ও অভিযোগ তৈরী করার ক্ষেত্রে এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ও অবকাঠামো স্থানান্রসহ অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের অধিকার সম্পর্কে অবগত। বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির প্রধান বিষয়গুলো এবং মামলা নথিভুক্তকরনের ব্যবস্থাপনা দেখানো হয়েছে চিত্র-৩ এ।

বিবাদ মীমাংসা-এর সদস্যগণ অভিযোগ ও বিবাদ মীমাংসা শুনানি ও অনুসন্ধান এবং স্বচ্ছ সমাধানসহ যথাযথ বিবরণ নিশ্চিত করবে। যেখানে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুবিধাভোগী কিংবা ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তি আছে সেখানে বিবাদ মীমাংসা কমিটি-এর সদস্যগণ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত সংঘাত নিরসনে কৌশল অবলম্বন করতে পারে। বিবাদ মীমাংসা কমিটির চেয়ারম্যান ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে শুনানির জন্য অভিযোগটি যেখানে গৃহীত হয়েছিল সেখানে তলব করবে। যদি অভিযোগকারী একজন নারী হয় তবে সেক্ষেত্রে নগর কর্তৃপক্ষ শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে তলব করবেন। বিবাদ মীমাংসা কমিটির কাঠামো ও পদ ৪র্থ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

বিবাদ মীমাংসা সিদ্ধান্সমূহ প্রাতিষ্ঠানিক শুনানির মাধ্যমে নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতার জন্য বিবাদ মীমাংসা কমিটি চেয়ারম্যান নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ প্রয়োগ করবেন:

- বিবাদ মীমাংসা কমিটির সদস্য অথবা অন্যান্যরা যেমন রাজনীতিবিদ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিবাদ মীমাংসার আবেদনপত্রের উপর কোনো লিখিত সুপারিশমালার থাকলে আবেদনপত্রটি বিবাদ মীমাংসা কমিটি চেয়ারম্যান নাকচ করে দিবেন।

- বিবাদ মীমাংসার আবেদনপত্রের উপর যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সুপারিশ অপসারণ করবে যিনি পরবর্তীতে আলাদাভাবে বিষয়টির সাথে যুক্ত হতে পারেন।
- বিবাদ মীমাংসা কমিটি সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করা যারা এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শুনানির পূর্বে আবেদনপত্রে অথবা আলাদাভাবে সুপারিশ করেছিল।
- যেখানে একজন বিবাদ মীমাংসা কমিটির সদস্যকে বাদ দেওয়া হয় সেখানে তার পরিবর্তে প্রকল্প পরিচালকের সাথে পরামর্শ করে অন্য কোনো লোক নিয়োগ দেয়া।
- বিবাদ মীমাংসা কমিটি চেয়ারম্যান অবশ্যই দৃঢ়ভাবে সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও নিরসনকৃত পলিসিগুলো যা এই কাঠামোতে অবলম্বন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করবেন এবং এই নিরসনের মান নিশ্চিত করবেন। যেমন- ক্ষতিপূরণের হার বাজার মূল্যের জরিপের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।

গ. বিবাদ মীমাংসা কৌশল ও নীতিমালা

বিএমডিএফ এবং এলজিইডি উপ-প্রকল্প অর্থায়নের পূর্বে নগর কর্তৃপক্ষ পর্যায়ে বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির প্রধান নিয়মগুলো চালু করবেন। বিবাদ মীমাংসা কমিটি প্রকল্প শুরু করার পূর্বে কমপক্ষে একবার মিটিং করবেন এবং তাঁদের সমর্থন, কার্যক্রম এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানবেন। এমজিএসপি-এর আলোকে বিবাদ মীমাংসা কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করতে হবেঃ

১. বিবাদ মীমাংসা এর সচেতনিকীকরন ও বার্তা প্রদানঃ নগর কর্তৃপক্ষ সাব-প্রজেক্টের সভা করার মাধ্যমে এর অবস্থান, সুযোগ ও পদ্ধতিসহ বিবাদ মীমাংসা-এর নিয়মাবলি ও হস্ক্ষেপের সীমাবদ্ধতাসহ সাব-প্রজেক্টের অধীনে জনগণের অধিকার সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করবেন। সাব-প্রজেক্টের অংশ হিসেবে কর্মসূচী চালু করার ক্ষেত্রে নগর সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির কর্মকর্তা এবং প্রশাসনিক ও প্রকৌশলীর সাথে বিবাদ মীমাংসা, নগর সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির কার্যক্রমসমূহ এবং লোকদের অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসা বিধানের উপর ভিত্তি করে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। অভিযোগ প্রদান ও সমাধান পাওয়ার প্রকৃত ঠিকানা সভায় প্রকাশ করা হবে এবং এ সংক্রান্ তথ্য সুবিধাভোগীদের কাছে লিফলেট আকারে বন্টন করতে হবে।

২. সামাজিক অন্ভুক্তিকরণ ও নিরাপত্তাঃ নগর কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ওপি ৪.০১; ৪.০৪, ৪.১১ এবং ৪.১২ এর কার্যকরী বাস্বায়ন নিশ্চিত করবে। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ, নগরের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতে একজন সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের কর্মী নিযুক্ত করবেন। বিশেষভাবে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ এটা নিশ্চিত করবে যে, নগর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়ন করবে ।

৩. বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির তথ্য ব্যাংক স্থাপনঃ এলজিইডি এবং বিএমডিএফ কর্তৃক গৃহীত ও পরিচালিত সব অভিযোগ ও অভিযোগের ধরনসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি কেন্দ্রীয় ডাটা ব্যাংক স্থাপন করবে। এই ডাটা বেসটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর সাথে প্রধান প্রকল্প স্টাফদের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ বিশ্ব ব্যাংককে ত্রৈমাসিক বিবাদ মীমাংসার প্রতিবেদন প্রদান করবে। এই প্রতিবেদন গৃহীত অভিযোগের ধরন ও নাম্বারের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তের বিষয়ে জেলাভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করবে। যদি প্রয়োজন হয় বিবাদ মীমাংসার ডাটা ব্যাংকের উপর বিশ্বব্যাংকের প্রবেশাধিকার থাকবে। বিবাদ মীমাংসার ডাটা ব্যাংকে প্রবেশাধিকার থাকবে। প্রকল্পের নকশা, তত্ত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা

পরামর্শকারী এই রকম ডাটা ব্যাংক স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটিকে সাহায্য করবেন। এই ধরনের ডাটা-ব্যাংক প্রকল্পটির উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে কম্পিউটার সফটওয়ার এবং নেটওয়াকিংয়ের অর্ন্তভূক্ত করবে।

৪. বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি বাস্বায়নে স্াধীন মনিটরিং ও মুল্যায়ন: একটি স্বাধীন মনিটরিং ও মূল্যায়ন এবং সম্মিলিত অনুমতি ব্যবস্থা প্রকল্পের বিবাদ মীমাংসার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। বিবাদ মীমাংসার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রস্তুত হবে একটি গুচ্চ সূচকের উপর ভিত্তি করে যা বাস্বায়নের সময় তৈরী করা হয়েছিল এবং পূর্নবাসন-এর অর্ন্তভূক্ত হয়েছিল ।

ঘ.বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির সুযোগ

বিবাদ মীমাংসার মাধ্যমে পরামর্শ ও অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট অনুসরণ করা হবে না। এই ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে অনুসরণ করা হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- জায়গার উপর উপ-প্রকল্পের হস্তক্ষেপ
- অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রবেশাধিকার
- অতিরিক্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ব্যবহার
- জনগণের সাময়িক ও স্থায়ী স্থানান্র
- জনগণের স্থানান্রের জন্য ক্ষতিপুরণ ও সহায়তা
- পরিবেশগত সচেতনতা ও নির্মাণে নিরাপত্তা
- লিঙ্গ ও নাজুকদের ক্ষেত্রে বৈষম্য
- কাজের গুণগতমান

সব ধরনের অভিযোগসমূহ ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি পর্যায়ে প্রথমেই যাচাই করা হবে। যদিও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ মীমাংসা না হয় এ ক্ষেত্রে তারা অভিযোগটি বিবাদ মীমাংসা কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত একজন ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি অভিযোগ দায়ের করা কিংবা পরামর্শ সম্পর্কিত একটি অভিযোগ পাঠানোর ক্ষেত্রে দুটি প্রাথমিক মাধ্যম থাকবে।

ক) ই-মেইলের মাধ্যমে জমা

নগর কর্তৃপক্ষ, এলজিইডি এবং বিএমডিএফ ওয়েবসাইটসমূহের মাধ্যমে একটি অভ্যন্তরিন অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা এবং এর একটি বৈধ ইমেইল ঠিকানায় দায়েরকৃত অভিযোগ ফলোআপ করার ব্যবস্থা রাখবেন। ওয়েবসাইটে একটি অভিযোগের জন্য শুরুতে পপ-আপ উইনডোস এর সাথে ড্র-ডাউন বোতাম থাকবে। একজন অভিযোগকারী ভবিষ্যতে অভিযোগটি চিহ্নিত করার জন্য একটি একক কেস নাম্বার প্রদান করবেন।

খ) লিখিতভাবে জমা

ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে বিবাদ মীমাংসা কমিটির দপ্তরে কিংবা সভাপতিকে এবং ডাক ও সরাসরি জমার ক্ষেত্রে একটি ড্রপ বক্স থাকবে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজনকে নির্দিষ্ট করা থাকবে এবং প্রত্যেকটি অভিযোগ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র কেস নাম্বার দেওয়া হবে যাতে ভবিষ্যতে তা চিহ্নিত করা যায়।

এলজিইডি এবং বিএমডিএফ বিবাদ মীমাংসার কার্যক্রম ঋণ প্রদানের আগেই কার্যকর করবেন এবং নগর কর্তৃপক্ষ বিবাদ মীমাংসার জন্য একজন ফেকাল পয়েন্ট ও বিবিাদ লিপিবদ্ধ করার অন্যান্য পদ্ধতি নির্দিষ্ট করবেন। এই পদ্ধতিতে টেণ্ডার করার ৩০ দিন আগে প্রাপ্ত পরামর্শ ও অভিযোগ তুলে ধরবেন।

ঙ. আপত্তিপত্র ও সমাধান পদ্ধতি

বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্যপ্রচারপত্র স্থানীয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হবে এবং উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগী লোকদের মধ্যে বিলি করা হবে। বিএমডিএফ এবং এলজিইডির পরামর্শদাতারা অংশগ্রহণকারী নগর কর্তৃপক্ষের জন্য এই সকল প্রচারপত্র তৈরী ও মুদ্রণে সহযোগিতা করবেন। বিবাদ মীমাংসা কমিটিতে অভিযোগ ও পরামর্শ এবং তাঁদের মতামতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত ধাপসমহ্ অনুসরণ করা হবে।

ধাপ এক ঃ প্রথমেই সকল অভিযোগ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মাধ্যমে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে গ্রহণ করা হবে। ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি অভিযোগের ধরন ও গুরত্বের উপর ভিত্তি করে বিষয়গুলো পর্যালোচনা ও সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবেন। যদি কোনো অভিযোগের নীতি ও পদক্ষেপ বোঝার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় কিংবা অভিযোগটি অপ্রয়োজনীয় হয় তবে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি বিষয়টি অবগতির জন্য স্পষ্ট করবেন এবং বঞ্চিত ব্যক্তি যদি সন্তুষ্ট হয়, তবে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি বিষয়টি নথিভুক্ত করে অতঃপর সমাপ্তি টানবেন। এভাবে গভীর তদন্তের পরে অভিযোগ ও পরামর্শসমুহ নগর কর্তৃপক্ষ-এর বিবাদ মীমাংসা কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন।

ধাপ দুই ঃ অভিযোগকারী ব্যক্তি অভিযোগও দাখিল করতে পারবেন এবং অভিযোগকারী লিখিত অভিযোগ ছাড়াও এ সম্পর্কিত পরামর্শ নগর কর্তৃপক্ষ এর ড্রপ বক্স এ সরাসরি, ডাক যোগে, ই-মেইল, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। উপ-প্রকল্পটি বিএমডিএফ/এলজিইডি হতে অনুমোদন ও অর্থায়নের পূর্বে নগর কর্তৃপক্ষ এইসব অভিযোগসমুহ কমিউনিটির কাছে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করবেন।

ধাপ তিনঃ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গৃহীত অভিযোগ ও পরামর্শগুলো রেজিষ্টারে এবং কম্পিউটারে ডাটা ব্যাংকে এ স্বতন্ত্র সংখ্যা সহকারে লিপিবদ্ধ করা হবে। বিবাদ মীমাংসা কমিটির সদস্য সচিব সুবিধাসমূহ যাচাই বাচাই করবেন এবং বিবাদ মীমাংসা কমিটির মাসিক সভায় উপস্থাপন করবেন। সকলের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত এবং মতামতসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান বইয়ে লিপিবদ্ধ হবে এবং বিবাদ মীমাংসা ডাটা ব্যাংকে একটি সমাধানকারী আইডি নম্বর সহকারে লিপিবদ্ধ করবেন। সকল প্রকার অভিযোগ গ্রহণের সর্বোচ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে মীমাংসা করতে হবে।

ধাপ চার ঃ যদি কোনো বিষয়ের সমাধানের প্রচেষ্টা স্থানীয় পর্যায়ে ব্যর্থ হয়, তবে সে ক্ষেত্রে বিবাদ মীমাংসা কমিটি শুনানির সিদ্ধান্ত সহকারে অভিযোগটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, এলজিইডি এবং প্রকল্প পরিচালক বিএমডিএফ এর কাছে অভিযোগটি পূণঃপর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করবেন। সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষজ্ঞের সক্রিয় সহযোগিতা সহকারে প্রকল্প পরিচালক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিবাদ মীমাংসা কমিটি-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। এই পর্যায়ে অমীমাংসিত ঘটনাসমূহের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অভিযোগ গ্রহণের এক সপ্তাহের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা কমিটি কাছে প্রেরণ করা হবে। একটি সিদ্ধান্ত যদি পুণরায় এই পর্যায়ে এসে কোনো বঞ্চিত ব্যক্তির দ্বারা অপ্রত্যাশিত বলে বিবেচিত হয়, তবে সে-ক্ষেত্রে এলজিইডি এবং বিএমডিএফ নগর কর্তৃপক্ষকে উপ-প্রকল্পটি বাদ দিতে কিংবা সংশ্লিষ্ট উপাদানে বিনিয়োগ বন্ধ করার পরামর্শ দিবেন।

বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির যে কোনো পর্যায়ে অভিযোগকারীদের একমতের ভিত্তিতে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত নগর কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য সংযুক্ত করবেন।

চ. বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির তথ্য সংরক্ষণ

বিবাদ মীমাংসা কমিটি পর্যায়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য শুনানির বিষয়সমূহ জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। বিবাদ মীমাংসা কমিটি পেশকৃত অভিযোগ এবং তাঁদের মতামতের বিস্তারিত বর্ণনা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন যাতে সঠিক বিস্তারিত বর্ণনা, সমাধান পদ্ধতি ও সমাপ্তি করনের ধাপ সমুহ লিখিত থাকবে। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এ বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি বই বহাল রাখবে।

নিবন্ধন বই ঃ নিবন্ধন বইয়ে যা যা থাকবে (১) ক্রমিক নং, (২) গ্রহণের তারিখ (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) লিঙ্গ, (৫) পিতা কিংবা স্বামীর নাম, (৬) পুর্ণাঙ্গ ঠিকানা, (৭) মূল অভিযোগ (জমি,সম্পত্তি বা অধিকার হারানো) (৮) প্রমাণ সহকারে অভিযোগকারীর বিবরণ ও প্রত্যাশা এবং (৯) অনুরূপ দুর্দশার পূর্বেকার নথিপত্র।

সিদ্ধান্ত বই ঃ সিদ্ধান্ত বইয়ে যা যা থাকবে – (১) ক্রমিক নং, (২) কেস নং, (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) অভিযোগকারীর বিবরণ ও প্রত্যাশা, (৫) শুনানির তারিখ, (৬) মাঠ পর্যায়ে তদন্তের তারিখ (যদি থাকে), (৭) শুনানি ও মাঠ পর্যায়ে তদন্তের ফলাফল, (৮) বিবাদ মীমাংসা কমিটির সিদ্ধান্ত, (৯) উন্নতি (মীমাংসিত, অমীমাংসিত), এবং (১০) চুক্তি কিংবা প্রতিশ্রুতি।

সমাপনী বইঃ সমাপনী বইয়ে যা যা থাকবেঃ (১) ক্রমিক নং, (২) কেস নং, (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) অভিযোগকারীর মতামত ও প্রতিক্রিয়া, (৫) যোগাযোগের ধরন ও মাধ্যম, (৬) সমাপ্তির তারিখ, (৭) অভিযোগকারীর সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ, এবং (৮) ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি পরিহার।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে বিবাদ মীমাংসা একটি চলমান প্রক্রিয়া। নগর কর্তৃপক্ষ সকল মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত অভিযোগ ও দুর্দশার বিবরণ নথিভূক্ত করে রাখবেন এবং এগুলোকে আইডিএ এবং অন্যান্য যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তির দ্বারা পর্যালোচনার জন্য সহজলভ্য হিসেবে সংরক্ষণ করবেন। এ ছাড়াও নগর কর্তৃপক্ষ দুর্দশা প্রতিকার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে সাময়িক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে এ প্রকাশ করবেন। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ বিবাদ মীমাংসার পদ্ধতি বিষয়ে নগর কর্তৃপক্ষ এর প্রতিবেদনগুলো যোগ করে নিজস্ব ওয়েবসাইটে দিবেন।

চিত্র-৩:বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্র বিন্দু

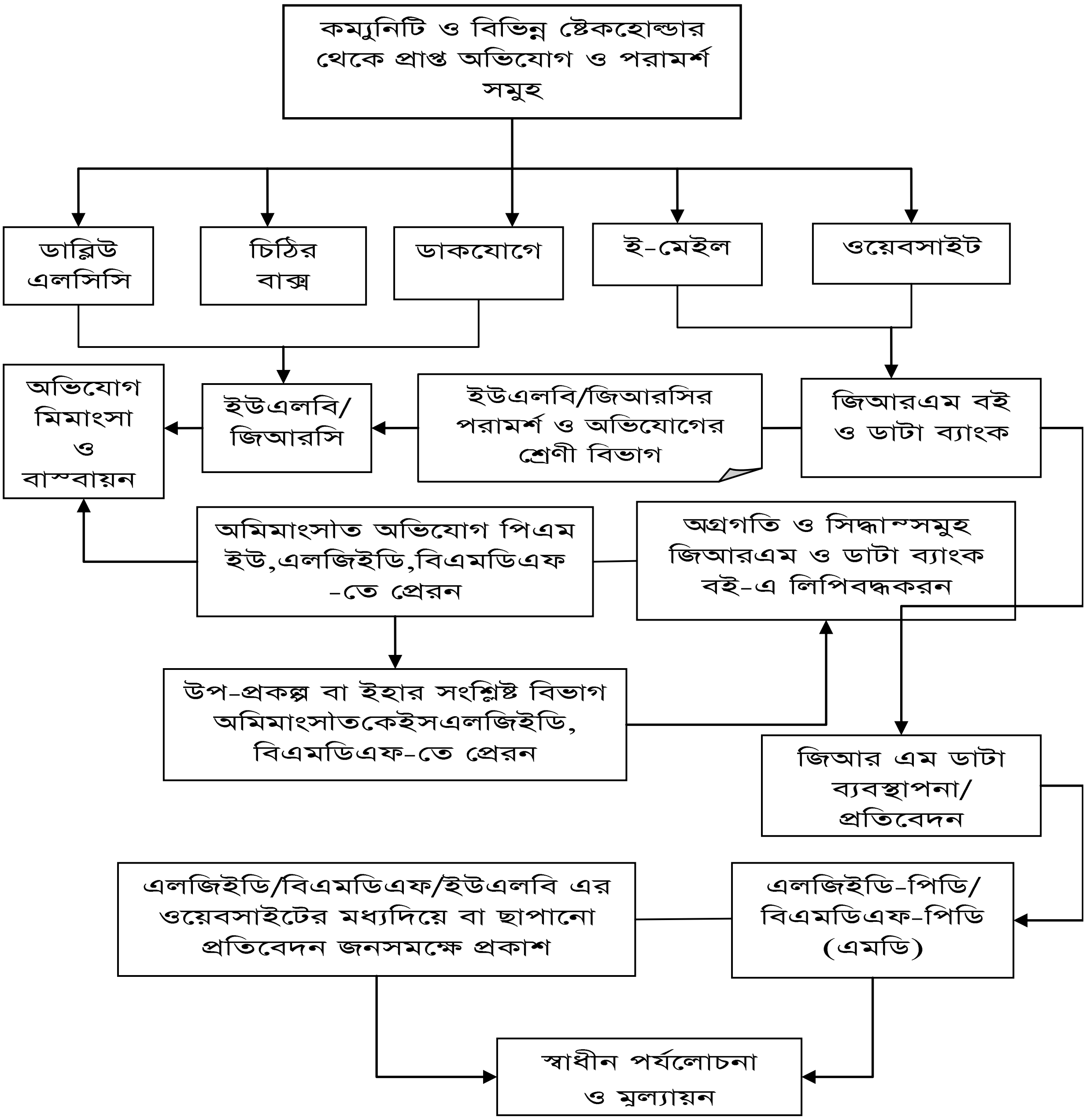

প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক ভুমিকা এবং দায়িত্ব

এমজিএসপি, ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটির সামর্থ ব্যবহার করে অন্তর্ভুক্তিকরন,অংশগ্রহণ,স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা উন্নত করার মাধ্যমে উপ-প্রকল্প নির্ধারণ, নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করবে। নগর কর্তৃপক্ষ এমজিএসপির অধীনে এলজিইডি থেকে অর্থ বরাদ্দ নেবে এবং এলজিইডি-এর সাথে একটি অংশীদারিত্ব চুক্তি সই করবে যেটি ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি এবং নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি সমর্থন করবে।

প্রথম ধাপ: চিহ্নিতকরণ- ক) একগুচ্ছ উপ-প্রকল্প ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রকল্প প্রস্তুত করার সময় বিস্তারিতভাবে সমীক্ষার মাধ্যমে। এই উপ-প্রকল্পগুলো চিহ্নিত করার সময় একটি অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধিতি নির্ধারণ করা হবেঃ

১) নগরের স্থানীয় পর্যায়ে সিবিও-এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকার উন্নতির ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। তারা নিজ নিজ এলাকায় ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির দ্বারস্থ হবেন এবং তাঁদের সমস্যাগুলো অবহিত করবেন এবং সম্ভাব্য অবকাঠামো উন্নয়নের উপর মুল্যায়ন করতে বলবেন। ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি যাচাই ও নিশ্চিত করবেন যে, প্রস্তাবিত সমস্যাগুলো সমাজের সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে এবং এখানে আলাদা কোনো গোষ্ঠীকে বাদ দেয়া হয় নি।

২) ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সমস্যাগুলো এমজিএসপি-এর অধীনে পর্যালোচনা করবে এবং কমিটির সদস্যদের ঐক্যের মাধ্যমে সঠিক বিনিয়োগের জন্য একটি তালিকা তৈরি করবে। মিউনিসিপ্যালিটির সমস্ত ওয়ার্ড থেকে পটভুমিসহ সমস্যার একটি খসড়া তালিকা নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) কে প্রদান করা হবে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করার জন্য ।

৩) ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির তালিকাগুলো পর্যালোচনা করবে এবং উপকারভোগীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তিসংগত বিনিয়োগের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করবে। সেই সাথে সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো তৈরী করবে সমাজের গরিব, বিশেষ করে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, মহিলা এবং পেশাগত গোষ্ঠী নিয়ে। কমিটি অন্তর্ভুক্তিকরণ, অংশগ্রহণ এবং সচ্ছতার জন্যেও পরামর্শ দিবে।

দ্বিতীয় ধাপ: সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা- নগর কর্তৃপক্ষ সংক্ষিপ্ত উপ-প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনা করবে। এতে অন্তর্ভুক্ত হবে ভুমি প্রাপ্তির জন্য অনুকুল সামাজিক ও পরিবেশগত ফলাফলের সামাজিক যাচাই, অতিরিক্ত সরকারী ও ব্যক্তিগত ভূমির প্রয়োজনীয়তা, ভূমি গ্রহণের পদ্ধতি (স্বেচ্ছায় জমি দান, সরাসরি অথবা বিনিময় বা অনিচ্ছাকৃত অধিগ্রহণ), অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তরে জনগণের অন্তর্ভুক্তি এবং উপজাতীয় সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব। নগর কর্তৃপক্ষ আরো যাচাই করবে প্রস্তাবিত এলাকার জনসংখ্যার পরিমাণ এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করবে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পর্যালোচনা করবে এবং অর্থবিনিয়োগের জন্য উপ-প্রকল্প নির্ধারণ করবে।

তৃতীয় ধাপ: অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনা-নগর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্পগুলো অর্থ বিনিয়োগ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করবে, পৌর এলাকায় যে সম্পদ আছে এবং যে সম্পদ পাবে তার ওপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে এমজিএসপির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ এবং জনগণের কাছে প্রকাশ করার পূর্বে সম্পদ বিনিয়োগ প্লান, নগর ও ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সাথে পরামর্শ করবে। প্রতিটি নগর কর্তৃপক্ষ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে উন্নয়ন কর্মসুচী হিসাবে বিনিয়োগ পরিকল্পনার একটি অনুলিপি বিএমডিএফ অথবা এলজিইডির কাছে উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ ধাপ: উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি-নগর কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপ-প্রকল্পগুলো তৈরি করবে বিনিয়োগ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক বরাদ্দের জন্য বিএমডিএফ অথবা এলজিইডিকে দিবে এমজিএসপির অধীনে অনুমোদনের জন্য। বিএমডিএফ এবং এলজিইডি প্রথম বছর নগর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে নিজস্ব ক্ষমতা বলে উপ-প্রকল্পগুলো তৈরি করতে বাহ্যিক পরামর্শক প্রদানের মাধ্যমে। পরামর্শক নগর কর্তৃপক্ষকে উপ-প্রকল্প এর জন্য প্রস্তাবনা তৈরিতে সাহায্য করবে যা এমজিএসপি প্রয়োজনীয় চাহিদাসহ সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা বিষয়ক চাহিদা পুরণ করবে।

দ্বিতীয় বছরের শুরুতে নগর কর্তৃপক্ষ পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ থেকে খরচ বহন করবে। এমজিএসপি-এর সুপারভিশন পরামর্শক বিএমডিএফ এবং এলজিইডির সহিত নগর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে উপ-প্রকল্প প্রস্তুতিতে যা এমজিএসপি এর মানসম্মত চাহিদা পুরণ করবে সামাজিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তাসহ।

পঞ্চম ধাপ: উপ-প্রকল্প মুল্যায়ন-বিএমডিএফ: বিএমডিএফ উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলো মুল্যায়ন করবে যেগুলো নগর কর্তৃপক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বছর এবং সামনের বছরগুলোকে মাথায় রেখে। এছাড়াও কারিগরি, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক বিষয় অনুযায়ী বিএমডিএফ সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলোও পর্যালোচনা করবে। যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে বিএমডিএফ নগর কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেবে উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবনাগুলোকে পুণরায় সংশোধনের জন্য এবং পুনরায় উপস্থাপন করবে বিবেচনা করার জন্য। সংশোধিত প্রস্তাবনায় সন্তুষ্ট হলে বিএমডিএফ উপ-প্রকল্পের আদেশ এবং বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করবে। ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক বিএমডিএফকে সাহায্য করবে তাঁদের সমস্ত মুল্যায়ন পদ্ধতিতে।

উপ-প্রকল্প মুল্যায়ন-এলজিইডি: কম্পোনেন্ট-১ এর অধীনে নগর কর্তৃপক্ষ তহবিল অন্বেষনের/ চাহিদার ক্ষেত্রে এলজিইডি উপপ্রকল্প ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শক ও নিজস্ব ক্ষমতার মধ্যে এগুলোকে সংশোধন ও যাচাই করবে। সামাজিক উন্নয়নের সকল কার্যক্রম ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমুহ সমানভাবে তদন্ত করা হবে। যদি কোনো ত্রুটি ধরা পড়ে, এলজিইডি উপ-প্রকল্প সংশোধন করবে ও বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দিবে। সংশোধিত প্রস্তাবনায় সন্তুষ্ট হলে এলজিইডি উপ-প্রকল্পের আদেশ এবং বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দিবে।

ষষ্ঠ ধাপ: বাস্তবায়ন- নগর কর্তৃপক্ষ তাঁদের উপ-প্রকল্প অনুমোদনের জন্য টেন্ডার আহবান করবে। পৌর কার্যবলী চুক্তির পুর্বে, সকল সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার বিষয়সমুহ যা সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর নকশা অনুসারে চিহ্নিত হয়েছে এবং এই রূপরেখার অন্যান্য পরিকল্পনার মধ্যে নগর কর্তৃপক্ষ সেগুলোর সমাধান দিবে। বিবাদ মীমাংসা কমিটি তাঁদের কার্যক্রম পরিচালিত করবে বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনগণ থেকে উত্থাপিত সকল অভিযোগ ও পরামর্শ মীমাংসা করার জন্য। নগর কর্তৃপক্ষ উপ-প্রকল্প শুরুর জন্য একটি সভার আয়োজন করবে যাতে আলোচনা করা হবে সামাজিক ব্যবস্থাপনাসহ বিবাদ মীমাংসার কৌশল যা প্রকল্পের অধীনে পর্যাপ্ত আছে।

তত্বাবধান এবং ব্যবস্থাপনা- সুপারভিশন ও ব্যবস্থাপনাঃ এলজিইডি এবং বিএমডিএফ উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যাবেক্ষন করবে এবং ডিজাইন ও সুপরিভিশন পরামর্শদাতারা তাঁদেরকে এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করবে। একটি স্বাধীন সামাজিক মুল্যায়ন পরামর্শক যিনি এলজিইডি এবং বিএমডিএফ দ্বারা নিয়োগ পেয়েছেন তিনি সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো/ পুর্নবাসন -এর কাজ পর্যালোচনা করবে এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যয়ন করবে। তিনি জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণ করবে ও প্রাপ্ত বিষয় তুলে ধরবে এবং সেগুলোর প্রতিবেদন সুপারিশসহ বিশ্বব্যাংক এবং কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলোর কাছে পেশ করবে।

৩. অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিধি (টিওআর)

ক. কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)

সিবিও নিচের কাজগুলো জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

- আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা বের করে সেগুলো সমাধান করার জন্য সিবিও কম্যুনিটি পর্যায়ে নর্দমা ব্যবস্থা, জনসাধারণের পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, হাসপাতালের বর্জ্য, অবকাঠামোগত তদারকি, রাস্তা পরিস্কার এবং ঝাড়ুর ব্যবস্থা, রাস্তার বাতি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিয়ে তাঁদের সাথে একাত্ব হয়ে কাজ করবেন।
- অবকাঠামোগত বিষয়াদি চিহ্নিত করবেন এবং কম্যুনিটি মৌলিক কাজগুলো চিহ্নিত করবে এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির চাহিদামত সেগুলো উপস্থাপন করবে।
- নগর কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন করে এবং পানির বিল এবং কর দিতে সিবিও নগর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে।
- সম্প্রদায়ের অধিবাসিদের সামাজিক এবং প্রকৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলবে।
- যে কোনো অর্পিত কাজ অথবা বিষয়ের তদারকিতে সিবিও নগর কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে।
- সাংস্কৃতিক কার্যের উদ্যোগ নেওয়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডগুলো পরিচালিত করবে।
- সিবিও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং বস্তির মৌলিক চাহিদার (পয়ঃনিষ্কাষন, পানি সরবরাহ, ফুটপাত, বিদ্যুৎ সংযোগ, রাস্তার বাতি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।
- দাপ্তরিক কাজের জন্য সিবিও কম্যুনিটির ভেতর থেকে একজন ছেলে এবং একজন মেয়েকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নির্ধারিণ করবে।

খ. ওয়ার্ড পর্যায়ে সমন্য় কমিটি

- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি নিয়মগুলো অনুশীলন করবে এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় তৈরিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকদের সতর্ক করবে।
- খোলামেলা আলোচনার আয়োজন করবে নগরের লোকদের নিয়ে যাতে তাঁরা পৌর এলাকার প্রশাসনিক এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজে যোগদান করতে পারে।
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি জনগণকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের জন্য মূল্য এবং শুল্ক প্রদান সম্পর্কে সচেতন করবে।
- ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন পদ্ধতিতে কিছু সুনির্দিষ্ট সেবা যেমন; পানি সরবরাহ, বর্জ্য নিষ্কাষন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে।

- পরিবেশের উপর কাজ করা, স্বাস্থ্য এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, আইন-শৃংখলা, ওয়ার্ড পর্যায়ে জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন করা।
- গণসংগঠন তৈরীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও এর কার্যক্রমসমুহ তদারকী।

গ. নগর পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি)

- টিএলসিসি জনগণকে সচেতন করবে বিভিন্ন পর্যায়ে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে।
- বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য মনিটরিং, সুপারভিশন ও সমন্বয় সাধন করবে।
- নগর সমন্বয় কমিটির এলাকায় মুল সংগঠন ও বিভাগীয় সংগঠন তৈরীর অগ্রাধিকার প্রদান ও চিহ্নিত করা ।
- যে কোনো সামাজিক কাজের পরিকল্পনা যেগুলো পৌরসভা দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলো আলোচনা করা এবং অনুমোদন করা।
- নগর সমন্বয় কমিটির গণসংগঠন নিয়ে আলোচনা এবং সুপারিশ করবে।
- বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুত করনে কমপক্ষে ৩টি সভা-সমাবেশের আয়োজন করতে হবে।

২. ষ্টাফ

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে (এলজিইডি এবং বিএমডিএফ) সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ

ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

- সামাজিক কাজ সম্পাদনে প্রার্থীকে মাস্টার্স ডিগ্রির অধিকারী হতে হবে সামাজিক বিজ্ঞানের প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে বিশেষ করে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/নৃতত্ত্ব/আঞ্চলিক পরিকল্পনা/উন্নয়ন বিদ্যা/ব্যবস্থাপনার প্রার্থীদের নেওয়া যাবে।
- কমপক্ষে ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এই বিষগুলোতে। তম্মধ্যে পরামর্শ এবং অংশগ্রহণমূলক কাজ, আর্থ-সামাজিক জরিপ, জমি অধিগ্রহণ, অনিচ্ছাধীন পুর্নবাসন। জীবিকায়ন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, সামাজিক অবকাঠামোর উপর গোষ্ঠী ব্যবস্থাপনা, সামাজিক উন্নয়নের কর্মকান্ডগুলো তদারকি এবং মূল্যায়ন, বিবাদ মীমাংসা ইত্যাদি।
- কম্পিউটারের উপর জ্ঞান থাকতে হবে এবং অবশ্যই ডাটাবেইজ তৈরী এবং প্রতিবেদন তৈরী করা জানতে হবে।
- পরিকল্পনা বাস্বায়ন তদারকি এবং মূল্যায়নে তাঁর দ্রুত অংশগ্রহণের যোগ্যতা থাকতে হবে।
- দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণের কাজে দক্ষ হতে হবে বিশেষ করে সামাজিক ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি, সমাজের সাফল্য ও ব্যর্থতার ঘটনাগুলো এবং শিখন বিষয়গুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে।
- একই অথবা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো যেগুলোতে বাহ্যিক অথবা বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলো দ্বারা অর্থায়নে পরিচালিত সেগুলোর উপর অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

খ. দায়িত্ব এবং কর্তব্য

দায়িত্ব এবং কর্তব্যগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যাহা নিম্নে প্রদত্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

- প্রকল্প পরিচালকের কাছে প্রতিবেদন জমা দেবে এবং তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে।
- প্রকল্প পরিচালককে বিভিন্ন যাচাই প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন করতে সহায়তা করবে যা সামাজিক বিষয় ও প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে সর্ম্পকিত।
- সামাজিক উন্নয়ন, জীবিকা নির্বাহ, বিরোধ মীমাংসা এবং পানি ও পয়;নিষ্কাষন অবকাঠামোর ক্ষেত্রে কম্যুনিটি ব্যবস্থপনা এবং অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো যেখানে পানি এবং সেনিটেশন সরবরাহের সুযোগ আছে প্রকল্পের এরূপ বিষয়গুলো তদারকি এবং বাস্বায়নের সমন্বয় সাধন করতে হবে।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনার নিয়মনীতি এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করতে হবে বিশেষ করে উপ-প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা প্রস্তকরণ এবং বাস্বায়ন এর ক্ষেত্রে।
- সামাজিক কর্ম-কান্ডের ব্যবস্থাপনা করা এবং সংশ্লিষ্ট পুর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমন্বয় সাধন করা।
- গোষ্ঠীগুলো এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির-এর অংশগ্রহণ সহজ করতে হবে সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনায় এবং বাস্বায়নের কাজে পিআরএ- পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সামাজিক/গোষ্ঠীগত উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্বায়ন এবং মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন বাস্বায়নকারী সংস্থা/নগর নগর কর্তৃপক্ষ এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে ।
- সামাজিক ব্যবস্থপনা কার্যক্রম-এর পর্যালোচনা ও কাজের পাক্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বিবাদ মীমাংসা এবং পাক্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ বিষয়গুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করা।
- সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের অফিসে যোগাযোগ করে ভুমি অধিগ্রহণ মনিটরিং করা এবং ক্ষতিপুরণ প্রদান ত্বরান্বিত করা।
- নগর কর্তৃপক্ষকে কারিগরি সহায়তা করা এবং স্বেচ্ছায় জমিদানের চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা করা এবং অধিগ্রহণে ক্ষতিপুরণের জন্য অবদান।
- মাঠ পর্যায়ে প্রভাবিত এলাকাগুলোতে পরিদর্শন করা যাতে সামাজিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বাস্ বায়ন তদারকি করা যায়।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংরক্ষণ করা বিশেষ করে নির্বাচিত সফলতা / ব্যর্থতার ঘটনাগুলো ও শিক্ষণীয় বিষয়সমুহ।
- অন্যান্য সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী পরিচালিত করা।

প্রকল্প বাস্বায়ন অফিসে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা

ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীকে স্নাতকোত্তর হতে হবে সামাজিক বিজ্ঞানে। প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে যদি এই বিষয়গুলো থাকে, সমাজ কর্ম/অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/নৃতত্ত্ব/আঞ্চলিক পরিকল্পনা / উন্নয়ন বিদ্যা/ ব্যবস্থাপনা। সেই সাথে ৩ বছরের বাস্ব

অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। অথবা স্নাতকসহ যে কোনো বিষয়ে ৫ বছরের বাস্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সামাজিক উন্নয়নে, অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায়, পরামর্শ এবং অংশগহণমুলক কার্যক্রমে এবং অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসন কার্যক্রমে।

খ. দায়িত্ব এবং কর্তব্য

১) এমজিএসপি এর সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো পর্যালোচনা করবে এবং নগর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে উপ-প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপত্তা চিহ্নিত করনে, পরিকল্পনায়, প্রস্তুতিকরনে এবং বাস্বায়নে।

২) উপ-প্রকল্পের সামাজিক মূল্য নির্ধারণ করা যার মধ্যে পড়বে সামাজিক যাচাই, কমিউনিটির সাথে আলোচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা। এগুলো হবে নগর কর্তৃপক্ষের আর্থ-সামাজিক চিত্র এবং বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধাগুলো এবং সেবা কার্যক্রমগুলোর উপর এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পপনার উপর।

৩) সামাজিক মুল্যায়নের পরিব্যাপ্তি ঘটানো যার মধ্যে পড়বে সামাজিক প্রভাব মুল্যায়ন, ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তির শুমারী, ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও পুর্নবাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা করা।

৪) নগর কর্তৃপক্ষকে জমি অধিগ্রহণের প্রস্াব তৈরিতে সহায়তা করবে যেখানে প্রয়োজন এবং ডিসি অফিস কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ তদারকি করা।

৫) ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিরকে জন সমাবেশ করার জন্য নগর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবে যাতে ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি জমিগুলো পেতে পারে স্বেচ্ছা অনুদানের মাধ্যমে অথবা ক্ষতিপুরণ ব্যতিত অথবা সরাসরি কেনা অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে।

৬) উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগকারী ও ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত।

৭) সম্প্রদায়গুলোর মধ্য থেকে শ্রেণীবিন্যাস করা এবং উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্বায়নে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্র্ভুক্তির ধাপ মুল্যায়ন করা।

৮) উপ-প্রকল্পের জন্য পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্বায়ন এবং বাস্বায়নের জন্য সূচক অনুযায়ী তথ্য সংগহ করা।

৯) মাসিকভিত্তিতে এবং যখন প্রয়োজন হয় সেই ভিত্তিতে উপ-প্রকল্প-এর পুর্নবাসন পরিকল্পনাকে বাস্বায়নের উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

১০) স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রতিবেদন তৈরীতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন পরামর্শককে সহায়তা করা।

১১) অন্য যেকোন কাজ প্রকল্প ব্যবস্থাপক /মেয়র অথবা প্রধান নির্বাহী দ্বারা অর্পিত সেগুলো সম্পন্ন করা।

৩. স্বাধীন সামাজিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন পরামর্শক

ক. যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বিশেষ করে সমাজকর্ম/অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ নৃতত্ত্ব/আঞ্চলিক পরিকল্পনা/ উন্নয়ন বিদ্যা এবং ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার পাবে।

কমপক্ষে ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এই সব ক্ষেত্র যেমন, সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলোর সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ, জমি অধিগ্রহণ, বাস্তুহারাদের আশ্রয়দান, জীবিকা নির্বাহ,অংশগ্রহণমূলক মনিটরিং ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব মুল্যায়নে ও প্রক্রিয়াগতদক্ষতা থাকতে হবে। পরিকল্পনা, বাস্বায়ন, মনিটরিং ও মুল্যায়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক আরআরএ পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে।

খ. সামাজিক পর্যালোচনা এবং মূল্যায়নের পরিধি

সামাজিক মূল্যায়ন হবে অর্ধ-বার্ষিক যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং প্রকল্পের মধ্যবর্তী এবং শেষ সময়ে কাজগুলো নিরূপিত হবে। সামাজিক মূল্যায়ন নিচের কাজগুলোকে তত্ত্বাবধান করবে যাতে সামাজিব ব্যবস্থাপনা কাঠামো-এর উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

১) সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, পূর্নবাসন পলিল্পনা এবং টিপিপি কাজগুলো মনিটরিং করার জন্য বিশেষ মনিটরিং সূচক পর্যালোচনা করতে হবে।

২) নগর কর্তৃপক্ষ পর্যায়ের প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে জমি অধিগ্রহণ এবং পুর্নবাসন বাস্বায়ন যাচাই বাছাই করা।

৩) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রস্তুতিকরণ এবং বাস্বায়নে অগ্রগতি এবং দূর্বলতাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেই সাথে পূর্নবাসন পরিকল্পনা/টিপিপির অগ্রগতিগুলো এবং বাস্বায়নের কৌশল চিহ্নিত করা।

৪) মান, সময়কাল এবং বিভিন্ন ধরনের (ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুর্নবাসন পক্রিয়া) সরবরাহের পর্যাপ্ততা মুল্যায়ন করা।

৫) অভ্যন্রীন মুল্যায়ন পূনঃ বিবেচনা করা এবং মাঠ পর্যায়ের সাধারণ বাছায়ের মধ্য দিয়ে অভিযোগগুলো যাচাই-বাছাই করা। ক্ষতিগ্রস্ মানুষ এবং সম্প্রদায়ের শ্রেণীগুলোকে নিয়ে যাতে পূর্নবাসন পরিকল্পনা/টিপিপি লক্ষবস্তুগুলো এবং উদ্দেশ্যসমূহ সাধারণভাবে পূরণ করা যায়।

৬) বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী এবং ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তিদের সাথে বিশেষ করে বঞ্চিত শ্রেণী এবং মহিলাদের মধ্যে বিবাদ প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা ও কার্যকারিতা এবং আইনী সমাধানের সুযোগ পর্যালোচনা এবং নিরূপন করা। তা হবে এই সমস্ মানুষের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে এবং এসব বিষয়ে তথ্য বিতরণ করার মাধ্যমে।

৭) জমি অধিগ্রহণ অথবা অনিচ্ছাকৃত স্থানান্তরের বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা (ক) পূর্নবাসন পরিকল্পনা /টিপিপিএস অনুসারে এবং (খ) বর্ণিত নীতি অনুসারে।

৮) যে কোনো সাফল্যমন্ডিত কাজের বর্ণনা দেওয়া যেগুলো সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পূর্নবাসনের কাজগুলোকে নিয়ে আসবে পূর্নবাসন পরিকল্পনা/টিপিপি বর্ণিত নীতির সাথে।

সামাজিক মুল্যায়ন পরামর্শক সামাজিক ব্যবস্থাপনার প্রভাব এবং মূল্যায়নের পদ্ধতি পরিচালিত করবে প্রকল্পের মধ্যবর্তী ও সমাপ্তকালীন সময়ে উপ-প্রকল্পের ১০% নমুনাকে নিয়ে। কাজগুলোর মূল্যায়নের প্রভাব নিচে দেওয়া হলঃ

- নমুনা উপ-প্রকল্পের সুবিধাভোগা ও ক্ষতিগ্রস্ লোকজনের একটি বেইজ লাইন তৈরী করা। এমজিএসপির অধীনে সামাজিক ব্যবস্থাপনা, জমি অধিগ্রহণ এবং অনিচ্ছাকৃত পুর্নবাসনের নীতি ও পদ্ধতি যাচাই করা এবং মনিটরিং পদ্ধতি এবং তাঁদের ফলাফল এবং ফলাফলগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর্যাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা।

- যদি প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদেরকে ক্ষতিপুরণ এবং জীবিকা নির্বাহের সুযোগগুলো দেওয়া হয়, সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে মিল রেখে তার মূল্য নিরূপন করা। এর মধ্যে পড়বে সুবিধা বঞ্চিত মহিলা এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের জীবন মান এবং আয়ের প্রভাব নিরূপন করা।

- গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে থেকে শ্রেণী বিন্যাস করা এবং উদ্দেশ্যসমূহ বাস্বায়নে এবং পরিকল্পনায় অংশ্রগ্রহণ-এর পর্যায় নিরূপন করা।

- অভ্যন্রীন মনিটরিং-এর ফলাফল যাচাই করা এবং মাঠ পর্যায়ের অভিযোগগুলো যাচাই- বাছাই করা যার মাধ্যমে যাচাই হবে ভুমি অধিগ্রহণ / পুর্নবাসন সঠিক হয়েছে কিনা। ভুমি অধিগ্রহণের প্রভাব মুল্যায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ লোক, কম্যুনিটি দলসহ অরক্ষিত মহিলাদের এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করতে হবে।

- কম্যুনিটি এবং প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতি ও পরামর্শমুলক পদ্ধতির পর্যাপ্ততা ও কার্যকারীতা মুল্যায়ন করতে হবে। বিশেষ করে অরক্ষিত গোষ্ঠী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা পদ্ধতি ও আইনী সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ততা ও কার্যকারিতার বিষয়ে এটি করতে হবে এবং এ বিষয়ে তথ্য প্রচার করতে হবে।

- সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পূর্নবাসনের কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য বাজেটের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

- সামাজিক কর্মকান্ডগুলো, জমি অধিগ্রহণ, এবং অনিচ্ছাকৃত পূর্নবাসন সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো / পূর্নবাসন পরিকল্পনা/টিপিপি অনুসারে বাস্বায়িত হয়েছে কি-না তা মূল্যায়ন করা এবং প্রকল্প উন্নয়নে লক্ষ্য অর্জিত হবে কি-না তা নিরূপন করা হবে এবং ক্ষতিকারক প্রভাবগুলো এড়িয়ে যেতে হবে।

- ভবিষ্যৎ প্রকল্পগুলোর জন্য জমি অধিগ্রহণ/পূর্নবাসন বাস্বায়নের পদ্ধতি এবং পাঠগুলোর সফলতা ও ব্যর্থতা চিহ্নিত করা।

পরিশিষ্ট -৮

সামাজিক যাচাই পদ্ধতি

একটি উপ-প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত হলে বিকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সামাজিক যাচাই সম্পন্ন হবে। প্রাথমিকভাবে এমজিএসপি প্রস্তুতি গবেষণায় সম্ভাব্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্প যেটা চিহ্নিত করা হয়েছে যাছাই প্রক্রিয়া-এর মুল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত করবে কী ধরনের প্রকল্প গৃহিত হবে। সামাজিক যাছাই প্রক্রিয়া প্রকল্পের বৈশিষ্টসমুহ ইহার উপকারভোগী কর্মএলাকার আর্থসামাজিক বহুমাত্রিকতা এবং ইহার সম্ভাব্য প্রভাব ও ঝুকিসমুহ দ্রুত মুল্যায়ন করবে। তা আরো অতিরিক্ত ভুমির সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা এবং ঐসব ভুমি অর্জনের পথ ও পদ্ধতি চিহ্নিত করবে। সামাজিক যাছাই পদ্ধতির ফলাফলসমুহ সামাজিক প্রভাব মুল্যায়নে ব্যক্তিগত মতামতের আবশ্যিকতা/ প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না তা নির্দেশ করবে। উপ-প্রকল্পসমুহে বিনিয়োগ বিকল্প এবং মানের সাথে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়সমুহ বিস্তারিত প্রস্তুতির জন্য বিবেচিত হবে। একটি সামাজিক যাছাই প্রতিবেদন প্রস্তুত হবে সম্ভাব্য প্রভাবসমুহ চিহ্নিত করন এবং মীমাংসা পদ্ধতির জন্য একটি সামাজিক যাছাই ছক (পরিশিষ্ট ৮-এ) ও পরামর্শের জন্য একটি পরামর্শ তালিকা (পরিশিষ্ট-২) ব্যবহৃত হবে।

উপ-প্রকল্পের বর্জনীয় দিকসমুহ: এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, উপ-প্রকল্পসমুহ প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য, আইনী আবশ্যকতা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে, সামাজিক যাছাই পদ্ধতির সময় নিম্মোক্ত বিষয়গুলোসহ কতিপয় বর্জন নীতিমালা প্রয়োগ করা হবে:

- উপ-প্রকল্পসমুহের জন্য ভুমি অধিগ্রহণ বা বসতি স্থানান্তর প্রয়োজন হলে ক্ষতিপুরণ অথবা পুর্নবাসন করা হবে না।
- উপ-প্রকল্প যা মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্নশান ঘাট এবং অন্যান্য ধর্মীয় স্থান/বস্তু, সাংকৃতিক এবং ঐতিহাসিক স্থাপনাসমুহ ক্ষতি সাধন করে।
- উপ-প্রকল্পসমুহ যা বিভিন্ন আদিবাসীর সাংকৃতিক ঐতিহ্য ও জীবন প্রবাহকে বিনষ্ট করে, সাধারণ সম্পদ এবং জীবন জীবিকার্জনের উপায়সমুহে তাঁদের প্রবেশাধিকার ক্ষুন্ন করে।
- উপ-প্রকল্পসমুহ যা হস্তক্ষেপ করে এমন কিছু সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যু যার জন্য স্থানীয় জনগোষ্টী হতে অভিযোগ আসে এবং যেগুলো নকশা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য নয়।
- এ-ছাড়াও সামাজিক যাচাই পদ্ধতির পরিকল্পনা পর্যায়ে বর্জনীয় দিকগুলো হচ্ছে একটি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিনিয়োগ থেকে পরিত্যাগ করতে হবে। যদি কোনো স্থানীয় গোষ্টী থেকে সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যু নিয়ে ক্ষোভের উদয় হয় যেটা ক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা গোষ্টীকে সন্তুষ্ট করে সমাধান যোগ্য নয়।

ফরম-১.উপ-প্রকল্পের সামাজিক নিরাপত্তা যাচাই

যাচাই এবং মুল্যায়ন

উপপ্রকল্পের নামঃ ....

গ্রাম/ মৌজাঃ ....উপজেলাঃ ....জেলাঃ...................

১. অর্ন্তভুক্তির চেকলিস্ট

ক) উপ-প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জন্য জনগণের স্থানান্তর ও পুর্নবাসনের জন্য কোন ক্ষতিপুরণ দেওয়া হবে না। ১) হ্যাঁ ২) না

খ) উপ-প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত করবে মসজিদ, মন্দির, কবরস্থান, শ্মশান ঘাট এবং অন্যান্য স্থান/ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যপুর্ণ বিষয়সমুহ।

১) হ্যাঁ ২) না

গ) উপ-প্রকল্প, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার জন্য হুমকি স্বরূপ এবং তাঁদের সাধারণ সম্পতিতে প্রবেশাধিকার এবং জীবনযাত্রাতে প্রচন্ডভাবে বাধা সৃষ্টি করে। ১) হ্যাঁ ২) না

ঘ) জনগণের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ে আপত্তি যাহা নকশা পরিবর্তনের মাধ্যমেও সমাধান করা সম্ভব নয়। ১) হ্যাঁ ২) না

২. পূর্নবাসনের প্রভাব

সামাজিক প্রভাব ও জনগণের উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে নিবিড় সামাজিক প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজন আছে কি?

১) হ্যাঁ ২) না

সামাজিক প্রভাব ও জনগণের উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে পুর্নবাসন কর্মপরিকল্পনার তৈরীর প্রয়োজন আছে কি? ১) হ্যাঁ ২) না

৩. উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর সামাজিক প্রভাব ও উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে নিবিড় সামাজিক প্রভাব মুল্যায়ন সমীক্ষার প্রয়োজন আছে কি? ১) হ্যাঁ ২) না

উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর সামাজিক প্রভাব ও উদ্বিগ্নতার ক্ষেত্রে উপজাতীয় জনগণের পরিকল্পনা তৈরীর প্রয়োজন আছে কি? ১) হ্যাঁ ২) না

ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শকের পক্ষে পূরণকৃত তথ্যগুলো যাচাই এবং মুল্যায়ন করেছেনঃ..

নির্বাচনের সিদ্ধান্তঃ ১) নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করেছেন; ২) বাতিলের জন্য সুপারিশ করেছেন।

নামঃ ....পদবীঃ ....

স্বাক্ষরঃ .... তারিখঃ ....

ফরম-২

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে যাচাই ফরম

ক) চিহ্নিতকরণ

১.উপ-প্রকল্পের নামঃ ....

গ্রাম/ মৌজাঃ ....উপজেলাঃ ....জেলাঃ.....................

২.রাস্তা ও স্থান নির্বাচনঃ ....

৩. প্রকল্পের উপাদানঃ ....

৪. ভৌত কার্যাবলীর বিবরণঃ ....

৫. যাচাই-এর তারিখঃ ....

খ) যাচাই-এ অংশগ্রহণ

৬. পরামর্শকের প্রতিনিধীগণ যারা উপ-প্রকল্প যাচাই করেছেন তাদের নামঃ ....

৭. নগর কর্তৃপক্ষ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ যারা যাচাই এ অংশগ্রহণ করেছেন তাদের নামঃ ....

৮. ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সদস্যগণ, এনজিও প্রতিনিধিগণ,কম্যুনিটি দল/সিবিও যারা যাচাই এ অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানাঃ

৯. সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ জনগণ যারা যাচাই এ অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা পৃথক পৃষ্ঠায় বিস্ ারিতভাবে তালিকাভুক্ত করুন।

গ) ভুমির প্রয়োজনীয়তা ও মালিকানা

১০. এই চুক্তি / প্রকল্পের অধীনে যে কাজ সম্পাদনের জন্য গৃহিত হয়েছে এর জন্য কি অতিরিক্ত ভুমির প্রয়োজন আছে?

হ্যাঁ	
হা	

১১.যদি হ্যাঁ হয়, এ অতিরিক্ত ভুমি কেন ব্যবহার করা হবে? উল্লেখ করুন?

রাস্ প্রশস্থকরণ	ভৌত কাঠামো নির্মাণ/বৃদ্ধি	উচু নীচু, সরু ভগ্ন রাস্ সংস্কার	অন্যান্য

১২. যদি হ্যাঁ হয়, প্রয়োজনীয় ভূমি বর্তমানে কার দখলে আছে? চিহ্নিত করুন?

ইউএলবি	সরকারী-খাস/অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান	ব্যক্তি মালিকানা	অন্যান্য উল্লেখ করুন?

ঘ) ভ‚মির বর্তমান ব্যবহার এবং সম্ভাব্য প্রভাবসমুহ

১৩. প্রয়োজনীয় ভুমি যদি ব্যক্তির অধীনে থাকে সেগুলো বর্তমানে কি জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তা চিহ্নিত করুন?

কৃষি		কতটি পরিবার এই ভুমি ব্যবহার করছে ?			
বাসস্থান		কতটি পরিবার এই ভুমি ব্যবহার করছে ?			
বাণিজ্যিক		কত লোক ভুমি ব্যবহার করছে?		কতগুলো দোকান আছে?	
অন্যান্য		কত লোক ভূমি ব্যবহার করছে ?		ব্যবহার কারীর সংখ্যা	

১৪. যদি প্রয়োজনীয় ভুমি নগর কর্তৃপক্ষ অথবা অন্যান্য সরকারী সংস্থার অধীনে থাকে এগুলো কি জন্য ব্যবহৃত হচেছ, তা উল্লেখ করুন?

কৃষি		কতটি পরিবার এই ভুমি ব্যবহার করছে ?			
বাসস্থান		কতটি পরিবার এই ভুমি ব্যবহার করছে ?			
বাণিজ্যিক		কত লোক ভুমি ব্যবহার করছে?		কতগুলো দোকান আছে?	
অন্যান্য		কত লোক ভুমি ব্যবহার করছে?		ব্যবহার কারীর সংখ্যা	

১৫. বর্তমানে কত জন ব্যবহারকারীর সাথে সরকারী সংস্থার বন্ধকী চুক্তি আছে?

১৬. কত টি পরিবার আছে যারা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ হবে?

সম্পুর্ণভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে (পরিবার সংখ্যা)		আংশিকভাবে কিন্তু বর্তমানে বসবাস করতে পারে (পরিবার সংখ্যা)	

১৭. কতটি ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ হবে?

সম্পুর্ণভাবে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে (সংখ্যা)		আংশিকভাবে কিন্তু বর্তমানে বসবাস করতে পারে (সংখ্যা)	

১৮. নগর কর্তৃপক্ষ-এর নিজস্ব এবং সরকারী জমিতে কতটি বসবাসকারী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে?

সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে, স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে (স্থাপনার সংখ্যা)	
আরসিসি, ইট বা অন্যান্য স্থায়ী উপকরণ তৈরী ঘরের সংখ্যা	
বাঁশ, জিআইসিট বা সস্ উপকরণ তৈরী ঘরের সংখ্যা	

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে কিন্তু বর্তমানে বসবাস করতে পারে (স্থাপনার সংখ্যা)	
আরসিসি, ইট বা অন্যান্য স্থায়ী উপকরণ তৈরী ঘরের সংখ্যা	
বাঁশ, জিআই সিট বা সস্ উপকরণ তৈরী ঘরের সংখ্যা	

১৯. কতজন লোক নগর কর্তৃপক্ষ-এর নিজস্ব ভূমি এবং অন্যান্য সরকারি ভূমিতে পরিচালিত ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে?

সম্পুর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে স্থানান্তরের প্রয়োজন হবে (ব্যবসা কাঠামো / প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা)	
এ ধরনের কাঠামোর মধ্যে কতটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে (সংখ্যা)	
এ সব ব্যবসায় কতজন বর্তমানে কর্মরত আছে	
এসব কাঠামোগুলো কি ইট, আরসিসি বা স্থায়ী উপকরণ দিয়ে নির্মিত? সংখ্যা:	
এসব কাঠামোগুলো কি সস্ উপকরণ: বাশঁ, সিআইসিট দিয়ে নির্মিত? সংখ্যা:	

আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু বর্তমানে ব্যবসা করতে পারে (এ-সব ব্যবসা কাঠামো / প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা)	
এ ধরনের কাঠামোর মধ্যে কতটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে (সংখ্যা)	
এ সব ব্যবসায় কতজন বর্তমানে কর্মরত আছে	
এসব কাঠামোগুলো কি ইট, আরসিসি বা স্থায়ী উপকরণ দিয়ে নির্মিত? সংখ্যা:	
এ-সব কাঠামোগুলো কি সস্তা উপকরণ: বাশঁ, সিআইসিট দিয়ে নির্মিত? সংখ্যা:	

২০. কতটি স্থানান্তরযোগ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান / টং-ঘর রাস্তার উপর এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থিত যেগুলো স্থানান্তর করা যাবে, এর সংখ্যা:

২১. প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম কোনো কম্যুনিটির জীবিকার্জনে ব্যবহৃত উপায় বা সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

হ্যা:	না:

২২. যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে এসব সম্পদের বর্ণনা দিন ?

....

....

....

২৩. প্রস্তাবিত উপপ্রকল্পের কার্যক্রম কোনো কম্যুনিটি স্কুল, গোরস্থান, মসজিদ, মন্দির, অথবা অন্যসব ধর্মীয় স্থাপনা, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক স্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

২৪. যদি হ্যাঁ হয়,তাহলে এগুলোর বর্ণনা দিন?

হ্যাঁ		না	

....

....

....

....

২৫. এ প্রশ্নপত্রের বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা এ প্রকল্পের কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বর্ণনা করুন?

....

....

২৬. যদি থাকে, এর বিকল্প কি হতে পারে? এ-গুলো কি পরিহার করে অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার ন্যুনতম পর্যায়ে আনা যাবে, বর্ণনা করুন?

....

....

....

ঙ) আদিবাসী সর্ম্পকে অতিরিক্ত তথ্যাবলী

(প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প এলাকায় যদি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস থাকে, সে ক্ষেত্রে এ বিভাগটি পূরন করতে হবে)

২৭. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নাম ও সংগঠনের তালিকা উল্লেখ করুন। যেগুলো সামাজিক যাচাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছে?

....

....

২৮. প্রকল্প এলাকার আধিবাসী জনগোষ্ঠীর এ-প্রকল্পের ইতিবাচক সম্ভাবনা ও নেতিবাচক প্রভাব সর্ম্পকে জানানো/ সচেতন করা হয়েছে কি? এবং এ ব্যাপারে তাঁদের মতামত/প্রতিবার্তা সর্ম্পকে পরামর্শ করা হয়েছে কি?

হ্যাঁ		না	

প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কাজে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ঐকমত্য আছে কিনা ?

হ্যাঁ		না	

২৯. সর্বমোট সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবার সংখ্যা:

৩০. প্রয়োজনীয় ভূমির উপর সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে নিম্নের কোন ধরনের অধিকার আছে?

আইনগত অধিকার	পরিবার সংখ্যা	
দখলকৃত জমি	পরিবার সংখ্যা	
সরকারী সংস্থার সাথে বন্ধকী চুক্তি	পরিবার সংখ্যা	
অন্যান্য উল্লেখ করুন	পরিবার সংখ্যা	

৩১. উপ-প্রকল্প আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপয্যপূর্ণ বস্তুকে /স্থাপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে?

হ্যাঁ		না	

৩২.যদি হ্যা হয়, এর বিবরণ দিন?

....

....

৩৩. সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবারগুলোর প্রকল্প এলাকায় প্রধান তিনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম উল্লেখ করুন?

ক)

খ)

গ)

৩৪. উপ-প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যাবলী সর্ম্পকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের/সংগঠনের সামাজিক উদ্বেগসমুহ:

....

....

....

৩৫. উপ-প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব/ ফলাফলসমুহের উপর আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধারণা:

ইতিবাচক		নেতিবাচক		কোনটি নয়	

ডিজাইন ও সুপারভিশন পরামর্শকের পক্ষে এই সাক্ষাৎকার ফরম পুরণ করা হবে:

নাম: স্বাক্ষর: তারিখ:

যাচাই পদ্ধতিতে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির তালিকা:

ক. স্থানীয় স্টেকহোল্ডার, কম্যুনিটি সদস্য এবং ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির/ সিবিও

নাম	লিঙ্গ	সামাজিক অবস্থা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর / টিপসই

নাম	লিঙ্গ	সামাজিক অবস্থা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর / টিপসই

সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তালিকা:

নাম	লিঙ্গ	সামাজিক অবস্থা	মোবাইল নং	স্বাক্ষর/ টিপসই

পরিশিষ্ট -৯

মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো

ক) অভ্যন্তরীণ মনিটরিং

এলজিইডি এবং বিএমডিএফ উভয় সংস্থাই স্ব-স্ব ডিজাইন ও সুপারভিশন উপদেষ্টা এবং সামাজিক উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা অভ্যন্তরীণ যাচাই সম্পন্ন করবে। নগর কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী প্রকৌশলী সামাজিক উন্নয়ন কর্ম এবং পূর্নবাসন পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ যাচাইয়ের জন্য দায়িত্ব পালন করবে। সামাজিক উনয়ন বিশেষজ্ঞ মনিটরিং ছক তৈরী করবে যেগুলো নগর কর্তৃপক্ষ-এর সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তা দ্বারা পর্যাপ্ত প্রয়োজন অনুযায়ী পূরণ করা হবে। সামাজিক উন্নয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ সামাজিক রক্ষাকবচসমূহের উপর সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং কোনো পূর্নবাসন পরিকল্পনা এবং ব্যাংক পলিসি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিবে। সামাজিক উন্নয়ন কর্মাকর্তাবৃন্দ উপ-প্রকল্প এলাকায় পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করবে।

অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যাপকভাবে সংযুক্তঃ

- প্রশাসনিক মনিটরিংঃ দৈনিক পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ প্রতিক্রিয়া এবং সমাধান, অগ্রগতি এবং অর্জনসমূহ।
- সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ঃ অর্ন্তভূক্তি, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সামাজিক সুরক্ষার প্রবণতা।
- ফলাফল মূল্যায়নঃ জীবনমান, মৌলিক শহুরে সেবাসমূহ লাভের সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন, অরক্ষিত শ্রেণী এবং উপজাতীয় জনগোষ্ঠী।

খ) বহিঃপর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন

সামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সুরক্ষার বিষয় কতটা কার্যকরভাবে এবং দক্ষতার সহিত চিহ্নিত করা হয়েছে কিংবা ব্যবস্থাপনা ও উপশমের পদক্ষেপ এবং বাস্তবায়ন কতটা কার্যকরভাবে হয়েছে তা নিরূপন করার জন্য বহিঃ পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন হবে। স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন সম্পাদনের জন্য এলজিইডি এবং বিএমডিএফ কর্তৃক একজন স্বতন্ত্র পরামর্শক নিয়োগ করা হবে। সংযোজনী-৬ এ স্বতন্ত্র সামাজিক মুল্যায়ন পরামর্শকের একটি খসড়া কার্য-তালিকা (টিওআর) দেয়া হবে।

বহি:পর্যালোচনা এবং মুল্যায়ন সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপিত হবে:

- উপ-প্রকল্পের বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যসমুহ অর্জিত হয় কি-না, সেখানে কি কি অসুবিধা রয়েছে এবং সংশোধনযোগ্য ব্যবস্াসমুহের পরামর্শ দেয়া।
- সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সূচকের উপর উপ-প্রকল্পের ফলাফলসমুহ ইতিবাচক প্রবনতা প্রদর্শন করে কি-না, সেখানে কি কি অসুবিধা বিরাজমান এবং সংশোধনযোগ্য ব্যবস্থাসমুহের পরামর্শ প্রদান।
- নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পুর্নবাসনে প্রকল্পের সার্বিক কৌশল, অংশগ্রহণ, সচ্ছতা, সামাজিক জবাবদিহীতা এবং ন্যায় পরায়ণতা সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণ করা হচেছ কিনা।

স্বতন্ত্র মুল্যায়ন পরামর্শক এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর অর্থায়নে নগর কর্তৃপক্ষ

দ্বারা উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প বাস্বায়নের শুরুতেই ১০ ভাগের একটি বেইজ লাইন তৈরী করবে। প্রকল্প বাস্বায়নের মাঝপথে পরামর্শক দ্বারা একটি মধ্যবর্তী পর্যালোচনা সম্পন্ন হবে। এলজিইডি এবং বিএমডিএফ-এর অর্থায়নে পরিক্ষামূলক/নমুনা উপ-প্রকল্পের উপর একটি সমাপ্তিকালীন মুল্যায়ন সম্পন্ন হবে।

গ) মনিটরিং কৌশল

অংশগ্রহণমুলক পদ্ধতিতে এমজিএসপি-এর মনিটরিং সম্পন্ন করা হবে নীচ থেকে উপরের প্রক্রিয়ায়। নগর কর্তৃপক্ষ এর উপ-প্রকল্প পরিকল্পনায় এবং বাস্বায়নে সামাজিক ব্যবস্থাপনার উপর তৃণমুল পর্যায়ে কার্যক্রমের মধ্যে মনিটরিং এবং মুল্যায়নে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ হবে উপকারভোগী বাসিন্দা এবং দর্শনার্থী, পথচারী, বাজারজাতকারী, ব্যবসায়ী। ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলোর নিজস্ব মনিটরিং, অভ্যন্তরীণ ও বহি:মনিটরিং -উভয়-এর মুল উপাত্ত হবে।

উপ-প্রকল্প এলাকাগুলো হতে পরিবর্তনের উপর তথ্য সংগ্রহের জন্য এলজিইডি এবং বিএমডিএফ যৌথভাবে একগুচ্ছ পরিমাপযোগ্য সামাজিক উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য নির্দেশনাসূচক তৈরী করবে এবং এই সূচকসমুহ তৃণমুল পর্যায়ের কর্মশালায় চিহ্নিত হবে এবং নগর সমন্বয় কমিটির সভাসমুহে উপস্থাপিত হবে। পরামর্শক নগর কর্তৃপক্ষসমুহে প্রকল্পের ফলাফল, প্রভাব ও পদ্ধতির উপর সূচক তৈরী /চিহ্নিতকরণ প্রণালীতে সহায়তা করবে।

ঘ) সামাজিক ব্যবস্থাপনার সূচক/নির্দেশনাসমুহ:

১. সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াসমুহের নানাবিধ জটিলতা রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন নিম্মোক্ত নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মনিটরিং করা হবে। এ সকল সূচক সম্পর্কিত উপাত্ত বিভিন্ন সময়ে সংগৃহিত হবে এবং পদ্ধতিসমুহের ফলাফল বের করার জন্য বিশ্লেষণ করা হবে। অবশ্য এই সূচকসমুহ উপ-প্রকল্প প্রস্তুতি পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং সুনির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত হবে।

অর্ন্তভুক্তিকরণ	১. উন্নত নগর অবকাঠামোগত সেবাসমুহের জন্য উপ-প্রকল্প সনাক্তকরণে অরক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার বিবেচনা করা হবে। ২ নগর সমন্বয় কমিটির সভাসমুহে উপপ্রকল্প বাজেট হিসাব এবং সহায়তাকারী উপাদানসমুহ, নির্মাণ সময়সুচী ও ঠিকাদারদের তথ্যাদি আলোচিত হবে।
অংশগ্রহণ	৩. ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির এবং সিবিওসমুহে নারী এবং নাজুক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা। ৪. বিবাদ মীমাংসাকারী কমিটিসমুহে নারী এবং নাজুক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করা ৫. পরামর্শ প্রক্রিয়ায় নারী, উপজাতি এবং নাজুক শ্রেণী, পেশাজীবি শ্রেণীর প্রতিনিধিত করা। ৬. উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন এবং বাস্বায়নে উপকারভোগীর অধিকারের প্রতিফলন ঘটবে।
স্বচ্ছতা	৭. প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো/ পূর্নবাসন পরিকল্পনার তথ্য প্রকাশ ৮. উপ-প্রকল্প এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিষয় ও নীতিসমুহ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা।
সামাজিক জবাবদিহীতা	৯. নগর কর্তৃপক্ষ সমর্থিত নকশা এবং তা বাস্বায়নের জন্য জনগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া জানা। ১০. ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির এবং বিবাদ মীমাংসা কমিটিসমুহে অভিযোগপত্র গ্রহণ। ১১. ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটিতে প্রবেশ পর্যায়ে অভিযোগসমুহ মীমাংসা করা। ১২. মনিটরিং প্রক্রিয়ায় কম্যুনিটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব থাকা।

২. ভুমি অধিগ্রহণ মনিটরিং-এর নির্দেশকসমুহ

ভুমি অধিগ্রহণ সম্পৃক্ত প্রধান কাজসমুহের অবস্থান মনিটরিং-এর জন্য এবং পুর্নবাসন কার্যক্রমের প্রস্তুতি ও বাস্বায়নের জন্য নিম্মোক্ত সুচকসমুহ ব্যবহৃত হবে। ভুমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুরুর পুর্বে প্রকৌশল নকশার প্রয়োজন হবে। অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ এবং ভুমিতে এগুলোর অবস্থান একবার চূড়ান্ হলে অগ্রগতি নিরূপনের জন্য নিম্মোক্ত কাজগুলি পরিলক্ষিত হবে।

ভুমি অধিগ্রহণ	১. ভ্মি অধিগ্রহণ প্রস্াবনার তারিখ চূড়ান্করণ। ২. জেলা প্রশাসকের নিকট ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্াবনা পেশ করা। ৩. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি-৩ জারি করা। ৪. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি-৬ জারি করা। ৫. জেলা প্রশাসক দ্বারা নগর কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপুরনের হিসাব দাখিল ৬. বিএমডিএফ ক্ষতিপূরণের আনুমানিক ব্যয় পর্যালোচনা করবে। ৭. জেলা প্রশাসকের নিকট নগর কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণ তহবিল ন্যস্ করবে। ৮. জেলা প্রশাসক কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি-৭ জারি করা। ৯. জেলা প্রশাসকবৃন্দ তারিখ নির্ধারণ করে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরু করবে। ১০. ভুমির জন্য % ক্ষতিপূরণ প্রদান। ১১. % ক্ষতিগ্রস্ ব্যাক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান।

৩. পুর্নবাসন পরিকল্পনা মনিটরিং নির্দেশকসমুহ

অধিগ্রহনের টাকার পরিমাণ ও ভূমির অবস্থান উল্লেখপুর্বক নকশা চুড়ান্করণে অভিযোগ নিস্পত্তি পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুতি প্রক্রিয়া শুরু হবে। অগ্রগতি নিরুপনের জন্য নিম্মোক্ত কাজসমুহ মনিটরিং করা হবেঃ

পুর্নবাসন	১.প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তি ও সম্পত্তির শুমারী এবং অবৈধ দখলকারীর হতে ভূমি পুনুরুদ্ধারের তারিখ নির্ধারণ করা। ২.ক্ষতিগ্রস্ ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের পুর্নবাসন ব্যয় এবং বাজারমুল্য জরিপ। ৩. ঘোষণা ও পরামর্শ পদ্ধতি ৪. বিবাদ মীমাংসার জন্য কমিটি গঠন ৫. অনুনোমোদিত বসতি ও অন্যান্য (স্থানচ্যুত ব্যবসা, অন্যান্য কর্মকান্ড) বৈধ মালিকদের ক্ষতিপুরণ বাজেট প্রস্তুতি। ৬. পুর্নবাসন পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং ছাড়ের জন্য প্রস্তুতি ও আইডিএ-এর নিকট পেশ। ৭. পৃথক ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার ফাইল প্রস্তুতি। ৮. নগর কর্তৃপক্ষ কতক ক্ষতিপুরণের বাজেট অনুমোদন। ৯.স্থানান্র পরিকল্পনা প্রণয়ন। ১০. পুন:বসতি সহযোগিতা ও স্থানান্রের জন্য ক্ষতিপুরণ প্রদান। ১১. ক্ষতিপুরণের নিয়মিত মনিটরিং ও অগ্রগতির প্রতিবেদন তৈরী।
ঐচ্ছিকভুমি প্রদান	১২.স্বেচ্ছাদানকৃত ভুমি যথাযত দলিলাদির মাধ্যমে সম্পাদন।
ক্ষতিপুরণের বিপরাতে প্রদান/ সরাসরি ক্রয়	১৩. সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী অতিরিক্ত ব্যক্তিগত ভূমি লাভের জন্য আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং দলিল তৈরী করা।

অন্যান্য কাজ যেগুলো অজানা রয়েছে তা মনিটরিং প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হবে। ভুমি অধিগ্রহণ ও পূর্নবাসন পরিকল্পনা এবং বাস্বায়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাযত সারণার ছকে জমা দিতে হবে।

ঙ. প্রতিবেদন

নগর কর্তৃপক্ষ প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ ব্যক্তিদের সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নবাসনের অগ্রগতি ও অর্জনের মাসিক প্রতিবেদন এলজিইডি এবং বিএমডিএফ এ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর নিকট সরবরাহ করবেন। সেই তথ্য প্রয়োজনায় সম্পাদনার পর ওপি ৪.১২ এর নিয়ম অনুযায়ী পর্যালোচনা করার জন্য ব্যাংকে সরবরাহ করবে ।

- সামাজিক উন্নয়ন বিষয়সমুহ এবং পৃথক নগর কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহিত ভূমি অধিগ্রহণ এবং বাস্বায়নের কোনো প্রভাব/বিবাদ মীমাংসা পরিকল্পনাসহ (ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিগ্রহণ ব্যতিত) সামাজিক সু-রক্ষাসমুহ উল্লেখপূর্বক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ।
- নগর কর্তৃপক্ষভিত্তিক ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপুরণের হালনাগাদ (যেখানে নগর কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ নেয়) এবং অন্যান্য প্রভাবসমুহ যখন যা ব্যাংক তাদেরকে কর্মপরিকল্পনার ছাড় এবং ব্যয়ের জন্য অনুরোধ করে।
- আনুষ্ঠানিক তদারকি কার্যাবলীর হালনাগাদ করা হবে যদি চলতি/ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যাপ্ত তথ্যবহুল মনে না হয়।

স্বতন্ত্র সামাজিক পর্যালোচনা এবং মুল্যায়ন পরামর্শক একটি বেইজ লাইন, একটি মধ্যবর্তী পর্যালোচনা এবং একটি সমাপ্তিকালীন মুল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।